قرآن مجيد

তরজমা ও তাফসীর

কানযুল ঈমান
ও
খাযাইনুল ইরফান

মূল

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত

শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী

(রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)

ও

সদরুল আফাযিল মাওলানা

সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী

(রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)

বঙ্গানুবাদ

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

بسم الله الرحمن الرحیم

هو الله · الذی لا اله · الا هو · الرحمن · الرحیم · الملک

القدوس · السلام · المؤمن · المهیمن · العزیز · الجبار

المتکبر · الخالق · البارئ · المصور · الغفار · القهار

الوهاب · الرزاق · الفتاح · العلیم · القابض · الباسط

الخافض · الرافع · المعز · الحکم · البصیر · السمیع

المذل · العدل · اللطیف · الخبیر · الحلیم · العظیم

الغفور · الشکور · العلی · الکبیر · الحفیظ · المقیت

الحسیب · الجلیل · الکریم · الرقیب · المجیب · الواسع

لا اله الا الله محمد رسول الله

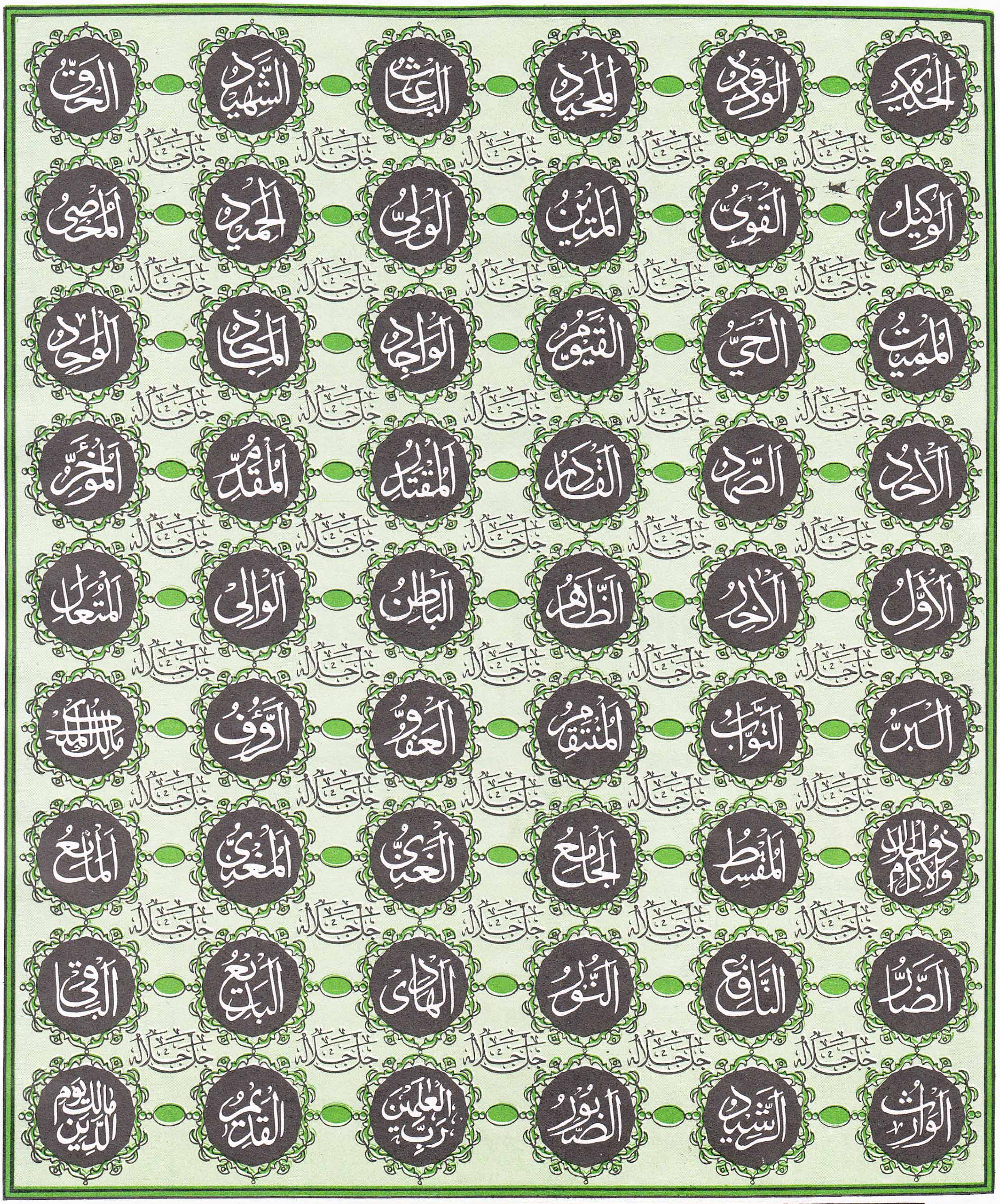

لا اله الا الله محمد رسول الله

قرآن مجيد

কানযুল ঈমান
ও
খাযাইনুল ইরফান

মূল

আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত

শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী

(রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)

ও

সদ্‌রুল আফাযিল মাওলানা

সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী

(রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)

বঙ্গানুবাদ

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশক
মোজাদ্দেদিয়া কুতুবখানা
বাইতুল মোকাররম, ঢাকা।

কান্যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান

নিরীক্ষণ	○	ওস্তাযুল ওলামা,শায়খুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর অধ্যক্ষ আলহাজ্ আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)
সহযোগিতায়	○	পাণ্ডুলিপি তৈরী ও প্রুফ রিডিং মাওলানা এ, এ, জামেউল আখ্তার আশরাফী আলহাজ্ হাফেয মীর মুহাম্মদ এয়াকূব মুহাম্মদ ফিরোজ আলম মুহাম্মদ দিদারুল আলম ক্বাযী মুহাম্মদ আবুল ফোরক্বান হাশেমী আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ ইয়ূসুফ জীলানী
	○	আয়াতসমূহের বিন্যাস নিরীক্ষণ হাফেয ক্বাযী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন হাশেমী
প্রথম প্রকাশ	○	১১ই রবিউল আখের, ১৪১৬ হিজরী / ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সন
দ্বিতীয় প্রকাশ	○	২৭শে রজব, ১৪১৬ হিজরী / ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সন
তৃতীয় প্রকাশ	○	১লা রবিউল আউয়াল, ১৪১৭ হিজরী / ১৮ই জুলাই, ১৯৯৬ সন
দশম প্রকাশ	○	১২ই রবিউল আউয়াল, ১৪৩১ হিজরী / ১৫ই ফাল্গুন, ১৪১৬ সাল / ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০১০ সন
একাদশ প্রকাশ	○	১২ই রবিউল আউয়াল, ১৪৩৪ হিজরী / ২৫শে জানুয়ারী, ২০১৩ সন
প্রচ্ছদ	○	আতিকুল ইসলাম চৌধুরী
কম্পিউটার কম্পোজ	○	মুহাম্মদ নুরুল আজিম মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন
মুদ্রণ	○	সাগরিকা প্রিন্টার্স, ৬ নবাব সিরাজদ্দৌলা রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
বাইন্ডিং	○	সালাম বুক বাইন্ডিং, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ০৩১-৬৩৬৩৫৬
যোগাযোগের ঠিকানা	○	ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম সবুজ ভবন, খাজা রোড, ডাকঘর-জালালাবাদ (৪২১৪), বায়েজিদ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ০১১৯৯-২২৪৪০৩
হাদিয়া	○	৬০০ টাকা মাত্র UAE Dhs 100 Only US$ 40 Only

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

KANZUL IMAN O KHAZAINUL IRFAN

By A'La Hazarat Imam-e-Ahle Sunnat Moulana Shah Muhammad Ahmad Reza Khan Breillawi (Rahmatullahi Allaihi) and Sadrul Afazil Moulana Sayyed Muhammad Naeem Uddin Muradabadi (Rahmatullahi Allaihi)

Translated into Bengali by Al-haj Moulana Muhammad Abdul Mannan

Published by **IMAM AHMAD REZA RESEARCH ACADEMY**
Sabuj Bhaban, Kulgaon, P.O.Jalalabad (4214), Bayezid, Chittagong, Bangladesh

Hadiya : Tk. 600 Only, UAE Dhs 100 Only, US$ 40 Only

পীর-ই-কামেল, মুর্শিদে বরহক, রাহনুমা-ই-শরীয়ত ও তরীক্বত, পেশোয়া-ই-আহ্‌লে সুন্নাত, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)-এর

অভিমত

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْاَنْبِیَآءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہِ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاہِرِیْنَ الصَّابِرِیْنَ الْحَامِدِیْنَ الْہَادِیْنَ الْمَہْدِیِّیْنَ ط

مجھے یہ سنکر بڑی خوشی اور مسرت حاصل ہوئی کہ اعلیحضرت عظیم البرکت، مجدد مائۃ حاضرہ مؤید ملت طاہرہ امام شاہ محمد احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرۂ آفاق ترجمۂ قرآن بنام کنز الایمان اور اسکے حاشیہ میں صدر الافاضل بدر الاماثل حضرت سید مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر خزائن العرفان جو اردو زبان میں نہایت ہی معتبر اور مستند ترجمہ اور تفسیر کی حیثیت سے اہل علم اور اہل ذوق کے ہاں مقبول ہیں تقریباً ایک صدی کے بعد عزیزم الحاج مولانا محمد عبد المنان سلمہ نے بنگلہ زبان میں ترجمہ کرکے اسے شائع کر رہے ہیں۔ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ کیونکہ بنگلہ زبان سے واقف بھائیوں کافی عرصہ سے اس قسم کے ایک ترجمہ وتفسیر کیلئے ترس رہے تھے۔ اب انشاء اللہ تعالیٰ کنز الایمان مع خزائن العرفان بنگلہ زبان میں ترجمہ ہونے کے سبب ان پیاسوں کی پیاس ضرور بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس ترجمہ کو نافع خلائق اور مقبول عام بنائے۔ اور مترجم مولانا محمد عبد المنان سلمہ کو اس کا نعم البدل عطا کرے۔ آمین بحرمۃ سید المرسلین۔

محمد طاہر شاہ

এ কথা শুনে আমি অত্যন্ত খুশী হলাম যে, আ'লা হযরত, আযীমুল বরকত, মুজাদ্দিদে মিয়াতে হাদেরাহ, মুআইয়্যিদে মিল্লাতে তাহেরাহ, ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কৃত প্রসিদ্ধতম তরজমা-ই-ক্বোরআন 'কানযুল ঈমান' এবং সদ্‌রুল আফাযিল, বদরুল আমাসিল হযরত সৈয়দ মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি কৃত তাফসীর (হাশিয়া) 'খাযাইনুল ইরফান', যা উর্দু ভাষায় অতি নির্ভরযোগ্য 'তরজমা ও তাফসীর' (পবিত্র ক্বোরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) হিসেবে জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহীদের নিকট গৃহীত ও নন্দিত, প্রায় এক শতাব্দি কাল পর আমার 'আযীয' আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (আল্লাহ্ তাঁকে শান্তিতে রাখুন!) এর বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বস্তুতঃ তা যুগের এক বিরাট চাহিদা ছিলো। কেননা, বাংলাভাষী ভাইয়েরা দীর্ঘকাল থেকে এমনই একটা তরজমা ও তাফসীরের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। এখন, ইন্‌শাল্লাহ্ 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' বাংলায় অনূদিত হবার ফলে ঐসব জ্ঞান-পিপাসুর জ্ঞান-পিপাসা নিবারিত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় এ অনূদিত গ্রন্থকে সৃষ্টির জন্য উপকারী ও সর্বজন গৃহীত করুন! আর বঙ্গানুবাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবকে এর যথাযথ প্রতিদান প্রদান করুন!

আমীন, বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন!

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, পীর-ই-তরীক্বত, শায়খুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর ওয়াল ফিক্বহ্, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব ক্বাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া)-এর

অভিমত

حَامِدًا وَّمُصَلِّیًا وَّمُسَلِّمًا

اما بعد!

قرآن حکیم جو علوم اولین وآخرین کا منبع، جملہ ما کان وما یکون کا سرچشمہ ہے، جس کی تعلیم دینے والا الرحمٰن علم القرآن ہے۔ تعلیم پانے والا بے مثیل، بے عدیل وبے بدل رسول کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من حیث انہ کلام اللہ خصوصی تائید خداوندی جل وعلا وفیضان مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر صحیح تفسیر، تشریح وتوضیح ناممکن ہے، سو ایمان وعقیدہ کی پختگی اور استواری ہی سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ اعلیحضرت عظیم البرکت، مجدد دین وملت، امام اہل سنت علامہ شاہ مفتی محمد احمد رضا خاں بریلوی علیہ الرحمۃ کا ترجمۂ قرآن کریم معہ حاشیۂ صدر الافاضل علامہ شاہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ جو متقدمین کی تمام تفسیروں کا نچوڑ ہے، ایک ایک حرف قرآن وسنۃ اور عقائد اہل سنت کا تبیان وترجمان ہے۔ دنیائے اسلام میں جسے معتبر، معتمد، مستند مان کر تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے۔ علاوہ بریں بنگلہ زبان میں ترجمہ کرنا بہت ہی دشوار مرحلہ ہے۔

اللہ جل شانہ کا فضل وکرم ہے یہ اہم کام سبحانیہ عالیہ مدرسہ چاٹگام کا سابق محدث مولانا محمد عبد المنان زید مجدہ کی ان تھک کوشش اور عرق ریزی کے ثمرہ میں سنی مسلمانوں کو ایک نعمت عظمیٰ دستیاب ہو کر ایک اہم کمی وفائی پوری ہوئی۔ خداوند قدوس اس خدمت جلیلہ کو قبول فرما کر سعادت دارین سے نوازے۔ جن متمول ذی ثروت حضرات کے مالی تعاون اس کار خیر میں شامل ہوا انھیں دو جہاں کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین

الراقم

قاضی محمد نور الاسلام ہاشمی کان اللہ لہ

হিকমতময় ক্বোরআন, যা পূর্ব ও পরবর্তীদের সমস্ত জ্ঞানের উৎস; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানের প্রস্রবণ; যার শিক্ষাদাতা হলেন পরম দয়ালু (আল্লাহ্ তা'আলা), (যিনি এরশাদ করেছেন,) "তিনিই ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন", আর তাঁরই শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেন– সমস্ত সৃষ্টির অতুলনীয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

ক্বোরআন করীম যেহেতু আল্লাহরই কালাম (বাণী), সেহেতু মহামহিম খোদা তা'আলার বিশেষ সাহায্য ও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের করুণা বর্ষণ ব্যতীত এর বিশুদ্ধ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়। ঈমান ও আক্বীদার পরিপক্কতা ও সবলতার মাধ্যমেই এ সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে।

আ'লা হযরত, আযীমুল বরকত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আল্লামা শাহ্ মুফ্‌তী মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (আলায়হির রাহ্‌মাহ্)-এর তরজমা-ই-ক্বোরআন (কানযুল ঈমান), সদ্‌রুল আফাযিল আল্লামা মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (আলায়হির রাহ্‌মাহ্) কৃত 'হাশিয়া' (তাফসীর-ই-খাযাইনুল ইরফান) সহকারে, যা পূর্ববর্তী ইমামগণের সমস্ত তাফসীরের নির্যাস, যার একেকটা বর্ণ ক্বোরআন ও সুন্নাহ্ এবং আহ্‌লে সুন্নাতের আক্বীদাসমূহের সুস্পষ্ট বর্ণনা ও ব্যক্তকারী, যা ইসলামী বিশ্বে সর্বজনমান্য, নির্ভরযোগ্য, প্রমাণ্য ও গ্রহণযোগ্য হিসেবেই স্বীকৃত, বাংলায় অনুবাদ করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ।

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর অনুগ্রহ ও করুণায় এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম-এর প্রাক্তন মুহাদ্দিস মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন!)-এর অব্যাহত প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সুসম্পন্ন হলো এবং এক মহান নি'মাতই সুন্নী মুসলমানদের হস্তগত হয়ে এক বিরাট শূন্যতা পূরণ হলো।

খোদা ওয়ান্দ কুদ্দুস এ মহান খিদমতকে কবূল করে উভয় জগতের সৌভাগ্য দান করুন! যেসব ধার্মিক ও দানশীল ব্যক্তির বদান্যতা ও আর্থিক সহযোগিতা এ মহা কল্যাণকর কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তাঁদেরকেও উভয় জাহানের সাফল্য দ্বারা ধন্য করুন! আমীন!!

গায্যালী-ই-যমান শায়খুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর অধ্যক্ষ আলহাজ্ আল্লামা মুসলেহ্ উদ্দীন সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)-এর

অভিমত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ

এ কথা সুস্পষ্ট ও বাস্তব সত্য যে, বাংলা ভাষায় ক্বোরআন শরীফের বেশ কিছু সংখ্যক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সত্য ও বাস্তব জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু, মা'রিফাতের জ্ঞানপিপাসু, হিদায়তের জ্যোতি অন্বেষণকারী, ক্বোরআনের আয়াতগুলোর রহস্য ও ইঙ্গিতসমূহ জানতে অভিলাষী এবং ধর্মীয় আক্বীদা বা বিশ্বাসের বিশুদ্ধি ও নিরাপত্তা প্রার্থীদের পরিতৃপ্তির জন্য উক্ত অনুবাদগুলোর মধ্যে একটাও যথেষ্ট নয়; বরং সেগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক অনুবাদ এত সংক্ষিপ্ত যে, তাতে ক্বোরআন শরীফের বিশুদ্ধ অর্থ ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়নি; আর কিছু সংখ্যক অনুবাদ এমনি যে, সেগুলোর অনুবাদকদের ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস ভ্রান্তিপূর্ণ (বদ-মযহাব ও বদ-আক্বীদা); ঐ সব অনুবাদক নিজেদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেই ক্বোরআন শরীফের অনুবাদ করেছেন। এ কারণে সেগুলো পাঠযোগ্য নয়, বরং বর্জন করা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে, বাংলাদেশে 'আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত'-এর আদর্শে বিশ্বাসীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিলো, আর এখানকার বাসিন্দাদের উপর ক্বোরআন করীমের এ দাবীও ছিলো যে, বাংলা ভাষায় এমন একটা অনুবাদ প্রকাশ করা হোক, যা দলীয় পক্ষপাতিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হয়, আহ্লে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের আদর্শ অনুযায়ী হয়, বিশুদ্ধ আক্বীদাসমূহের বিবরণ সম্বলিত হয়, সর্বোপরি, প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট হয়।

অবশ্যই ইহা এক মহান ধর্মীয় খিদমত ছিলো, দৃঢ় প্রত্যয়, উদ্যম এবং উচ্চ মনের কাজ ছিলো, যথেষ্ট পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন ছিলো। আলহামদু লিল্লাহ্! আমার স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব (তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি হোক!) কয়েক বছর অব্যাহত নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ মহান খিদ্মত আঞ্জাম দিলেন, আর ক্বোরআন করীমের প্রতি যেই কর্তব্য এখানকার মুসলমানদের উপর ছিলো, তা তিনি সুসম্পন্ন করলেন; সর্বোপরি, আহ্লে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা পূরণ করলেন এবং ধর্মীয় ময়দানে যে শূন্যতা ছিলো তা-ই পূর্ণ করলেন।

এ বঙ্গানুবাদের আদ্যোপান্ত 'নযর-ই-সানী' (নিরীক্ষণ) করার সৌভাগ্যপূর্ণ সুযোগ আমার হয়েছে। আমি তা গভীরভাবে পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ করেছি। যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-কৃত অনুবাদ (কান্যুল ঈমান)-এর হুবহু ভাষান্তর করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাতে পরিবর্দ্ধন কিংবা পরিবর্তন করা হয়নি। ভাষাকেও এমনই সহজ-সরল করা হয়েছে যে, সাধারণ পাঠকও তা থেকে উপকৃত হতে পারবেন। তদ্সঙ্গে, সদরুল আফাযিল, খলীফা-ই-আ'লা হযরত, আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-কৃত 'হাশিয়া' (তাফসীর-ই-খাযাইনুল ইরফান)-এর বঙ্গানুবাদও উত্তমরূপে করা হয়েছে, যাতে সম্মানিত পাঠক ও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নে বিশেষ সুবিধা হয়।

অতএব, পাঠক সমাজের প্রতি আমার অনুরোধ হচ্ছে- তাঁরা যেন এ অনুবাদগ্রন্থ নিজেও পাঠ করেন এবং বন্ধু-বান্ধবকেও তা অধ্যয়ন করার জন্য উৎসাহিত করেন।

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার দরবারে আমার দো'আ রইলো- এ মহান খিদমতকে কবূল করুন! সেটাকে আখিরাতের নাজাতের মাধ্যম করুন! এর গ্রহণযোগ্যতাকে ব্যাপক ও স্থায়ী করুন! জনাব বঙ্গানুবাদককে দীর্ঘায়ু দান করুন এবং আরো অধিক দ্বীনী খিদমত করার শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন! আর যেসব ধার্মিক, দানশীল ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁদের বদান্যতা ও আন্তরিক সহযোগিতা দ্বারা এ মহান দ্বীনী কাজে অনুবাদক ও প্রকাশককে উৎসাহিত করেছেন তাঁদেরকেও উভয় জাহানের সাফল্য দান করুন! আমীন! সুম্মা আমীন! বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন। ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

(হযরত আলহাজ্ আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন)
এম, এম; এম, এ (ইতিহাস ও আরবী)
অধ্যক্ষ, সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ওস্তাযুল ওলামা, মুফ্তী-ই-আহ্লে সুন্নাত, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ অধ্যক্ষ মুযাফ্ফর আহ্মদ সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

আল্লাহ্রই প্রশংসা ও তাঁর দয়ালু হাবীবের উপর দরূদ ও সালাম-এর পর-

বাংলাদেশ ও পাক-ভারত উপমহাদেশে এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন উর্দু ও ফার্সী ভাষায় ক্বোরআন করীমের বহু সংখ্যক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি ও ফির্কাজনিত পক্ষপাতিত্বের কারণে সেগুলো প্রকৃত অর্থে ক্বোরআন করীমের 'অনুবাদ' বা 'ব্যাখ্যা' হবার মর্যাদা লাভ করতে পারেনি; বরং কিছু সংখ্যক অনুবাদে তো ক্বোরআন করীমের আরবী শব্দগুলোর উর্দু ভাষায় নিছক পরিবর্তনই হয়েছে; আর কিছু সংখ্যক তো অনুবাদক কিংবা লেখকের মনগড়া কথাবার্তা ও বাতিল আক্বীদাসমূহের মুখপত্রই হয়েছে।

এ কারণে, হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্বের পতাকাবাহী, পরম দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য সমৃদ্ধ, খোদা তা'আলার জ্যোতির ধারক, ক্বোরআনের বাস্তব জ্ঞানের বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, ক্বোরআনের আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মুফ্তী শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (আলায়হির রাহমাহ্) ইতোপূর্বে প্রকাশিত ক্বোরআন করীমের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগুলোর বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিকে চিহ্নিত করে বিশুদ্ধতম ও বহু ধরণের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তরজমা-ই-ক্বোরআন (কান্যুল ঈমান) ইসলামী বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আর তাঁরই সুযোগ্য খলীফা সদরুল আফাযিল আল্লামা-ই-যমান হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (আলায়হির রাহমাহ্) সেটার উপর টীকা-তাফ্সীর (খাযাইনুল ইরফান) লিখেছেন, যা দ্বারা সব পর্যায়ের পাঠক বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। মোটকথা, বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের কারণে আজ 'কান্যুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান' ইসলামী বিশ্বে সর্বোৎকৃষ্ট 'তরজমা' ও 'তাফসীর' রূপে সমাদৃত হয়েছে।

অনুরূপভাবে, বাংলা ভাষায়ও এ পর্যন্ত ক্বোরআন পাকের যতগুলো তরজমা বা তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই ত্রুটিপূর্ণ। এ কারণে, দীর্ঘদিন এ চাহিদাই অপূর্ণ থেকে গেছে যে, বাংলা ভাষায় এমনি একটি তরজমা ও তাফসীর প্রকাশ করা হোক, যা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পবিত্র কালামের বিশুদ্ধ অর্থ ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে 'কান্যুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-ই বাংলায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হওয়াই উক্ত শূন্যতা পূরণের জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাক্রমে, আমার স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কয়েক বছর যাবৎ অব্যাহতভাবে কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে এ মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি 'কান্যুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বাংলায় সফল অনুবাদ করে বাংলাভাষী সুন্নী মুসলমান, বরং সর্বস্তরের বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য এক মহান নি'মাতই উপস্থাপন করেছেন।

আমার দো'আ রইলো- আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু এ মহান খিদমতকে কবূল করুন! অনুবাদক, প্রকাশক ও এ দ্বীনী কাজে সাহায্যকারীদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করুন। সর্বোপরি, এ দ্বীনী খিদমতকে উভয় জাহানের সাফল্যের ওসীলা করুন!

আমীন! বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া'আলা আ-লিহী ওয়া সাহ্বিহী ওয়াসাল্লামা আজমা'ঈন।

(আল্লামা মুফ্তী মুযাফ্ফর আহমদ)
অধ্যক্ষ, নেসারিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

খতীবে আহ্লে সুন্নাত, ওস্তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস ওয়াত্ তাফ্সীর, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী ও তাঁর ইজাযতধন্য খলীফা সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহিমাহুমাল্লাহ্)-এর বরকতময় সত্তার পরিচয় দেয়ার অপেক্ষা রাখেনা। তাঁদের জ্ঞান-গভীরতা সম্পর্কে দুনিয়াবাসী ভালভাবেই অবগত রয়েছেন। এ দু' সম্মানিত ব্যক্তিত্বের জ্ঞানের মহিমার কথা শুধু আপন লোকেরাই নন, বরং প্রতিপক্ষীয় বাতিল চিন্তাধারা এবং ভ্রান্ত আক্বীদার লোকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

বিভিন্ন ভ্রান্ত চিন্তাধারার লোকদের মধ্য থেকে কিছুলোক যখন পবিত্র ক্বোরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার আড়ালে এ উপমহাদেশে ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রচলন করার এবং মুসলমানদের হৃদয় থেকে ইশ্কে রসূল, সাহাবা-ই-কেরামের মহত্ব, নবী পরিবার ও আউলিয়া কেরামের ভালবাসাকে দূরীভূত করে অইসলামী ধ্যানধারণাকে তাদের হৃদয়ঙ্গম করানোর গর্হিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো, তখনই আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু আপন কালামে পাকের তরজমা (অনুবাদ) ও তাফসীর (ব্যাখ্যা)-এর হিফাযত এভাবে করেছেন যে, আ'লা হযরত ও তাঁর খলীফা সদরুল আফাযিলের মনের আকর্ষণকে সেদিকে ফিরিয়ে দিলেন। এ হযরতদ্বয় 'কানযুল ঈমান ফী তরজমাতিল ক্বোরআন' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর নামে শানদার নির্ভরযোগ্য 'তরজমা' ও 'তাফসীর' লিখলেন, যা নিজের উদাহরণ নিজেই, যার অগণিত বৈশিষ্ট্য জ্ঞানী ও বিদ্যোৎসাহীদের নিকট মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্টই।

কিন্তু, যেহেতু, এ মহান তরজমা ও তাফসীর উর্দু ভাষায় লিখিত, সেহেতু প্রায় এক শতাব্দীকাল থেকেই বাংলাভাষীদের মধ্যে শুধু দক্ষ ওলামা কেরামই এর মাধুর্য ও জ্ঞানগত সূক্ষ্ম বিষয়াদি অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছেন, কিন্তু মুসলিম সাধারণের অধিকাংশই তা থেকে উপকৃত হতে পারছেন না। তাঁদের মধ্যে তাই জ্ঞান-পিপাসা, দারুন আগ্রহ ও চাহিদা থেকেই গেলো।

কিন্তু, নিকট অতীত পর্যন্ত কেউ যুগের এ চাহিদা মেটানোর জন্য সেই মহান কিতাবের বঙ্গানুবাদ করার সাহস করতে পারেনি। সম্প্রতি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অপার করুণা ও তাঁর হাবীবে পাক, সাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিশেষ দান হিসেবে আমার স্নেহভাজন আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান(আল্লাহ্ পাক তাঁকে নিরাপদে ও শান্তিতে রাখুন!) সেই চাহিদাটুকুই পূরণ করে দিলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, তিনি 'কান্যুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ করে তা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এটা বাংলাভাষী মুসলিম সাধারণের উপর তাঁর এক বড় ইহ্সান। তদুপরি, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্যও এ অনুবাদ এক মহান নি'মাতই।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর যথাযথ প্রতিদান দিন ও এ বঙ্গানুবাদকে সৃষ্টির জন্য উপকারী ও সর্বজনগৃহীত করুন!

আমীন, বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন!

(মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী)
অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া
খতীব, জমিয়াতুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES

University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh

অভিমত

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী কর্তৃক আল-কোরআনুল হাকীমের উর্দু অনুবাদ এবং সদ্রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদীর উর্দু তাফসীর বাংলা ভাষায় অনুবাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব এই প্রয়োজনীয় মহৎ কাজটি করে বাংলা ভাষাভাষী মু'মিনগণের প্রশংসা ও দো'আর হকদার হয়েছেন। বাংলা ভাষাভাষীদেরকে তিনি কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমাদের মায়ের ভাষায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পাক বাণী জানা ও বুঝার প্রয়োজনীয়তা ও আগ্রহ সকলেরই রয়েছে। হালে আমাদের ওলামা কিরাম এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্বের সাথে কাজ করছেন। এটি বড় আশার কথা।

আমি এই মহৎ কাজের জন্য মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবকে অভিনন্দন জানাই এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট তাঁর জাযায়ে খায়ের এবং পবিত্র মহাগ্রন্থের এই অনুবাদের বহুল প্রচার ও প্রসারের দো'আ করি।

(ডঃ আ, ন, ম, রইস উদ্দীন)
অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নেদায়ে ইসলামের আমীরে আ'লা পীর সাহেব কেবলা আল্লামা শায়খ মানযুর আহমাদ রেফায়ী আল ওয়াইসী ফরাযীকান্দী চাঁদপুর-এর

অভিমত

মহান আল্লাহ তুলনার উর্ধে। তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার তুলনা প্রশ্নাতীত। কারণ তাঁরই কারণে এবং তাঁরই হতে সমস্ত সৃষ্টি। যাঁর মাধ্যমে নাযিল করেছেন আল্লাহ্ তা'আলার কালামে পাক অতুলনীয় কুরআনুল কারীম।

হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে যে বান্দার সম্পর্ক বেশী নিকটে তিনিই আল্লাহ তা'আলার কালামে পাক ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হাদীস শরীফের প্রকৃত অর্থ বুঝবেন। তাই তাদের অনুবাদে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত কথাটাই প্রকাশ পাবে।

এ যাবত এমন অনেক লোক অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করেছেন যাদের শুধুমাত্র কিছুটা ভাষাজ্ঞান আছে, সম্পর্ক জ্ঞান নেই।

যে ব্যক্তিত্ব উর্দুতে 'কানযুল ঈমান' নামে অনুবাদ প্রকাশ করেছেন প্রকৃতই তিনি নিকট সম্পর্কের লোক। উর্দু অনুবাদের বাংলা অনুবাদ যাদের সহযোগিতায় যিনি করেছেন সম্পর্কের তুলনায় তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেই এ মহান খিদমতে সফলকাম হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।

সুন্নী মু'মিনগণ এতদিন এমন একটি বাংলা অনুবাদের অভাবই বোধ করেছিলেন। অসংখ্য শোকর আল্লাহ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দরবারে। এ জন্য যে এক প্রিয় বান্দাকে এ খিদমতের সুযোগ দিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করেছেন। আমি সম্পৃক্ত সকলের কামিয়াবীর জন্য দো'আ করি।

(শায়খ মানযুর আহমাদ রেফায়ী)
বি,এ , অনার্স (ফার্ষ্ট ক্লাশ), এল, এল, বি, (ফার্ষ্ট), এম, এম, এম, এফ, (ফার্ষ্ট), জিন্নামাঃ (ইউ, এল), এস, সি, পি, (ফার্ষ্ট ক্লাশ), এম, এ, (ফার্ষ্ট ক্লাশ), এম, ফিল, (ফার্ষ্ট ক্লাশ), পি, এইচ ডি, স্কলার

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

University of Chittagong
Chittagong, Bangladesh

অভিমত

উপমহাদেশের খ্যাতনামা দার্শনিক, কলম-সম্রাট ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির অনুদিত 'কান্‌যুল ঈমান ফী তরজমাতিল কোরআন'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। চৌদ্দ শতাধিক গ্রন্থের লিখক আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে একেবারেই গুপ্ত। এ গুপ্ত সম্পদ বাংলা ভাষাভাষীর কাছে উদ্ভাসিত হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ৫৫টি বিষয়ে তাঁর লিখনীগুলো জ্ঞানের জগতে এক বিস্ময়। অতীব দুঃখের বিষয় হলো এ উপমহাদেশের ব্যক্তিত্ব হয়েও তিনি এদেশে আজ বড়ই অবহেলিত, অজ্ঞাত। আমার অত্যন্ত প্রিয় আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 'কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে ইমাম আহমদ রেযা এদেশে আজ নতুনভাবে উদ্ভাসিত হবেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় গবেষকরা গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন উৎসের সন্ধান পাবেন। রূহানী জগতের লোকেরা আত্মার প্রশান্তি পাবেন; জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা মিটবে।

সুখের বিষয় যে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইমাম আহমদ রেযাকে নিয়ে নতুন করে গবেষণা হচ্ছে। আমাদের দেশের আলিম সমাজেরও এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দায়িত্ব রয়েছে- যেহেতু তাঁর লিখনীগুলো আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় রচিত। সেক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। অন্যান্য বিজ্ঞ ওলামা কেরামও এ ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকায় এগিয়ে আসলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার বিশাল অবদান সম্পর্কে জ্ঞাত হতেন।

ঐতিহাসিক এ কর্মের জন্য মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ও তাঁর সহযোগীদের অভিনন্দন জানাই। এ গ্রন্থখানা সুধী সমাজে সমাদৃত হোক এবং মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মাক্ববুল হোক- এ কামনা করি।

(ডঃ আ, ন, ম, মুনির আহমদ চৌধুরী)
সহযোগী অধ্যাপক
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সিণ্ডিকেট সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সিনেট সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
সিণ্ডিকেট সদস্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী মাওলানা এম, এ, জলিল (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

বাংলা ভাষায় ক্বোরআন মজীদের আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা ভিত্তিক মৌলিক অনুবাদ নাই বললেই চলে। উর্দু-আরবী হতে অনূদিত মা'আরেফুল ক্বোরআন, তাফহীমুল ক্বোরআন ও বয়ানুল ক্বোরআনের যে অনুবাদ বের হয়েছে তা মূলতঃ ভুল ও অপব্যাখ্যায় ভরপুর। বহুদিন থেকে ক্বোরআন মজীদের সুন্নী আক্বীদা ভিত্তিক বঙ্গানুবাদের তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সে অভাব পূরণ করলেন বিশিষ্ট লিখক, শিক্ষক ও মুফাস্‌সিরে ক্বোরআন স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান।

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভীর বিশ্ববিখ্যাত উর্দু অনুবাদ 'কানযুল ঈমান' এবং সদরুল আফাযিল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী কৃত টীকা-তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান'-এর সহজ-সরল বাংলায় অনুবাদ করে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সুন্নী মতাদর্শের বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

ক্বোরআন মজীদের সহীহ্ ও শুদ্ধ আক্বীদা ভিত্তিক এ বাংলা অনুবাদ অনুসন্ধান-কারীদের জ্ঞান পিপাসা মেটাতে এবং সাধারণ পাঠকদের সঠিক হিদায়ত প্রাপ্তিতে সমুজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় পথ প্রদর্শনে সহায়ক হবে বলে আমি আস্থাবান।

সবার নিকট অনুবাদখানি সমাদৃত হোক! আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কায়মনোবাক্যে এ দোয়া করি।

(অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা এম, এ, জলিল)
মহাসচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত
সাবেক ডাইরেক্টর, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

DEPARTMENT OF ARABIC
University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh

অভিমত

উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী-প্রেমীক দার্শনিক ইমাম আহমদ রেযা খান (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর জীবন ও কর্মের উপর সুদূর আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে শুরু করে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গবেষণা চলছে। এ পর্যন্ত তাঁর উপর আটজন গবেষক পি,এইচ,ডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। এম, ফিল ডিগ্রী অর্জন করেছেন সাতজন। আরো বাইশ জনেরও অধিক গবেষক পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত আছেন। এ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনূদিত আল-ক্বোরআন করীমের 'কানযুল ঈমান' নামক অমূল্য উর্দু অনুবাদখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান বাংলা ভাষাভাষীদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। এ ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদন করে তিনি এক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর এ কর্মের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন- এ কামনা করি।

(এ, বি, এম, ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)
লেকচারার, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

শেরে মিল্লাত, শাহ্‌বাযে খেতাবত, ফক্বীহে যমান, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্‌ মুফ্‌তী ওবায়দুল হক নঈমী সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّ مُسَلِّمًا

মহান স্রষ্টা আপন বান্দাদের পথ প্রদর্শন ও তাদের প্রকৃত সাফল্যের জন্য যেই চাবিকাঠি রিসালতাশ্রয় হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অবতারণ করেছেন- বিশ্ব সেটাকেই 'ক্বোরআন' বলে জানে। এ পবিত্রতম কিতাব সবদিক দিয়ে আদ্যোপান্তই অখণ্ডনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেটার প্রতিটি বর্ণ, পদ ও বাক্য এতোই হৃদয়গ্রাহী ও পছন্দনীয় যে, তা তেলাওয়াত ও পর্যালোচনাকারীর মধ্যে এক অভাবনীয় প্রভাব-প্রতিফলন ঘটায়। এ কারণে, অবতরণের যুগ থেকেই তা আপন মৌলিক আকর্ষণ ও চমৎকারিত্ব দ্বারা আদম সন্তানদের প্রতিটি স্তরের মার্জিত, মেধাশীল ও ধী-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকেও নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আসছে।

একথা অতিরঞ্জিত নয়, বরং অনস্বীকার্য বাস্তব যে, এ পবিত্র কিতাব (ক্বোরআন মজীদ) সম্পর্কে এ পর্যন্ত যতকিছু লেখা হয়েছে, ততটুকু অন্য কোন কিতাব অথবা বিষয়বস্তুর উপর লেখা হয়নি। মজার কথা এ যে, ঐ লিখকদের মধ্যে কতেক আপনও ছিলেন, আবার কতেক পরও; কতেক ন্যায়-দৃষ্টি সম্পন্নও ছিলেন, আবার কতেক পক্ষপাতিত্বকারীও; কতেক আরবীয়ও ছিলেন, আবার কতেক অনারবীয়ও। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এ মহান কিতাবের (ক্বোরআন মজীদ) অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষ করে, উর্দু ভাষায় অগণিতই রয়েছে। অনেকগুলো বাজারে পাওয়াও যাচ্ছে। কিন্তু যুগের অসাধারণ ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, খোদায়ী কুদ্‌রতের প্রকাশস্থল, হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মু'জিযারূপী সত্ত্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর তরজমা-ই-ক্বোরআন 'কান্‌যুল ঈমান' নিঃসন্দেহে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের ধারক ও ক্বোরআন পাকের উৎকৃষ্টতম অনুবাদ হিসেবেই স্বীকৃত যার অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা বিরুদ্ধবাদীদেরকেও আকৃষ্ট করেছে।

এরই সাথে এর 'হাশিয়া' বা পার্শ্ব ও পাদটীকা হিসেবে উপমহাদেশের সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরে ক্বোরআন, আহ্‌লে সুন্নাতের মহান পথ প্রদর্শক, আ'লা হযরত (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)'র খলীফা, সম্মানিত ওলামাকুল শিরমণি ও অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' সংযোজিত হয়ে সোনায় সোহাগা হলো। এটা এমন এক তাফ্‌সীর, যা সুন্নী-বিশ্বকে অন্য কোন তাফসীরের প্রতি মুখাপেক্ষী রাখেনা। পক্ষান্তরে, তা সর্ব প্রকারের বাতিলের ভোজবাজির প্রাচীরেও চিড় ধরিয়ে দেয়। এ তাফ্‌সীরে রয়েছে অগণিত বৈশিষ্ট্য। কারণও সুস্পষ্ট।

মোটকথা, প্রায়সব আবশ্যকীয় গুণাবলীর ধারক এ প্রসিদ্ধতম তরজমা ও তাফসীর যেহেতু উর্দু ভাষায় লিখিত, সেহেতু উর্দু ভাষীগণই শুধু এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারছেন। এ কারণে, বাংলাভাষীদেরও দীর্ঘকালের এ চাহিদা ও দাবী অপূরণীয় থেকে যায় যে, 'এর বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া হোক!' আল্লাহ্‌রই যাবতীয় প্রশংসা। শেষ পর্যন্ত এ মহান কীর্তি ও কৃতিত্বের কাজটির জন্য আল্লাহ্‌র রহমত (করুণা) আমার প্রিয়ভাজন ফাযেলে জলীল, আলিমে নবীল, সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস আলহাজ্‌ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানকেই (তাঁর জ্ঞান আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক!) নির্বাচিত করেছে, যিনি জ্ঞান স্পৃহায় বিহ্বল। তিনি কয়েক বছরের অব্যাহত প্রচেষ্টায় 'কান্‌যুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ করে যুগের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করলেন; যা নিশ্চিতভাবে অভিনন্দন ও যথাযথভাবে মূল্যায়নের উপযোগী পদক্ষেপ।

আল্লাহ্‌র মহান দরবারে দো'আ রইলো- তিনি অনুবাদককে লিখনীর ময়দানে আরো অধিক কাজ করার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর এ অনন্য কীর্তিকে সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা দান করুন!

আমীন! বিজা-হি সাইয়্যেদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া 'আলা আ-লিহী ওয়া সাহ্‌বিহী আজমা'ঈন।

(মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী ক্বাদেরী)
প্রধান ফক্বীহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম
সদস্য, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক মিশন, লণ্ডন

পীরে তরীক্বত হযরতুল আল্লামা শাহ্‌ সুফী আলহাজ্‌ ক্বাযী মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম হাশেমী সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র

অভিমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আলিমদের অন্তরগুলোর জ্ঞানাগারের দ্বারোন্মোচন করেছেন ঈমানের কুঞ্জি দ্বারা, আর আরিফ বান্দাদের বক্ষদেশকে আলোকিত করেছেন ইয়াক্বীনের প্রদীপ দ্বারা। উৎকৃষ্টতম দরূদ ও পূর্ণতম সালাম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস, একান্ত সুনির্দিষ্ট আকাঙ্খিত এবং একমাত্র উপাস্য আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইয্‌যাতের প্রিয় বন্ধু; যাঁর সমস্ত বাণী ও কর্ম সর্বজন প্রশংসিত, যাঁর নূরানী বক্ষদেশ সৌন্দর্যের জ্যোতিতে আলোকিত এবং পূর্ণতার রহস্যাদিমণ্ডিত। আর তাঁরই সম্মানিত বংশধরগণ ও সমস্ত সাহাবীর প্রতিও, যাঁরা তাঁর জ্ঞানের ধারক ও তাঁর 'আদাব' (কর্ম-পদ্ধতিসমূহ)-এর প্রচারক।

ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত, শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) ও সদ্‌রুল আফাযিল হযরত শাহ সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) কৃত যথাক্রমে, বিশ্ববিখ্যাত তরজমা-ই-ক্বোরআন 'কান্‌যুল ঈমান' ও তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' পূর্ণাঙ্গভাবে আমার স্নেহভাজন আলহাজ্‌ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কর্তৃক সরল বাংলায় অনুদিত এবং প্রকাশনার যথাযথ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এ প্রকাশনা পবিত্র ক্বোরআন মজীদের সঠিক অনুবাদ ও তাফসীরের জ্ঞান পিপাসুদের দীর্ঘদিনের লালিত চাহিদা পূরণ করবে।

সর্বোপরি, এ মহান উদ্যোগ ইসলামের একমাত্র সঠিক রূপরেখা 'সুন্নী মতাদর্শে'র প্রকাশনা জগতে অন্যতম বৃহত্তম সংযোজন।

আমি বঙ্গানুবাদক ও এর প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকের আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্যতা এবং এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আমীন!

(ক্বাযী মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম হাশেমী)
প্রতিষ্ঠাতা
আঞ্জুমানে আশেকানে মোস্তফা (দঃ)
বাংলাদেশ

সম্মানিত ওলামা কেরাম ও বুদ্ধিজীবিদের অভিমত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আল্লাহ্রই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আ'লা হযরত, ইমাম শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান (আলায়হির রাহ্মাহ্) হলেন খোদায়ী সাহায্যেরই প্রকাশস্থল, যার বদৌলতে তিনি ইসলামী বিশ্বের সামনে 'কান্যুল ঈমান'-এর মতো অতুলনীয় তরজমা-ই-ক্বোরআন উপস্থাপন করেছেন।

'কান্যুল ঈমান'-এ রয়েছে- সলফে সালেহীনের গৃহীত তাফসীরের সাথে মিল, 'আস্হাবে তা'ভীল'-এর গৃহীত অভিমতের সাথে সাজুয্য, ভাষায় অতুলনীয় সরলতা, শালীনতা ও শ্রুতি-মাধুর্য, বাজারী ও সাধারণ লোকের পরিভাষার বিবর্জন, ক্বোরআন মজীদের আসল উদ্দেশ্য ও খোদায়ী মূলতত্ত্বের নজিরবিহীন প্রকাশভঙ্গী, ক্বোরআন করীমের নিজস্ব পরিভাষার ব্যবহার, আল্লাহ্ পাকের শানে অশোভন উক্তিকারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের মান-মর্যাদার প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন এবং ওলামা কেরাম ও মাশাইখে ইযামের জন্য ইল্মে হাক্বীকৃত ও মা'রিফাতের জ্ঞান-ভাণ্ডার ইত্যাদি।

উল্লেখ্য,, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহ্ আলায়হি কৃত তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' 'কানযুল ঈমানের' উপরোল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলীকে আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এতদ্ব্যতীত, প্রায় সব আয়াতের শানে নুযূল, তাওহীদ ও রিসালতের সপ্রমাণ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা, আহ্লে সুন্নাতের আক্বীদাসমূহের দলীল সহকারে বর্ণনা, বাতিল ফির্কাগুলোর উৎস নির্ণয়, স্বরূপ উন্মোচন এবং প্রমাণ সহকারে বিস্তারিত খণ্ডন, ফিক্বহর মাসআলা-মাসাইলের সুস্পষ্ট বিবরণ, অনুরূপভাবে, নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহের জরুরী উদ্ধৃতি ইত্যাদিও এ তাফসীরের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত।

এ মহামূল্যবান কিতাব দু'টি (কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান)-এর বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান অব্যাহতভাবে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্হাম্দু লিল্লাহ্! তিনি তাঁর এ সুন্দর প্রচেষ্টায় সফলও হয়েছেন। অনুবাদ সহজ-সরল বরং মূল কিতাবদ্বয়ের অনুরূপই হয়েছে।

কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফানের এ বঙ্গানুবাদ মুসলিম সাধারণ, বিশেষ করে, মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্যও এক মহান নি'মাতই হলো। তদুপরি, ইল্মে ক্বোরআন এবং বাংলা সাহিত্যেও এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো।

আমাদের দো'আ রইলো- আল্লাহ পাক এ মহান খিদমতকে কবূল করুন এবং সেটাকে সবার জন্য উভয় জাহানের সাফল্যের মাধ্যম করুন।

আমীন সুম্মা আমীন! বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন আলায়হি আফ্দালুস সালাওয়াতি ওয়াত্ তাস্লীম।

অধ্যক্ষ মাওলানা আযীযুল হক আল-ক্বাদেরী
প্রতিষ্ঠাতা, ছিপাতলী গাওছিয়া মুঈনিয়া আলীয়া

আলহাজ্ব মাওলানা মুঈন উদ্দীন আহমদ
অধ্যক্ষ, নানুপুর মায্হারুল উলুম গাউছিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম

মাওলানা আবদুস্ সালাম হোসাঈনী কাযেমী
প্রধান মুহাদ্দিস, আহ্ছানুল উলুম জামেয়া গাউছিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

অধ্যক্ষ মাওলানা শেখ আবদুল করীম সিরাজনগরী
মৌলভী বাজার, সিলেট, বাংলাদেশ

মাওলানা মুহাম্মদ ছগীর ওসমানী
উপাধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া

মাওলানা হাফেজ আবদুস্ সাত্তার
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জামেয়া কাদেরীয়া তৈয়বীয়া আলীয়া, ঢাকা

মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম
প্রধান মুহাদ্দিস, গহিরা এফ, কে, জামেউল উলুম আলীয়া মাদ্রাসা

মুফ্তী আবদুল করীম নঈমী
অধ্যক্ষ, মূলফৎগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা, ফরিদপুর

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান
ফক্বীহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া

মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ
ফক্বীহ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া

মাওলানা ক্বারী মুঈনুদ্দীন আশরাফী
মুহাদ্দিস, সোবহানীয়া আলীয়া মাদ্রাসা

মাওলানা সোলাইমান আনছারী
প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া

মাওলানা ক্বারী সৈয়দ আবু তালেব
প্রভাষক, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া

মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব বি, এ, বি, এড
প্রতিষ্ঠাতা,
হযরত ইয়াছিন শাহ পাবলিক মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাওলানা মোশতাক আহমদ রিজভী
সৈয়দপুর, নীলফামারী

ALHAJ MOULANA MUHAMMAD ABDUL MONEM ANSARI'S

VERDICT AND OPINION

About This Translation

This is a Bengali translation of a famous translation of the Holy Quran and its commentary named 'Kanzul Iman' and 'Khazainul Irfan' written in Urdu by 'Imam-e-Ahle Sunnah Hazrat Moulana Shah Muhammed Ahmed Raza Khan of Brielly (Rahmatullahi Alaihi) and his Khalifa Sadrul Afazil Syed Moulana Muhammad Nayeemuddin Muradabadi (Rahmatullahi Alaihi) respectively. This book is translated into Bengali by 'Al-Haj Moulana Muhammad Abdul Mannan, a former Muhaddith, Sobhaniah Aliah Madrasah, Chittagong, Bangladesh.

This is an accepted fact that, the revealed Arabic words of the Holy Quran cannot be actually transformed in any other language of the world. Literal translation of Arabic Quran conveying the same meaning is not only difficult but also is impossible.

Therefore, the translation of Arabic Quran in any other language is usually an explanatory translation.

Imam-e-Ahle Sunnat Shah Muhammad Ahmed Raza Khan's Urdu translation known as 'Kanzul Iman' is an explanatory translation.

This explanatory translation of Urdu was completed in the beginning of 20th century, i. e.1910.

It is the most famous and accepted Urdu translation of Muslims belongining to the school of jurisprudence and the institution of the people of tradition and of the congregation in Indo-Pak-Bangladesh sub-continent.

Imam Ahmed Raza, a great jurist and a learned and authentic authority on Quran, Sunnah and jurisprudence by majority muslims of this sub-continent.

He was a great writer and wrote above one thousand small and big books relating to various aspects of Islam.

He devoted his entire life to the propagation of real faith and traditions of the Holy Prophet (Peace be upon him).

His main theme of the life was deep and devoted love of Allah and His last Prophet Hazrat Muhammad (Sallallahu-Alaihi Wasallam).

He could bear any-thing except utterances against islam, Allah, and His Prophets.

He was a traditionist and a ture follower of the jurisprudence of Imam A'zam Abu Hanifa. (Rahmatullahi Alaihi). He was a great mystic too and was a staunch lover of 'Shaikh Abdul Qadir Jilani (Rahmatullahi Alaihi) of Baghdad.

Ahmad Raza's religious works have no paralled in his time. His ability, far-sightedness and depth of thoughts have been recognized by the Ulemas and Muftis of all the four schools of jurisprudence not only of this subcontinent but, also of Haramain Sharifain.

He was awarded certificates of recognition by these men of Islamic learning when he visited Haramain Sharifain for peforming Haj (Pilgrimage) in the beginning of 20th century.

Though he has written numerously, but two of his most famous works the translation of Holy Quran in Urdu and 'Fatwa-e-Razvia' in twelve huge volumes have proved his superiority, deep thinking ability and extrme love of Allah the Almighty and Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) over entire group of Ulemas of his time. Ahmad Raza filled a new spirit and enthusiasm for Islam in the hearts of muslims. He revived loves and affection of the last Prophet and of his

teachings. Seeing his works for the revival of Islam, he deserves to be called a revivalist of 20th century.

Unique Translation

Uniqueness does not imply that he has assigned novel meaning and explanation to the Holy Quran.

No one is allowed to assign novel meanings to the revealed words of Quran on his own accord.

In his translation, Hazrat Ahmed Raza has tried to assign such meanings to the words of Quran, that there may not occur any contradiction in the meaning of the words and verses of Quran.The other thing which he has dept in his mind while translating Holy Quran that such meaning should be selected that may not injure the status and dignity of Allah the Almighty, and His Prophets.

By this translation, Hazrat Ahmad Raza has illuminated the flame of true faith, love and respect of Allah the Almighty and the Holy Prophet in the hearts of Urdu knowing muslims of the world.

The Translator, Al-Haj Moulana Muhammad Abdul Mannan has tried his best to translate the Urdu version of Hazrat Ahmad Raza into simple Bengali conveying the thought given in Urdu translation. He worked hard to choose such Bengali words which should necessarily convey the same sense that has been expressed in Urdu version, while doing this important and sacred job. He had many famous translations before him.

The worth of this translation can only be visualized by a comparative study of various other translations. A detailed comparison is not possible here, therefore, I have chosen some important verses. This comparative study will enable a muslim of true to appreciate the depth of the knowledge of Hazrat Ahmed Raza and his love, and close relation with Allah the Almighty and his beloved Prophet.

A'la Hazrat Ahmad Raza Khan interpreted the Quran in the light of authentic and current commentaries of Holy Quran. His intrepretation raises the respect of the revealed book, dignity of the Prophets of Allah and prestige of humanity in the eyes of the readers.

Now I give here a comparative translation of some important verses :

93 : 7 وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝

(a) Did he not find you wandering and guide you? (An English Translation published in Beirut, Lebanon by Dar-Al-Choura).

(b) And he found thee wandering and he gave thee guidance. (Abdullah Yousuf Ali).

(c) And found thee lost on the way and guided thee? (Muhammad Asad).

(d) And he found thee wandering in search for him and guided thee unto himself. (Maulavi Sheer Ali Qadiani)

(e) And he found thee wandering. So he guided thee. (Abdul Majid Daryabadi).

(f) And found thee groping. So he showed the way. (Maulana Mohammad Ali Lahori Qadiani).

(g) And he found you uninformed of Islamic laws, so he told you the way of Islamic laws. (Maulana Ashraf Ali Thanvi).

(h) Did he not find thee erring and guide thee? (Arberry).

(i) Did he not find thee wandering and direct thee? (Pickthal).

(j) And saw you unaware of the way, so showed you stralight way (Moulana Fateh Muhammad Jallendhari).

"And he found you drown in his love, therefore gave way unto Him"

-Imam Ahmad Raza (Rahamatullhi Alaihi)

The translators have translated the word Dhal ' ضَآلّ ' in such as way that it affected directly the personality and prestige of the Prophet whereas the concensus is that the Prophet is sinless proior to the decleration of Prophethood and after the declaration. The words wandering, groping,

conveyed such meaning that makes all lawful animals that are called by any other name than Allah unlawful. Sometime animals are called by other names for example, if any one calls any animal like 'Aqiqa animal or 'Walima animal' or 'Sacritificial animal', sometime people purchase animals for 'Isale-Sawab' (conveying reward of a good deed to their late near and dear ones) and call them as Ghausal Azam or Chisthi's animals, but they are slaugtered in the name of Allah only. Then all such animals would become unlawful.

The only befitting translation is of Ahmad Raza Khan that conveys the real sense of the verse. All such lawful animals become unlawful if they are slaughtered in any other name than Allah.

****

55 : 33 يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا
مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ
إِلَّا بِسُلْطَانٍ ○

(a) O' company of jinn and men if you have power that you may go out of the boundaries of the heavens and the earth (then let us see) do go but you can not go out without strength. (Maulana Ashraf Ali Thanvi).

(b) O' tribe of jinn and of men if you are able to pass through the confines of heaven and earth, pass through then you shall not pass through except with an authority. (Arberry).

(c) Similarly this verse has been translated by Abdullah Yousuf Ali and Maulana Abdul Majid Daryabadi.

In this scientific age the boundaries of heaven and earth have been crossed. Some translators have opined that no one can cross the boundaries. This has created doubt in the minds of the people about the verse. A'la Hazrat Ahmed Raza's translation has removed doubts for ever. He translates:-

'O' company of jinn and men, if you can that you may go out of the boundaries of the heavens and the earth, then do go. Wherever you will go, His is the kingdom.'

Mohammad Abdul Monem Ansari
Teacher, Department of Arabic and
Islamic Studies,
Pakistan Education Academy,
Dubai, U. A. E.

প্রকাশকের বক্তব্য

একাদশ সংস্করণ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে মিয়াত-ই হাদ্বিরাহ্ ও মাদ্বিয়াহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আজ থেকে শতাধিক (১০৪ বছর) পূর্বে 'কানযুল ঈমান' লিখে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। আলহামদু লিল্লাহ্, সবদিক বিবেচনায় **'কানযুল ঈমান'** বিশুদ্ধতম **'তরজমা-ই ক্বোরআন'** (পবিত্র ক্বোরআনের অনুবাদ) হিসেবে সর্বজন-স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর সাথে সংযোজিত হয়েছে বিশুদ্ধ তাফসীর **'খাযাইনুল ইরফান'**, যা লিখেছেন সদ্‌রুল আফাযিল আল্লামা সাইয়্যেদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

আরো শোকরিয়ার বিষয় যে, বিশিষ্ট আলিম-ই দ্বীন, প্রোথিতযশা লেখক ও গবেষক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব এ **'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'**-এর সরল বাংলায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী ক্বোরআন মজীদের জ্ঞান পিপাসুদের তৃপ্ত ও কৃতার্থ করেছেন। তাঁর বঙ্গানুবাদও যথার্থ হয়েছে মর্মে সব মহলে স্বীকৃত হয়েছে। এটা কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে সিলেবাসভুক্ত হয়েছে। 'আন্তর্জাতিক ইসলামী রিসার্চ সেন্টার', দিনাজপুর, বাংলাদেশ এবং 'ইদারাহ্-ই তাহক্বীক্বাত-ই ইমাম আহমদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল', করাচী, পাকিস্তান তাঁকে পৃথক পৃথকভাবে এ অবদানের জন্য 'স্বর্ণপদক' দ্বারা ভূষিত করেছেন। দেশের আরো বহু প্রতিষ্ঠান তাঁকে এজন্য বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেছেন। মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ এবং ক্বোরআনপ্রেমী পাঠকদের নিকট এ 'তরজমা (বাংলা সংস্করণ) ও তাফসীর' অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৯৫ ইংরেজী থেকে এ পর্যন্ত সম্মানিত লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব 'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স', চট্টগ্রাম-এর নামে কিতাবখানা প্রকাশ করে এসেছেন। সম্প্রতি সঙ্গত কারণে অনুবাদক মহোদয় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত, **'ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম'**-এর নামে কিতাবখানার প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এখন থেকে ইন্‌শাআল্লাহ্ এটা এ 'একাডেমী'রই নামে প্রকাশিত হবে, অন্য কারো জন্য এটার প্রকাশনার অনুমতি নেই। সামান্য মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধন ব্যতীত আঙ্গিক কোন পরিবর্তন ছাড়াই এ সংস্করণ থেকে কিতাবখানা প্রকাশনার নব যাত্রার সূচনা হলো।

আল্লাহ জাল্লাহ শানুহুর দরবারে মুনাজাত– এখন থেকে **'ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম'**-এর নামে প্রকাশনার প্রয়াসকেও কবুল করুন এবং এটাকে অব্যাহত রাখার তাওফীক্ব দিন! আমীন!

সালামান্তে–

–প্রকাশক

তৃতীয় সংস্করণ

আল্লাহ্ পাকের মেহেরবাণীতে ২য় সংস্করণ প্রকাশের সাত মাস পর এ জনপ্রিয় তরজমা ও তাফসীর-ই-ক্বোরআন 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' (বঙ্গানুবাদ)-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর অশেষ শোকরিয়া যে, এ তরজমা ও তাফসীর গ্রন্থখানা বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য দেশে অবস্থানরত সর্বস্তরের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের নিকট অকল্পনীয়ভাবে সমাদৃত হতে চলেছে। বিশেষকরে, বাংলাদেশের সম্মানিত আলিম সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের, যথাক্রমে, পাঠদান ও অধ্যয়নের জন্য এক অদ্বিতীয় উপাদান হিসেবে নির্দ্বিধায় বিবেচিত হচ্ছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্!

এবার আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কিতাবখানার উচ্চ মানগত দিক বিবেচনা করে সম্মানিত পাঠকগণ সেটার সংগৃহীত কপি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য বলে মত প্রকাশ করেন। তাই, প্রায় সব পাঠকই কিতাবটি অফসেট কাগজেই পেতে বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ কারণে, আমরা তৃতীয় সংস্করণের সমস্ত কপি অফসেট কাগজেই প্রকাশ করার ঝুঁকিটুকু নিয়েছি।

কাগজের উর্ধ্বমূল্য, অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং অপরাপর অনিবার্য কারণাদির পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে কিতাবের গায়ে বর্দ্ধিত মূল্য লিখা হলেও তা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলবেনা বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদী। আমরা এ ব্যাপারে সম্মানিত বিক্রেতাগণ ও পাঠক মহলের আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করি।

এ সংস্করণেও গত সংস্করণের যৎসামান্য মুদ্রণ প্রমাদ দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

পরিশেষে, পরম করুণাময়ের দরবারে এ সংস্করণটারও গ্রহণযোগ্যতা এবং সম্মানিত পাঠক সমাজের নিকট তাঁদের সমাদর ও গঠনমূলক পরামর্শ একান্তভাবে প্রার্থনা ও কামনা করছি। সর্বোপরি, মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের এ মহান প্রকাশনা-উদ্যোগের অব্যাহত গতি ও স্থায়িত্বই বিশেষভাবে প্রার্থনা করছি।

আমীন সুম্মা আমীন!

–প্রকাশক

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ

দ্বিতীয় সংস্করণ

গত ৫ই অক্টোবর '৯৫ ইং চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে মহা সমারোহে প্রকাশনা উৎসবের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ 'তরজমা' ও 'তাফসীর' 'কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থখানা আমরা সম্মানিত পাঠক সমাজের হাতে তুলে দেয়ার মাত্র তিন মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থখানার দ্বিতীয় সংস্করণ আল্লাহ্ পাকের অপার মেহেরবাণীতে প্রকাশ করছি। এটা সত্যি একদিকে এ কিতাবখানার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার, অন্যদিকে পবিত্র ক্বোরআনের সঠিক ও নির্ভুল তরজমা ও তাফসীরের প্রতি এদেশের মুসলিম সমাজের দারুণ আগ্রহের প্রমাণ বহন করে। তাই, আল্লাহ্‌র মহান দরবারে শোকরিয়া ও সম্মানিত পাঠক সমাজের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বলাবাহুল্য, প্রথম সংস্করণের প্রকাশনা উৎসবে দেশের প্রখ্যাত ওলামা কেরাম, মাশাইখে ইযাম, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক এবং সর্বস্তরের মুসলিম জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিশাল সমাবেশ ঘটেছিলো। ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা ক্বাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ঐতিহাসিক প্রকাশনা উৎসবে দেশের প্রখ্যাত কতিপয় আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দেসীন, মুফাস্‌সিরীন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন স্বনামধন্য অধ্যাপক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং দেশের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী বক্তব্য রাখেন। তাঁরা তাঁদের সারগর্ভ বক্তব্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, বঙ্গানুবাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 'কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ করে বাংলা ভাষায় ক্বোরআন মজীদের সঠিক তরজমা ও তাফসীর-এর দীর্ঘ চাহিদা পূরণ করেছেন। এ গ্রন্থখানা মুসলিম সমাজের জন্য এক বিরাট নি'মাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আ. ন. ম. রইস উদ্দীন বলেছেন যে, এ মহান গ্রন্থের অনুবাদকর্মটা বঙ্গানুবাদকের শুধু একটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপই নয়, বরং তিনি 'ডক্টরেট ডিগ্রী'র সম্মান লাভ করার উপযোগী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ রশীদ বলেন, 'বিশেষ করে চট্টগ্রাম থেকে ইতোপূর্বে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেউ পুরো ক্বোরআন মজীদের অনুবাদ ও তাফসীর লিখতে সমর্থ হননি। এটাই চট্টগ্রাম থেকে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ক্বোরআনের তরজমা ও তাফসীর। তাই চট্টগ্রামের ইতিহাসে আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানই 'সৈয়্যদুল মুতারজিমীন' (ক্বোরআনের অনুবাদকগণের মধ্যে অগ্রণী)। বক্তাগণ এ গ্রন্থের প্রকাশনার মহান উদ্যোগের জন্য গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সর্বোপরি এ গ্রন্থখানার প্রকাশনার অব্যাহত পদক্ষেপের দাবী আসে সর্বস্তরের হিতাকাঙ্খীদের পক্ষ থেকে।

২য় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কিছু সংখ্যক মুদ্রণ প্রমাদ দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আর হিতাকাংখীদের কিছু গঠনমূলক পরামর্শকেও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পাঠক সমাজের বিশেষ অনুরোধে এ সংস্করণ দু'ধরণের কাগজে প্রকাশ করা হয়েছে- 'অফসেট' ও 'চায়না হোয়াইট'। শেষোক্ত মানের কাগজের মুদ্রিত কপি অপেক্ষাকৃত কমদামে পাঠকদের মধ্যে সরবরাহের উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ গৃহীত হলো।

পরিশেষে, এ সংস্করণটাও পরম করুণাময়ের দরবারে গৃহীত এবং সম্মানিত মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে- এটাই একমাত্র কাম্য। সম্মানিত পাঠক সমাজের নিকট পুনরায় তাঁদের গঠনমূলক পরামর্শ ও আমাদের প্রকাশনা উদ্যোগকে অব্যাহত রাখার তৌফিক প্রাপ্তির জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি। আমীন!

–প্রকাশক

প্রথম সংস্করণ

'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম' একটি যুগোপযোগী সংস্থা। সুশিক্ষার প্রসার ও সমাজ সেবার মহান ব্রত পালনের নিমিত্ত গঠিত এ কমপ্লেক্সের রয়েছে বহুমুখী পরিকল্পনা। অত্র প্রতিষ্ঠান তার প্রস্তাবিত যুগোপযোগী প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে কমপ্লেক্সের পরিচালনাধীন রয়েছে একটি মাদ্রাসা, হেফযখানা ও এতিমখানা। শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত আদর্শের শিক্ষা ও প্রচারকর্ম ইত্যাদিও এর তত্ত্বাবধানে চলছে নিয়মিতভাবে।

আমাদের অত্র কমপ্লেক্সের রয়েছে একটা 'প্রকাশনা প্রকল্প'। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুগের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কিতাব ও বই-পুস্তক প্রকাশের কথা কমপ্লেক্সের জন্য পূর্ব প্রস্তাবিত ভবনের 'ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে' ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো।

বলাবাহুল্য, ধর্মীয় অঙ্গনে পবিত্র ক্বোরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীর (যথাক্রমে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)-এর ক্ষেত্রে বহুবিধ বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ভুল ও ভ্রান্ত-আক্বীদা ভিত্তিক তরজমা ও তাফসীরে বর্তমানে বাজার ভর্তি হয়ে রয়েছে। সুতরাং এহেন অবস্থায়, পবিত্র ক্বোরআনের নির্ভুল অনুবাদ ব্যাখ্যা সহকারে সরল বাংলায় প্রকাশ করা দীর্ঘদিনের চাহিদা হিসেবেই থেকে যায়। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীক্রমে বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, মুফাস্‌সিরে ক্বোরআন, সাহিত্যিক ও লেখক জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল মান্নান দীর্ঘ এক যুগেরও অধিককাল যাবত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যুগবরেণ্য ইমাম, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা **শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী** রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত বিশুদ্ধতম তরজমা-ই-ক্বোরআন প্রসিদ্ধ **কান্‌যুল ঈমান** এবং এরই উপর হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকারূপে, খলীফা-ই-আ'লা হযরত, সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ **মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী** রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীর **খাযাইনুল ইরফান**-এর সরল বাংলায় অনুবাদের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেছেন। আমরা অত্র কমপ্লেক্সের তত্ত্বাবধানে তাঁর অনূদিত কিতাব খানা প্রকাশ করে যুগের সেই দীর্ঘদিনের চাহিদাটুকু পূরণে উদ্যোগী হয়েছি।

সেই উদ্যোগেরই ভিত্তিতে প্রকল্প প্রধান হিসেবে খোদ্ বঙ্গানুবাদকই তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কিতাবখানার দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ নিরীক্ষণ, সম্পাদনা ও মুদ্রণের যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সমাধা করেছেন।

আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র ক্বোরআনের জ্ঞান-পিপাসুদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্ত বিরাটাকার কিতাব প্রকাশ করে সম্মানিত পাঠক সমাজের হাতে পেশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তদ্‌সঙ্গে কিতাবখানা প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দান করেছেন, বিশেষ করে, প্রকল্প প্রধান ও বঙ্গানুবাদক এবং যাঁদের বিশেষ বদান্যতায় কিতাখানির ব্যয়বহুল প্রকাশনা ও সুলভমূল্যে সম্মানিত পাঠকদের সমীপে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে- তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর পরম করুণাময়ের দরবারে সংশ্লিষ্ট সবার উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং ইহ ও পরকালীন সাফল্যের জন্য একান্তভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি- আমীন!

কিতাবখানা যদি জ্ঞান-পিপাসু পাঠক সমাজের সামান্যটুকু পরিতৃপ্তির মাধ্যমও হয়, তাহলে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করবো। পরিশেষে পাঠক সমাজের গঠনমূলক পরামর্শ এবং মতামতও আমাদের একান্ত কাম্য। এতে ভবিষ্যতে আমাদের প্রকাশনা কার্য অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করবো।

আল্লাহ্ পাকই তৌফিক দাতা!

গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্সের পক্ষে

মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ ফারুকী
সভাপতি

বঙ্গানুবাদকের কথা

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّ مُسَلِّمًا

ক্বোরআন মজীদ বিশ্ব প্রতিপালক মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুরই পবিত্র কালাম, যা তিনি আপন হাবীব, নবীকুল সরদার, রাসূলকুল শিরমণি, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন, যা 'মা-কানা ওয়া মা ইয়াকূনু'-এর সার্বিক জ্ঞানের ধারক। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমায়েছেন- 'তিব্‌ইয়ানুল্লিকুল্লি শায়ইন্।' অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ হচ্ছে এমন গ্রন্থ, যাতে প্রত্যেক কিছুরই বিবরণ রয়েছে। সুতরাং পবিত্র ক্বোরআন হচ্ছে সমস্ত নির্ভুল জ্ঞানের উৎস।

পবিত্র ক্বোরআন আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী, যার ভাষালংকার (ফাসাহাত ও বালাগাত), অদৃশ্য বিষয়াদির নির্ভুল জ্ঞান, বাস্তব বিষয়াদির অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গী এবং অব্যর্থ হিদায়ত বা দিক-নির্দেশনা ইত্যাদির কারণে সেটাকে আল্লাহ্‌র নিরেট সত্য, অকাট্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিতাব হিসেবে মেনে নিতে সমগ্র সৃষ্টিই বাধ্য। সৃষ্টির মহা কল্যাণের নিমিত্ত, পরম করুণাময়ের নিকট থেকে, এ ক্বোরআন করীম তাঁর হাবীবের উপর অবতীর্ণ হয়ে বস্তুতঃ মানব জাতিকেই সত্যিকার অর্থে সৃষ্টির সেরা হিসেবে প্রমাণিত করেছে। কারণ, খোদ্ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এরশাদ ফরমায়েছেন- "যদি আমি এ ক্বোরআনকে কোন পর্বতের উপর নাযিল করতাম, তাহলে অবশ্যই তুমি আল্লাহ্‌র ভয়ে সেটাকে অবনত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে দেখতে।" (৫৯ঃ ২১)

ক্বোরআন মজীদ যেহেতু আল্লাহ্‌রই বাণী, সেহেতু সেই মহান বাণীর প্রকৃত অর্থ, মাহাত্ম্য ও ব্যাখ্যা কি-তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আর জানেন তিনি, যাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সেটা অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমায়েছেন- 'আর্‌রাহ্‌মানু আল্লামাল্ ক্বোরআন।" অর্থাৎঃ "পরম দয়াময় (আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে) ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" তাই ক্বোরআন মজীদের প্রত্যেক তাফসীর বা ব্যাখ্যার সমর্থন হয়ত ক্বোরআনেই থাকতে হবে, অথবা থাকতে হবে হাদীসে পাকে, অথবা থাকবে সাহাবা কেরামের অভিমতসমূহে, অথবা তাফসীর ঐ সব বিষয়াদি দ্বারা হতে হবে, যেগুলো আরবী অভিধান ও ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কিত হয়, কিংবা এমন ধরণের তাফসীর হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা উপরোক্ত কোন এক প্রকার দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হয়। অন্যথায় তা হবে 'তাফ্‌সীর-ই-বির্‌রায়' বা মনগড়া তাফসীর; যা হারাম; ইচ্ছাকৃত হলে 'কুফর' ও (দুনিয়ায় থাকতে) পরকালে জাহান্নামেই নিজের ঠিকানা করে নেয়ারই নামান্তর মাত্র। (নাঊযুবিল্লাহ্!)

আল্‌হামদু লিল্লাহ্! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিই তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তরজমা-ই-ক্বোরআন 'কান্‌যুল ঈমান' বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন, যা উপরোল্লেখিত প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ বিধায় তা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাফসীর ভিত্তিক 'তরজমা-ই-ক্বোরআন' (ক্বোরআনের অনুবাদ)। তদুপরি, এর মধ্যে সলফে সালেহীনের গৃহীত তাফসীরের সাথে যেই মিল রয়েছে, আস্‌হাবে তা'ভীলের গ্রহণযোগ্য অভিমতের সাথে যেই সাজুয্য তাতে বিদ্যমান রয়েছে, তাতে ভাষার যেই অতুলনীয় সরলতা, শালীনতা ও শ্রুতিমাধুর্য রয়েছে, সাধারণ লোকের পরিভাষাকে তাতে যেমনভাবে বর্জন করা হয়েছে, ক্বোরআন মজীদের আসল উদ্দেশ্য ও খোদায়ী মূলতত্ত্বের যেই নজিরবিহীন প্রকাশভঙ্গী এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাতে ক্বোরআন করীমের পরিভাষাকে যেমনিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, আল্লাহ্ পাকের শানে অশোভন উক্তিকারীদের যেমনিভাবে রদ্দ্ বা খণ্ডন করা হয়েছে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের মান-মর্যাদার প্রতি যেমনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং ওলামা কেরাম ও মাশা-ইখে এযাম তাতে ইল্‌মে হাক্বীক্বত ও মা'রিফাতের যেই ভাণ্ডারের সন্ধান পান- তা অন্যান্য 'তরজমা-ই-ক্বোরআন' (ক্বোরআনের অনুবাদ গ্রন্থ)-এ খুবই বিরল। এ কারণেই কান্‌যুল ঈমানকেই বিশ্ববাসী ক্বোরআনের শ্রেষ্ঠতম উর্দু অনুবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এর উপর হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকারূপে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ তাফসীর (ব্যাখ্যা) লিখেছেন- আ'লা হযরতেরই খলীফা সদ্‌রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, যা 'তাফসীর-ই-খাযাইনুল ইরফান' নামে প্রসিদ্ধ। তাতে রয়েছে নিম্নলিখিত বিরল বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

প্রায় সব আয়াতের শানে নুযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) ও ব্যাখ্যা, তাওহীদ ও রিসালতের সপ্রমাণ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা, আহ্‌লে সুন্নাতের আক্বাইদের অকাট্য দলীলাদি সহকারে বর্ণনা, বাতিল ফের্কাগুলোর উৎস নির্ণয় পূর্বক তাদের স্বরূপ উন্মোচন ও সপ্রমাণ খণ্ডন, আয়াতগুলোর সংশ্লিষ্ট ফিক্বহ্ ভিত্তিক মাস্‌আলা-মাসাইলের সুস্পষ্ট বিবরণ, সর্বোপরি নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থাবলী ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির জরুরী উদ্ধৃতি ইত্যাদি।

তাছাড়া, এ কিতাবে রয়েছে- মানুষের ঈমান আক্বীদা ও তার পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং তাদের অভ্যন্তরীণ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়ে পবিত্র ক্বোরআন ও এর গ্রহণযোগ্য তাফসীরের আলোকে নির্ভুল দিক-নির্দেশনা। মোটকথা, মানুষের ইহ ও পরকালীন সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে এ মহান গ্রন্থ এক সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের বাংলাদেশে এবং অন্যান্য দেশের বাংলাভাষীদের মধ্যে একদিকে বিভিন্ন লেখকের বিভ্রান্তিপূর্ণ তরজমা-ই-ক্বোরআন ও তাফসীর বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়ে আসছে। যার ফলে পবিত্র ক্বোরআনের জ্ঞান পিপাসুদের তথা মুসলিম সমাজের একদিকে ঈমান-আক্বীদা বিনষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে নৈতিক চরিত্রের উপর খারাপ প্রভাব পড়ছে। সর্বোপরি, তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন পবিত্র ক্বোরআনের নির্ভুল জ্ঞান সঞ্জাত দিক-নির্দেশনা থেকে।

এহেন পরিস্থিতিতে উল্লেখিত 'কান্‌যুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান' উর্দু ভাষা থেকে সরল বাংলায় অনুদিত হয়ে বহুলভাবে প্রচারিত হলে সেসব বিপর্যয়ের কারণ উৎপাটিত হয়ে যাবে; অথচ দীর্ঘকাল যাবত বাংলাভাষীদের এ চাহিদা অপূর্ণাবস্থায় থেকেই গেলো। বলাবাহুল্য, বিশেষ করে, আমাদের দেশে ছাত্র-জনতার মধ্যে পবিত্র ক্বোরআনের নির্ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রতি অধীর আগ্রহ ও সে ধরণের কিতাবের অভাবের কারণে পাঠকদের অস্বস্তিবোধ বিশেষভাবে অনুধাবনে সক্ষম হয়েছি 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা'র কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও সভাপতি হিসাবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকেই।

কাজেই, যুগের এ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাকের তৌফিক প্রাপ্তিতে দৃঢ় আশা পোষণ করে এ অধম মসি হাতে নিলাম। ১৯৮০ সালে 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদের কঠিন কাজে হাত দিলাম। সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান অনুসারে) প্রকাশিত হলো– ছাত্রসেনার প্রথম ম্যাগাজিন 'রাহবার'-এ। অতঃপর শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে প্রথম পারার অনুবাদ শেষ করলে 'রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম'-এর কর্মকর্তাবৃন্দ তা কিতাবাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে আমার পাণ্ডুলিপি মুর্শিদে বরহক, পীরে কামিল, হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলায়হির তদানিন্তন এক সফরে চট্টগ্রামের বলুয়ারদীঘির পাড়স্থ খানক্বাহ্ শরীফে সদয় অবস্থানকালে তাঁর পবিত্র দরবারে পেশ করেছিলাম। তিনি এ মহান উদ্যোগে অত্যন্ত খুশী হন এবং বরকতময় দো'আ দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেন। তেমনিভাবে এ উদ্যোগে খুশী হয়েছিলেন দেশের আপামর সুন্নী ওলামা ও ছাত্র-জনতা। রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম ধারাবাহিকভাবে কিতবখানার অনুবাদ প্রকাশ করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে 'প্রথম পারা' অতি সুন্দর অবয়বে প্রকাশ করলো, যা পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত ও নন্দিত হয়েছিলো। এ অধমও অনুবাদ কার্য অব্যাহত রাখলাম। প্রথম পাঁচ পারার অনুবাদ সমাপ্ত হলো। কিন্তু 'রেযা একাডেমী' তা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেও বাস্তবায়ন করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত 'রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম বিলুপ্তই হয়ে গেলো। অতঃপর এ পাঁচ পারা 'মাসিক তরজুমান'-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হলো। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমার পক্ষে মাত্র আট পারার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হলো। অতঃপর সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাইস্থ এক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিয়ে ১৯৮৭ সালে সেখানে চলে যাই। সেখানে নির্দ্ধারিত দায়িত্ব পালনের পর অবসর সময়টুকুতে পবিত্র ক্বোরআনের উক্ত তরজমা ও তাফসীরের বঙ্গানুবাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর অপার অনুগ্রহে বিগত ১৯৯২ সন, মোতাবেক ৯ই যিলহজ্জ ১৪১৩ হিজরী আরফাহ্ দিবসে বিকেল ৪টার সময় উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সর্বশেষ পারাটুকুর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হলো। আল্‌হামদু লিল্লাহ্।

এবার এর ব্যয়বহুল প্রকাশনা। আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু তাঁর হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় সেটারও ব্যবস্থা করে দিলেন ক্রমান্বয়ে। দুবাইতে কতিপয় হিতাকাংখী ধর্মপ্রাণ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলাম। তাঁরা এ মহান কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করলেন। তাঁদের পরামর্শ ও প্রাথমিক সহযোগিতায় আমিও উৎসাহিত হলাম। বিগত ১৯৯৩ সনের প্রথম দিকে দ্বিতীয়বার হজ্জব্রত পালন ও আল্লাহ্‌র হাবীবের রওযা-ই-আক্বদাসে হাযিরা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করার পর দুবাই ফিরে কিতাবখানার প্রকাশনার কাজে হাত দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে এলাম। এর অব্যবহিত পরেই, আগস্ট '৯৩ সন থেকে উক্ত বঙ্গানুবাদের পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষণ ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ আরম্ভ করলাম। আমার পরম সম্মানিত ওস্তাদ, গাযযালী-ই-যমান, ওস্তাযুল ওলামা অধ্যক্ষ আলহাজ্ব আল্লামা মুসলেহ্ উদ্দীন সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুল আলী নিরীক্ষণের সদয় দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। শত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি দীর্ঘ এক বৎসর চারমাসে গোটা পাণ্ডুলিপির নিরীক্ষণ সমাপ্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লেখিত সহযোগীদের সহযোগিতা নিয়ে চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরী, কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রুফ রিডিং-এর কাজও সমাধা করলাম।

তারপর ব্যয়বহুল মুদ্রণের পদক্ষেপ গ্রহণের পালা। ইত্যবসরে 'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স', চট্টগ্রাম-এর নামে কিতাবখানা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর 'প্রকল্প প্রধান' হিসেবে আমি কিতাবটার প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালনের গুরুভার গ্রহণ করলাম। আল্লাহ্ পাকের অপার মেহেরবানীক্রমেই আরো দীর্ঘ এক বৎসর কাল অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে এ বিরাটাকার কিতাবটার মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করা হলো। ১৯৯৫ ইংরেজী থেকে এ পর্যন্ত (২০১২ ইং) এ 'কমপ্লেক্স'-এর নামে কিতাবখানা প্রকাশ করে এসেছি। সঙ্গত কারণে এর একাদশ সংস্করণ থেকে আমার প্রতিষ্ঠিত 'ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম-এর নামে কিতাবখানার যাবতীয় প্রকাশনা সিদ্ধান্ত নিলাম। সুতরাং এখন থেকে 'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স' কিংবা অন্য কেউ কোনভাবে এ কিতাবখানা প্রকাশের অনুমতিপ্রাপ্ত থাকছে না। এ ক্ষেত্রে পুর্বোল্লেখিত সম্মানিত বিশেষ সহযোগীদের কথা একান্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এতদ্‌সঙ্গে আমার পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত অকৃত্রিম সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ পাক সবার আন্তরিকতার যথোপযুক্ত প্রতিদান দিন! আমীন!

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বোল্লেখিত আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন ব্যক্তিবর্গের বদান্যতার কারণেই এ ব্যয়বহুল প্রকাশনার কাজ সমাধা করা ও খরচের বিরাট অংশ ভর্তুকি দিয়ে সুলভ মূল্যে সম্মানিত পাঠকদের নিকট পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়েছে। তাছাড়া, সংযুক্ত আবর আমীরাতের কিছু সংখ্যক উৎসাহী পাঠক এ কিতাবের অগ্রিম গ্রাহক হয়ে এ প্রকাশনার কাজে ধৈর্য সহকারে সহযোগিতা দিয়েছেন।

আরো যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁরা হলেনঃ

আলহাজ্ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আমীন	(দুবাই)
আলহাজ্ গোলাম মোস্তফা রেজভী	(ঢাকা)
আলহাজ্ মোহাম্মদ আমীন রেজভী	(ঢাকা)
আলহাজ্ মোহাম্মদ আইয়ুব গনি	(চট্টগ্রাম)
মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল কবীর চৌধুরী	(শারজাহ্)
মুহাম্মদ রবিউল হক	(বিরিঞ্চি, ফেনী)
মরহুম ইঞ্জিনিয়ার আলী আহ্মদ	(দুবাই)
মুহাম্মদ আবুল বশর চৌধুরী	(মুসাফ্ফাহ্)
আলহাজ্ হাফেয্ মুহাম্মদ ইসমাঈল	(দুবাই)
আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবূ তাহের	(দুবাই)
ইনস্পেক্টর মুহাম্মদ নূরুচ্ছফা	(দুবাই)
আলহাজ্ এম, এ, আবদুস্ সবূর	(দুবাই)
মুহাম্মদ আবদুল মালেক	(চট্টগ্রাম)
মুহাম্মদ আবূ বকর সিদ্দীক্ব	(শিলাইগড়া, আনোয়ারা)
মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস আনসারী	(মুসাফ্ফাহ্)
মুহাম্মদ ফুল মিঞা	(মুসাফ্ফাহ্)
আলহাজ্ মুহাম্মদ শফি	(মুসাফ্ফাহ্)
মাওলানা মুহাম্মদ খালেদ আজম	(রাস্-আল খায়মাহ্)
হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আযীয্	(মুসাফ্ফাহ্)
সৈয়দ মনসূর নাদিম	(আবূধাবী)
মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব সিরাজী	(আবূধাবী)
মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ সরোয়ার	(দুবাই)
মাওলানা এম, এন, আলম সিদ্দীকী	(শারজাহ্)
নূরুচ্ছফা (বাবুল)	(দুবাই)
আলহাজ্ মুহাম্মদ তৈয়্যব	(রাস্-আল্-খায়মাহ্)
আলহাজ্ মুহাম্মদ সিরাজ	(শারজাহ্)
মুহাম্মদ মাহবূব	(শারজাহ্)
আলহাজ্ মাওলানা আবূ জাফর	(আল-আইন, ইউ,এ,ই),
মাওলানা মুহাম্মদ শফি	(আল-আইন শিল্প এলাকা)
মীর সলীম উদ্দীন	(দুবাই)
হাজী জালাল আহমদ	(দুবাই)
মুহাম্মদ সগীর খান	(ফুজায়রাহ্, ইউ,এ,ই)
এম, এ ওয়াহিদ	সভাপতি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, কুমিল্লা)

প্রমুখ।

সার্বিকভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম-এর সম্মানিত সভাপতি **জনাব আলহাজ্ সৈয়দ মাওলানা হোসাঈন আহমদ ফারুকী**, সহ-সভাপতি **আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হাকীম**, সাধারণ সম্পাদক **মাওলানা ক্বাযী আবুল বয়ান মুহাম্মদ রিদওয়ানুর রহমান হাশেমী**, সহ-সাধারণ সম্পাদক **হাফেয মাওলানা মীর মুহাম্মদ এয়াকূব** এবং কোষাধ্যক্ষ **হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক্ব**।

আল্লাহ্ পাক সবার সহযোগিতাকে কবূল করুন এবং এর যথাযথ প্রতিদান দিয়ে উভয় জাহানের সাফল্য দান করুন। আমীন!

'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। মুদ্রিত প্রতিটি পৃষ্ঠার মধ্যভাগে প্রতিটি 'বক্স'-এর ডান পাশে পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতগুলো (আরবী) বিশুদ্ধরূপে স্থাপন করা হয়েছে। আর প্রতিটি আয়াতের পাশাপাশি এর বঙ্গানুবাদ সুস্পষ্টাক্ষরে দেয়া হয়েছে। আয়াতের বঙ্গানুবাদের মধ্যে স্থান-বিশেষে টীকার নম্বর দেয়া আছে। সেই নম্বর অনুযায়ী পার্শ্ব ও পাদটীকাগুলোর বর্ণনা তাফসীররূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আয়াতগুলোর অনুবাদ পাঠ করার সময় নম্বর অনুসারে পার্শ্ব ও পাদটীকাগুলোও পড়ে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ অনুবাদ হচ্ছে 'কানযুল ঈমান' আর পাদ ও পার্শ্বটীকা হচ্ছে 'খাযাইনুল ইরফান' (উর্দু)-এর হুবহু বঙ্গানুবাদ।

বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বানানরীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন- আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত শব্দগুলোর প্রায় সবটিতে বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেসব আরবী, উর্দু বা ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষায় নির্দিষ্ট বানানে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে বাংলায় প্রচলিত বানানরীতিরই অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে কারো নিকট দৃষ্টি ও শ্রুতিকটু না ঠেকে। আমার

অনুসৃত বানানরীতিতে আরবী, উর্দু ও ফার্সী শব্দগুলোর বানানে প্রায় সব জায়গায় নিম্নরূপ উচ্চারণ রীতিকেই অবলম্বন করা হয়েছেঃ

أ - আ	ٹ - ট	چھ - ছ	ڈ - ড	ز / ذ / ظ - য	ع - ‘আ	م - ম
ب - ব	ٹھ - ঠ	ح / ہ - হ	ڈھ - ঢ		غ - গ/গ্ব	ن - ন
پ - প			ر - র		ف - ফ	و - ভ
ت / ط - ত	ث / س / ص - স	خ - খ	ڑ - ড়	ژ - ঝ	ق - ক্ব	ی - য়
		د - দ	ڑھ - ঢ়	ش - শ	ک - ক	
تھ - থ	ج - জ	دھ - ধ		ض - দ	ل - ল	
	چ - চ					

বঙ্গানুবাদে হুযূর বিশ্বনবীর মুবারক নামের সাথে দরূদ শরীফ ‘সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’, অন্যান্য সম্মানিত নবীগণের নামের সাথে ‘আলায়হিস্ সালাম’, ‘আলায়হিমাস্ সালাম’ এবং ‘আলায়হিমুস্ সালাম’ ইত্যাদি, সাহাবা কেরামের নামের সাথে ‘রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আন্হু/ আন্হুমা/ আন্হুম এবং ওফাতপ্রাপ্ত আউলিয়া কেরামের নামের সাথে রাহমাতুল্লাহি আলায়হি/ আলায়হিমা/আলায়হিম পরিপূর্ণভাবে লিখা হয়েছে।

অনুবাদকে সুস্পষ্ট, সহবোধ্য ও সংশয়মুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্থান বিশেষে বন্ধনীর ভিতর প্রয়োজনীয় শব্দ কিংবা বচন সংযোজিত হয়েছে। সেগুলোর কতেক খোদ্ মূল লেখকদ্বয় আ'লা হযরত ও সদ্রুল আফাযিল (রাহিমাহুমাল্লাহ্)-এরই; আর কতেক আমার নিজেরই সংযোজিত। প্রত্যেক ‘পারা’ ও ‘সূরা’-এর সমাপ্তির কথা ★ সহকারে পৃথক পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক পারায় চতুর্থাংশ; অর্দ্ধাংশ ও দুই তৃতীয়াংশ, জরুরী ওয়াক্ফগুলোর নির্দেশিকা, ‘সাজদাহ্গুলো’ এবং ‘মান্যিলগুলো’ও যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাবের প্রথমভাগে সংযোজিত হয়েছে– ‘কান্যুল ঈমান শ্রেষ্ঠ কেন’ শীর্ষক একটা নাতিদীর্ঘ পুস্তক, যা আলাদাভাবেও বাঁধাই করা হয়েছে, যাতে পাঠক সমাজ এ কিতাবটার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন; আরো রয়েছে ক্বোরআনের জরুরী বিষয়বস্তুগুলোর উপর সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি। শেষভাগে সংযোজিত হয়েছে কিছু জরুরী হিদায়ত, কিছু অত্যন্ত উপকারী ফযাইল ও মাসাইল এবং পারা ও সূরার সূচী।

বিশেষ আরয ঃ মহান রাব্বুল আলামীনের মহান কালামে পাকের অনুবাদ ও তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা এক দুষ্কর ও বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ জন্য প্রয়োজন অসাধারণ খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর অশেষ অনুগ্রহ ও তৌফিক এবং অকৃত্রিম ‘খোদা ও রসূল প্রেম’। এ ধরণের খোদায়ী জ্ঞান ও দয়ার প্রকাশস্থল এবং অসাধারণ ‘খোদা ও রসূল প্রেম’ সমৃদ্ধ হয়েছেন বলেই ‘আ'লা হযরত’ ও ‘সদ্রুল আফাযিল’ (রাহিমাহুমাল্লাহ্) দুনিয়াবাসীর সামনে নির্ভুল ‘তরজমা-ই-ক্বোরআন’ ও ‘তাফসীর’ (ব্যাখ্যা) পেশ করতে পেরেছেন। (আমি) এ অধম উক্ত দু'জন বিশ্ব বরেণ্য ইমামের উর্দু কিতাব দু'টুরই বঙ্গানুবাদ করার দুঃসাহস দেখালাম। তাঁরা তাঁদের অসাধারণ জ্ঞান দ্বারা পবিত্র ক্বোরআনের যেই মর্মার্থকে অনুধাবন করে কিতাব দু'টু লিখেছেন সেই মর্মার্থকে বাংলায় যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পেরেছি কিনা সে সম্পর্কে আমি আমার অগভীর জ্ঞানের কারণে সন্দিহান ও অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত ছিলাম। তাই, আমি আমার সম্মানিত ওস্তাদ, যুগবরেণ্য জ্ঞানী, হযরত আলহাজ্ আল্লামা মুসলেহ্ উদ্দীন সাহেবকে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নিজেই পড়ে শুনিয়েছি। তিনিও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তা শুনেছেন, নিরীক্ষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমার যেকোন সংশয় নিরসনের জন্য ইমামে আহ্লে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা হাশেমী সাহেব ক্বেবলা (মাদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র শরণাপন্ন হই। তাঁর সদয় বদান্যতার কথাও একান্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতগুলোর (আরবী) বিন্যাস নিরীক্ষণের কষ্টসাধ্য কাজে আন্তরিক সহযোগিতা দিলেন– হাফেয ক্বাযী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন হাশেমী। মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানোর জন্যও দীর্ঘদিন যাবত বারংবার অতি যত্ন সহকারে আমার সহযোগীদের নিয়ে প্রুফ রিডিং সম্পন্ন করেছি। তবুও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এ জন্য প্রথমে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে তাঁর হাবীব, আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, অতঃপর সম্মানিত পাঠক সমাজের সমীপে করজোড় আবেদন জানাচ্ছি যেন, তাঁদের নজরে কোনরূপ ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করেন; যাতে পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেটার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে পারি। তাছাড়া, তাঁদের গঠনমূলক সমালোচনা ও আন্তরিক পরামর্শের জন্য আমরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকবো।

পরিশেষে, এ কিতাব যদি সম্মানিত পাঠক সমাজের নিকট গৃহীত ও সমাদৃত হয়, তাহলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্র মহান দরবারে এ প্রার্থনাই জানাচ্ছি যেন আমাদের এ প্রয়াসকে কবূল করেন এবং এটা যেন আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যের মাধ্যম হয়। আমীন সুম্মা আমীন! বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন। আলায়হি আফদালুস্ সালাওয়াতি ওয়াত্ তাস্লীম।

মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
১০ই মুহররম, ১৪১৯ হিজরী / ৭ই মে, ১৯৯৮ সন

আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত শাহ্ মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতি প্রদানের অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও পূর্ণতার ভিত্তিতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনন্য প্রসিদ্ধির অধিকারী। বিশেষতঃ সুন্নী-জগতে তাঁর নাম জানেনা এমন কেউ আছে বলে মনে হয়না। ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা তিনি বৈষয়িক জ্ঞান ও মা'রেফাতের এমন এক সাগর প্রবাহিত করেছেন, যার জনপ্রিয়তার স্রোত আজও পুরোদমে প্রবাহিত হচ্ছে। আর সুন্নী জগত সে স্রোত দ্বারা স্বীয় তৃষ্ণা নিবারণ করে তৃপ্তি লাভ করছে। তাঁর মর্যাদা ও পূর্ণতা শুধু তাঁর ভক্তবৃন্দের নিকট স্বীকৃত নয়, বরং তাঁর প্রতি যারা বৈরীভাব পোষণ করে তারাও তাঁর পূর্ণতা স্বীকার করতে বাধ্য। একদিকে যেমন অনারবীয় উল্লেখযোগ্য আলিম সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের কথা অতি যত্ন সহকারে আলোচিত, তেমনি অন্যদিকে আরবীয় ওলামা কেরামের লেখনীতেও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত।

তাঁরই পরিচিতির ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত এরশাদ বিশেষভাবে প্রযোজ্য–

"যালিকা ফাদ্লুল্লাহি ইউ'তীহি মাঁই ইয়াশাউ। অর্থাৎ– "তা আল্লাহ্রই প্রদত্ত অনুগ্রহ, তিনি যাঁকে চান দান করেন। আর আল্লাহ মহান অনুগ্রহের মালিক।"

বংশ পরিচয়

হযরত মাওলানা শাহ্ সা'ঈদ উল্লাহ্ খাঁন সাহেব (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) ছিলেন কান্দাহারের এক যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও বুযর্গ ব্যক্তি। তিনি তথাকার এক সম্ভ্রান্ত পাঠান গোত্রের বংশধর। মুঘল আমলে তিনি সুলতান মুহাম্মদ শাহ্ এবং নাসির শাহের সঙ্গে লাহোর আগমন করেন। সেখানে তিনি পরপর কয়েকটি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লাহোরের 'শীষমহল' তাঁরই জায়গীর ছিলো। অতঃপর তিনি দিল্লী গমন করেন। এখানেও তিনি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত রয়ে 'শুজা'আত জঙ্গ' (রণ-বীরত্ব) উপাধি লাভ করেন। আ'লা হযরত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) সেই স্বনামধন্য পুরুষেরই বংশধর ছিলেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষদের প্রত্যেকেই তাঁদের যুগে জ্ঞান ও আমলের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এমন সব দেশ-বরেণ্য আলিম ও ওলী ছিলেন যাঁদের পথ প্রদর্শনের আলোক তদানীন্তন ও পরবর্তী প্রতিটি যুগের মুসলিম সমাজকে বিশেষভাবে উপকৃত করে আসছে।

আ'লা হযরত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর বংশীয় শাজরা

মাওলানা শাহ্ সা'ঈদ উল্লাহ্ খান

↓

মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ সা'আদত এয়ার খান

↓

মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আ'যম খান

↓

মাওলানা শাহ্ হাফেয কাযেম আলী খান

↓

মাওলানা শাহ্ রেযা আলী খান

↓

ফক্বীহে যমান মাওলানা হাকীম শাহ্ নক্বী আলী খান

↓

আ'লা হযরত মাওলানা ইমাম শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান
(রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হিম)

জন্ম

আ'লা হযরত তাঁর পূর্ব-পুরুষদের আবাসভূমি ভারতের বেরীলী শহরে (ইউ. পি) ১০ই শাওয়াল, ১২৭২ হিজরী, মোতাবেক ১৪ই জুন ১৮৫৬ ইংরেজী রোজ শনিবার যোহরের সময় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেই প্রসিদ্ধ 'আবজাদ' হিসাবানুযায়ী ক্বোরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াত তাঁর জন্মসাল জ্ঞাপক বলে বর্ণনা করেছেন– أُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ["উলা-ইকা কাতাবা ফী কুলূবিহিমুল ঈমানা ওয়া আইয়্যাদাহুম বিরূহিম্ মিন্হু" (সূরা মুজাদালাহ্)] অর্থাৎ "তাঁরা হচ্ছেন সে সব ব্যক্তি, যাঁদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের নকশা অঙ্কন করেছেন এবং নিজ পক্ষ থেকে 'রূহ' দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন।" বাস্তবক্ষেত্রেও আয়াতের মর্মার্থ আ'লা হযরতের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে।

"আবজাদ" (হিসাবের নকশা)

كلمن	حطى	هوز	ابجد
ضظغ	ثخذ	قرشت	سعفص

ابجد	ا	১	حطى	ح	৮	سعفص	س	৬০	ثخذ	ث	৫০০
	ب	২		ط	৯		ع	৭০		خ	৬০০
	ج	৩		ى	১০		ف	৮০		ذ	৭০০
	د	৪	كلمن	ك	২০		ص	৯০	ضظغ	ض	৮০০
هوز	ه	৫		ل	৩০	قرشت	ق	১০০		ظ	৯০০
	و	৬		م	৪০		ر	২০০		غ	১০০০
	ز	৭		ن	৫০		ش	৩০০			
							ت	৪০০			

'আবজাদ' হিসাবানুযায়ী ক্বোরআন মজীদের আয়াত থেকে আ'লা হযরতের জন্মসাল

أُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط

ا - ১	ك - ২০	ف - ৮০	ق - ১০০	ل - ৩০
و - ৬	ت - ৪০০	ى - ১০	ل - ৩০	ا - ১
ل - ৩০	ب - ২		و - ৬	ى - ১০
ء - ১			ب - ২	م - ৪০
ك - ২০			ه - ৫	ا - ১
			م - ৪০	ن - ৫০
৫৮	৪২২	৯০	১৮৩	১৩২

و - ৬	ب - ২	م - ৪০
ا - ১	ر - ২০০	ن - ৫০
ى - ১০	و - ৬	ه - ৫
ى - ১০	ح - ৮	
د - ৪		
ه - ৫		
م - ৪০		
৭৬	২১৬	৯৫

৫৮ + ৪২২ + ৯০ + ১৮৩ + ১৩২ + ৭৬ + ২১৬ + ৯৫ = ১২৭২ হিজরী।

নাম

আ'লা হযরতের পিতামহ তাঁর নাম রাখলেন 'মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান'। তাঁর বুযর্গ পিতা তাঁকে 'আহমদ মিঞা' বলে ডাকতেন। আর মহীয়সী মাতা পরম স্নেহের সাথে 'আমান মিঞা' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি নিজেই স্বীয় নামের পূর্বে 'আবদুল মোস্তফা' [বিশ্বনবীর (দঃ) গোলাম] সংযোজন করতেন।

জন্মের পূর্বে

আ'লা হযরতের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা এক চিত্তাকর্ষক স্বপ্ন দেখলেন। ভোরে তাঁর পিতা হযরত মাওলানা শাহ্ রেযা আলী খান সাহেবের নিকট সেই স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, "তোমার ঘরে এমন এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যে স্বীয় গুণাবলী, যোগ্যতা ও পূর্ণতা দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চত্যে সুপরিচিত হবে এবং মা'রেফাতের সমুদ্র প্রবাহিত করে জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করবে।"

কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

এক) আ'লা হযরতের জন্মের পর তাঁর আক্বীক্বার তারিখে হযরত মাওলানা নক্বী আলী খানকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেয়া হয় যে, তাঁর সন্তান একজন প্রখ্যাত জ্ঞানী, গুণী এবং 'আরিফ বিল্লাহ্' হবে।

দুই) আ'লা হযরতের জন্মের পর কুত্বে যমান হযরত মাওলানা শাহ্ রেযা আলী খান সাহেব (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁকে কোলে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন– "এ সন্তান একজন দেশবরেণ্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিম হবে।"

তিন) আ'লা হযরতের শৈশবের একটি ঘটনা। একদিন দরজায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির আহ্বান শুনে আ'লা হযরত বাইরে আসলেন। দেখলেন এক বুযর্গ ব্যক্তি। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "আসুন!" আ'লা হযরত নিকটস্থ হলে লোকটি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "তুমি একজন প্রখ্যাত আলিম হবে।"

চার) আ'লা হযরত শৈশবে একদিন ঘরের বাইরে গিয়ে দেখলেন, এক আরবী পোষাক পরিহিত বুযর্গ ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে হাযির। লোকটি আ'লা হযরতের সাথে আরবী ভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। আ'লা হযরতও তখন অলৌকিকভাবে তাঁর সাথে নির্ভুল আরবী ভাষায় আলাপ আরম্ভ করলেন। তা দেখে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেলো।

বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ

আ'লা হযরতকে কত বছর বয়সে 'বিস্‌মিল্লাহ পাঠ' (প্রারম্ভিক পাঠ) দেয়া হয়, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মাত্র চার বৎসর বয়সেই তিনি 'ক্বোরআন মজিদ' পাঠ শেষ করেছিলেন।

শৈশবে বিদ্যার্জনে আগ্রহ

আ'লা হযরত ছোট বেলা থেকেই বিদ্যার্জনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। লেখাপড়া কিংবা মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য তাঁকে কোনদিন তাকিদ দিতে হয়নি; বরং কখনো কখনো সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও মাদ্রাসায় যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যেতেন। মাদ্রাসা থেকে বাড়ী ফিরে সর্বদা লেখা পড়ায় কাটাতে তিনি খুব ভালবাসতেন। মোটকথা, তিনি ছিলেন অন্যান্য ছাত্রদের জন্য এক সমুজ্জ্বল আদর্শ। কিতাবাদির পর্যালোচনাই ছিলো তাঁর প্রধান ব্রত।

মেধাশক্তি

আ'লা হযরতের মেধা শক্তি ছিলো অসাধারণ। মক্তবে বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠের ঘটনা থেকেই তাঁর এ অসাধারণ মেধা শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। আ'লা হযরতকে মক্তবে ওস্তাদজি আরবী বর্ণমালার পাঠ দান করছিলেন। তিনি ওস্তাদজির মুখে মুখে 'আলিফ' 'বা' 'তা' 'সা' পড়ছিলেন; কিন্তু যুক্তাক্ষর 'লাম-আলিফ' (لا) পর্যন্ত এসে থেমে যান। ওস্তাদজি বললেন, "পড়ছোনা কেন?" আ'লা হযরত উত্তরে বললেন, "হুযূর! ইতোপূর্বে 'আলিফ' এবং 'লাম' উভয় অক্ষরইতো পড়লাম। আবার পড়বো কেন?" পিতামহ তাঁকে ওস্তাদজির আনুগত্য করতে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে আ'লা হযরত বিচলিত হলেন। পিতামহেরও বুঝতে দেরী হয়নি যে, তাঁর মনে যুক্তাক্ষরের রহস্য জানতে ভারী কৌতুহল জেগেছে। মাত্র তিন/চার বছর বয়সের সন্তানের মুখে এ অস্বাভাবিক ধরণের প্রশ্ন! যুগশ্রেষ্ঠ আল্লামা সেদিনই ধারণা করতে পেরেছিলেন যে, এ শিশুটি একদিন দেশবরেণ্য আলিম হবে। ওস্তাদজি বললেন, "প্রিয় বৎস! তোমার প্রশ্ন যথার্থ। তুমি প্রথমে যে 'আলিফ' পড়েছিলে প্রকৃত পক্ষে তা ছিলো 'হামযা' আর এটাই হল প্রকৃত 'আলিফ'। আলিফ যেহেতু সর্বদা 'সাকিন' থাকে এবং তা দ্বারা কোন পদ বা শব্দ আরম্ভ করা যায় না, সেহেতু এখানে 'লাম'-এর সাথে

আলিফকে সংযুক্ত করে এর উচ্চারণ দেখানো হয়েছে।" তখন আ'লা হযরত আবার প্রশ্ন করলেন, 'আলিফ'কে উচ্চারণ করার জন্য যদি অন্য অক্ষরের সাহায্য নিতে হয়, তবে এ (ل) অক্ষরটির বৈশিষ্ট্যই বা কি? এ প্রশ্নটি শুনে আল্লামা-ই-যমান ওস্তাদজি তাঁকে স্নেহ ভরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর উন্নতি কামনা করে বললেন, "বৎস! লাম এবং আলিফের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য তো রয়েছে। তদুপরি, উচ্চারণগত সম্পর্ক হলো (لام) শব্দের মধ্যবর্তী অক্ষর হলো 'আলিফ', আর 'আলিফ' (الف) উচ্চারণে মধ্যবর্তী অক্ষর পড়ে 'লাম'। সুতরাং তা যেন এমনি এক নিবিড় সম্পর্ক, যা কবির ভাষায় প্রকাশ পায়-

من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی
تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

মানতূ শুদম তূ মান শুদী মান তান্ শুদম তূ জাঁ শুদী।
তা কাস না গোয়দ বা'দ আযী মান দী-গরম্ তু-দীগরী ॥

অর্থাৎ- "আমি হলাম তুমি, তুমি হলে আমি। আমি শরীর হলে তুমি হবে প্রাণ; যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, আমরা পরস্পর ভিন্ন।"

মোটকথা, আল্লামা-ই-যমান ওস্তাদজি উক্ত যুক্তাক্ষরের প্রকাশ্য দিকটা তুলে ধরে এর নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি কিংবা অনুসন্ধানের পথ সুগম করে দিলেন। এতে তাঁর (আ'লা হযরত) মধ্যে সুদূর প্রসারী প্রাথমিক অনুভূতিশক্তির সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এর পূর্ণ বিকাশের সুফল দুনিয়াবাসী স্বচক্ষেই অবলোকন করেছে। নিঃসন্দেহে, আ'লা হযরত একদিকে যেমন শরীয়তে ইমাম আযম (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর পদাংকানুসারী ছিলেন, অন্যদিকে তরীক্বতেও তেমনি হযরত গাউসে আ'যম (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর সুযোগ্য নায়েব ছিলেন।

পাঠ্যজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জন

আ'লা হযরত তদানীন্তনকালীন মাওলানা গোলাম বেগ সাহেবের নিকট আরবী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা (আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা) লাভ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা শাহ নক্বী আলী খান সাহেবের নিকট আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যাবতীয় বিষয়ে এবং হাদীস, তাফসীর, ফিক্বহ, উসূল, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন। ১২৮৬ হিজরী সনে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি পাঠ্য শিক্ষায় 'শেষবর্ষ সনদ' অর্জন করেন বলে জানা যায়।

স্মরণশক্তি

আ'লা হযরতের স্মরণ শক্তি ছিলো বিস্ময়কর। কোন পাঠ একবার শুনে দু'একবার পড়েই হুবহু মুখস্থ শুনাতে তাঁর কোন কষ্ট হতোনা। নিম্নলিখিত ক'টি ঘটনা থেকে তাঁর অসাধারণ স্মরণ শক্তির ধারণা পাওয়া যায়-

এক) একদা আ'লা হযরত 'পীলিভেত' নামক স্থানে হযরত মাওলানা ওয়াসী আহমদ মুহাদ্দিস সূরতী সাহেবের নিকট মেহমান হন। আলাপরত অবস্থায় কোন এক প্রসঙ্গক্রমে 'উক্বূদুদ্ দুর্‌রিয়াহ্' নামক কিতাবের উল্লেখ করা হয়। আ'লা হযরতের নিজস্ব বিরাট অংকের বই পুস্তক ও কিতাবাদিসম্বলিত লাইব্রেরীতে উক্ত কিতাবখানা ছিলোনা বলে তা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই তিনি মুহাদ্দিস সূরতী সাহেবের নিকট থেকে উক্ত দু'খণ্ড সম্বলিত বিরাটাকার কিতাবখানা ধার নিলেন; কিন্তু আ'লা হযরত এক শাগরিদের অনুরোধে সেদিন বাড়ী ফিরলেন না। পরদিন ফেরার পথে মুহাদ্দিস সূরতী সাহেবকে কিতাবখানা ফেরৎ দিলে সূরতী সাহেব এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আ'লা হযরত বললেন, "গতকাল বাড়ী না ফেরার সুযোগে গতরাতে কিতাবখানা আদ্যোপান্ত একবার দেখে নিয়েছি। বাকী জীবনের জন্য উক্ত কিতাবের বিষয়বস্তু স্মৃতিপটে আবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে আগামী দুই-তিন মাস কিতাবখানার এবারৎ বা বচনগুলোও হুবহু আমার স্মরণ থাকবে।"

দুই) আ'লা হযরত ক্বোরআন মজীদের হাফেয ছিলেন না; কিন্তু একদা তাঁর কোন এক ভক্তকে তাঁর নামের প্রথম ভাগে অসাবধানতা বশতঃ 'হাফেয' শব্দটি সংযোজন করতে দেখেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আমি হাফেয নই। তবে যদি কোন হাফেয আমাকে পবিত্র ক্বোরআনের এক এক রুকূ' করে পড়ে শুনান, তবে তা আমার নিকট পুনরায় মুখস্থ শুনতে পারবেন।" সুতরাং কর্মসূচী ঠিক হলো- প্রতিদিন এশার নামাযের পূর্বে পবিত্র ক্বোরআনের পারস্পরিক শুনানী আরম্ভ হলো। কি আশ্চর্য! মাত্র ত্রিশ দিনে আ'লা হযরত ত্রিশ পারা মুখস্থ শুনান। অতঃপর এরশাদ করলেন, "বিহামদিল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র প্রশংসাক্রমে), আমি এখন নিয়মিত গোটা ক্বোরআন মজিদ মুখস্থ করে 'হাফেয' হয়েছি।" এতে তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো যেন আল্লাহ্‌র বান্দার কথা মিথ্যা না হয়। (সুব্‌হানাল্লাহ্!)

তাছাড়া, যে কোন কিতাবের যে কোন উদ্ধৃতি তিনি পৃষ্ঠা সহকারেই মুখস্থ বলতে পারতেন।

ফতোয়া প্রণয়নে দক্ষতা

আ'লা হযরত যেদিন 'শেষবর্ষ সনদ' লাভ করেছিলেন সেদিনই তিনি একব্যক্তির আবেদনক্রমে 'রাদা'আত' বা 'স্তন্যপান' সম্পর্কীয় এক জটিল বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করেন। পিতা হযরত মাওলানা নক্বী আলী খান সাহেব ফতোয়া প্রণয়নে পুত্র আ'লা হযরতের দক্ষতা দেখে সেদিনই 'ইফ্‌তা' বা 'ফতোয়া প্রদান'-এর দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পণ করলেন।

আ'লা হযরত ছিলেন জ্ঞানের 'ইন্সাইক্লোপিডিয়া'

আ'লা হযরত পাঠ্য বিষয়গুলো ব্যতিরেকেও অন্যান্য বহু বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। কোন কোন বিষয়ে তো তিনি নিজেই তাঁর নির্ভুল প্রকৃতিগত যোগ্যতা দ্বারা পথ নির্দেশ করেছেন। এমন সব বিষয়ের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশে উপনীত হয়। সেগুলোর তালিকা নিম্নে দেয়া হল-

১) ইলমে ক্বোরআন, ২) ইলমে হাদীস, ৩) উসূলে হাদীস, ৪) ফিক্বহ (সব মযহাবের), ৫) উসূলে ফিক্বহ, ৬) জদল, ৭) তাফসীর, ৮) আক্বাইদ, ৯) কালাম (যা বাতিল মযহাবগুলোর খণ্ডনের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে), ১০) নাহ্‌ভ, ১১) সরফ, ১২) মা'আনী, ১৩) বয়ান, ১৪) বদী' (بـديـع) (আরবী ভাষা-অলংকার শাস্ত্র), ১৫) মানতিক্ব,১৬) মুনাযারা, ১৭) দর্শন, ১৮) প্রকৌশল, ১৯) হাইয়াত (জ্যোতির্বিদ্যা), ২০) জ্যামিতি, ২১) গণিত, ২২) ক্বিরআত, ২৩) তাজবীদ, ২৪) সুফীতত্ত্ব, ২৫) তরীক্বত, ২৬) আখলাক্ব, ২৭) আসমায়ে রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী), ২৮) সিয়র (سیر), ২৯) ইতিহাস, ৩০) না'ত, ৩১) সাহিত্য, ৩২) অ্যারিসমাতীক্বী (ارثماطيقى), ৩৩) জবর ও মুক্বাবালাহ্ (جبرومقابله), ৩৪) হিসাবে সিত্তীনী (حساب ستينى), ৩৫) লগারিথম্ (Logaritham), ৩৬) তাওক্বীত (সময় নির্ধারণ), ৩৭) মুনাযারাহ্ ও মারায়া (مناظره ومرايا), ৩৮) যীজাত (زيجات), ৩৯) মুসাল্লাসে কুরভী (مثلث كروى), ৪০) মুসাল্লাসে মোসাত্তাহ্ (مثلث مسطح), ৪১) হাইয়াতে জদীদাহ (هيأة جديده), ৪২) মুরাব্বা'আত (مربّعات), ৪৩) জফর (جفر), ৪৪) যায়েরজাহ্ (زائرجه) এবং ৪৫) ইল্‌মুল আকর (اكر)।

তাছাড়া, ১) ফরাইয, ২) আরূয ও ক্বাওয়াফী (ছন্দ শাস্ত্র), ৩) নুজূম (নক্ষত্রবিদ্যা), ৪) আওক্বাফ, ৫) ইতিহাস, ৬) পারসী (গদ্য ও পদ্য), ৭) হিন্দী (গদ্য ও পদ্য), ৮) লিখন পদ্ধতি (خط ونسخ) এবং ৯) خط نستعليق বিষয়গুলোতেও আ'লা হযরত দক্ষতা লাভ করেছিলেন ।

মোটকথা, আ'লা হযরত বেরলভী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) যেসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন সেগুলোর সংখ্যা চুয়ান্নকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলো। সত্য বলতে কি! ইসলামী জগতে তাঁর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। আ'লা হযরত শুধু উপরোক্ত বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা নয়; বরং প্রত্যেকটি বিষয়ে কোন না কোন স্মৃতি (লেখনী)ও রেখে গেছেন। যেসব বিষয়ের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর কোন কোন বিষয় তিনি নিজেই বাদ দিয়েছিলেন এবং কোন কোন বিষয় গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসংগে তিনি আলোকপাত করে বলেন, "আমি ঐ দিন থেকে প্রাচীন দর্শন পরিহার করেছি, যে দিন আমি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, তাতে চোখ ধাঁধাঁনো বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নেই। আর এ অন্ধকার ও মরিচা এমনভাবে মানুষকে গ্রাস করে যে, তা ধর্মকেও গিলে ফেলে এবং সে অন্ধকারের দরুন পরকালের ভীতি পর্যন্ত হ্রাস পেয়ে যায়। এ জন্য আমি আমার কর্তব্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। আর এলমে হাইয়াত, জ্যামিতি, নজূম, লগারিথম এবং রিয়াযী বিষয়সমূহে গভীর আগ্রহ এ উদ্দেশ্যে ছিলোনা যে, এতে আমার যথেষ্ট অনুশীলন হবে, বরং এর উদ্দেশ্য ছিলো মানসিক তৃপ্তি। এ ছাড়া, তা দ্বারা সময় নির্দ্ধারণ এবং বর্ষপঞ্জী তৈরীর বেলায় সাহায্য পাওয়া যায়, যাতে মুসলমানগণ নামায, রোযা ইত্যাদির সময় যাচাই করার ক্ষেত্রে উপকৃত হয়। আমার মনে তিনটি কাজে যথেষ্ট আগ্রহ জন্মেঃ ১) রসূলকুল সর্দার হযরত (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদা রক্ষা করা; কেননা, প্রত্যেক ধিকৃত ওহাবী তাঁর (দঃ) শানে মানহানিকর মন্তব্য সংযোজন করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেছে। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমার প্রতিপালক আমার এ খিদমতকে কবূল করবেন এবং আল্লাহ্‌র রহমত সম্পর্কেও আমার বিশ্বাস রয়েছে। কারণ, তিনি এরশাদ করেছেন, 'আমি স্বীয় বান্দার সাথে তার ভাল ধারণা মোতাবেকই আচরণ করে থাকি।' ২) তাছাড়া বিদ্'আতী সম্প্রদায়গুলোর মূলোৎপাটন করা; যারা ধর্মের দাবীদার, অথচ নিছক ফ্যাসাদকারী এবং ৩) যথাসাধ্য হানাফী মযহাব মোতাবেক আরো সুস্পষ্ট ফতোয়া লিখন।"

তাসাওফ ও তরীক্বতে আ'লা হযরত

ফাযেলে বেরলভী (রঃ) ১২৯৪ হিজরী, মোতাবেক ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্মানিত পিতা মাওলানা শাহ নক্বী আলী খান সাহেবের সাথে হযরত শাহ আল-ই-রসূল (ওফাত ১২৯৬ হিজরী) রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি-এর দরবারে গিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে সিলসিলাহ্-ই-ক্বাদেরিয়ায় দাখিল হন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি আপন মুর্শিদে কামেলের খেলাফত এবং বায়'আত গ্রহণ করার

'ইজাযত' বা অনুমতি লাভ করেন। তাছাড়া, তিনি তরীক্বত তথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এতই দ্রুত উন্নতি করেছিলেন যে, তাঁকে বিভিন্ন তরীক্বতের শায়খগণ 'খিলাফত' এবং 'ইজাযত' দান করেছিলেন। নিম্নে ঐসব মহান তরীক্বতের তালিকা দেয়া হলো-

১) ক্বাদেরিয়া বরকাতিয়া জদীদাহ্, ২) ক্বাদেরিয়া আবাইয়্যাহ্ ক্বাদীমিয়াহ্, ৩) ক্বাদেরিয়া উহ্দলিয়া, ৪) ক্বাদেরিয়া রায্যাক্বিয়াহ্ ৫) ক্বাদেরিয়া মুনাওয়ারিয়াহ্, ৬) চিশ্তিয়া নিযামিয়াহ্ ক্বাদীমাহ্, ৭) চিশ্তিয়া মাহবূবিয়াহ্ জদীদাহ্, ৮) সোহ্রাওয়ার্দিয়াহ্ ওয়াহেদিয়া, ৯) সোহ্রাওয়ার্দিয়াহ্ ফদলিয়াহ্, ১০) নক্বশবন্দীয়াহ্ আলা-ইয়্যাহ্ সিদ্দীক্বিয়্যাহ্, ১১) নক্বশবন্দিয়াহ্ আলা-ইয়্যাহ্-ই আলভিয়াহ্, ১২) বদী'ইয়্যাহ্ এবং ১৩) আলভিয়াহ্ মানামিয়াহ্ ইত্যাদি।

উপরোক্ত সিলসিলাহ্গুলোর খেলাফত ও ইজাযত ছাড়াও আ'লা হযরত চার 'মোসাফাহা'-এর সনদও অর্জন করেছিলেন। সেগুলো হলো- ১) মোসাফাহাতুল হাসানিয়াহ, ২) মোসাফাহাতুল খিয্রিয়াহ্, ৩) মোসাফাহাতুল মোয়াম্মারিয়্যাহ্ এবং ৪) মোসাফাহাতুল মানামিয়্যাহ্।

এ সব মোসাফাহাহ্ ও ইজাযত ব্যতীত আ'লা হযরতের নিম্নলিখিত যিক্র, ওযীফা ও আমল-এর ইজাযতপ্রাপ্তিও তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো-

১) খাওয়াস্সুল ক্বোরআন, ২) আসমা-ই-ইলাহিয়্যাহ্, ৩) দালা-ইলুল খায়রাত, ৪) হিসনে হাসীন, ৫) হিযবুল বাহ্র, ৬) হিযবুল বার, ৭) হিযবুন্ নসর, ৮) হিরযুল আমীরীন, ৯) হিরযুল ইয়ামানী, ১০) দো'আ-ই-মোগ্নী, ১১) দো'আ-ই-হায়দরী, ১২) দো'আ-ই-আয্রাঈলী, ১৩) দো'আ-ই-সুরিয়ানী, ১৪) ক্বসীদাহ্ গাউসিয়া এবং ১৫) ক্বসীদাহ্ বুরদাহ্।

বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ্

১৩২৩ হিজরী, মোতাবেক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ফাযেলে বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) দ্বিতীয় বার বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ্ এবং হেরমাঈন শরীফাঈনের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে যান। এ সফরে হিজাযবাসী ওলামা কেরাম তাঁর প্রতি প্রাণঢালা সম্মান প্রদর্শন করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ 'হুস্সামুল হেরমাঈন' (১৩২৪ হিজরী/১৯০৬ খৃষ্টাব্দ), 'আদ্দৌলাতুল মক্কীয়াহ' (১৩২৩ হিজরী/১৯০৬ খৃষ্টাব্দ), 'কিফ্লুল ফক্বীহ' (১৩২৪ হিজরী/১৯০৬ খৃষ্টাব্দ) ইত্যাদি কিতাব পর্যালোচনা করলে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা যায়। মক্কা মু'আয্যমাহ্য় তাঁকে দেয়া সম্বর্ধনার চোখদেখা দৃশ্য শেখ ইসমাঈল (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) নিজেই বর্ণনা করেছেন-

"দলে দলে মক্কাবাসী ওলামা কেরাম তাঁর নিকট একত্রিত হয়ে যান। তাঁদের অনেকেই তাঁর নিকট 'ইজাযতের সনদ' (খেলাফত) প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান। সুতরাং তাঁদের কয়েকজনকে 'ইজাযত' দান করে ধন্য করেন। হযরত মাওলানা হামিদ রেযা খান (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ঐ সময় তাঁর সংগে ছিলেন। তিনি তাঁর الاجازات المتينه (আল ইজাযাতুল মাতীনাহ্)-এর ভূমিকায় লিখেছেন, এজাযত অর্জন করার জন্য নিম্নলিখিত বুযর্গ ওলামা কেরাম আ'লা হযরতের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং ইজাযত (খিলাফত) অর্জন করে ধন্য হন- ১) মাওলানা আবদুল হাই মক্কী (ওফাত ১৩৩২ হিজরী/১৯১৩ খৃস্টাব্দ), ২) শায়খ হোসায়ন জামাল ইবনে আবদুর রহীম, ৩) মাওলানা শায়খ সালেহ কামাল (১৩২৫ হিজরী/১৯০৭ খৃস্টাব্দ), ৪) মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল খলীল, তাঁর ভাই ৫) মাওলানা ছৈয়দ মোস্তফা খলীল, ৬) শায়খ আহমদ খাদরাভী, ৭) শায়খ আবদুল ক্বাদের করভীহ্, তাঁর শাহজাদা, ৮) শায়খ ফরীদ এবং ৯) সৈয়দ মুহাম্মদ ওমর। তাছাড়া, অন্যান্য ওলামা ও বুযর্গ ব্যক্তিবর্গও তাঁর নিকট আসতে আরম্ভ করেন। অনেককে মক্কায়ই ইজাযত প্রদান করেন আর অনেককে বেরীলী ফিরে এসে এখান থেকে ইজাযতের সনদ প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।"

অতঃপর ফাযেলে বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) আল্লাহ্র হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর স্মৃতি বিজড়িত মদীনা মুনাওয়ারাহ্য় তাশরীফ আনেন। এখানেও তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় সে সম্পর্কে মাওলানা আবদুল করীম মুহাজিরে মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর চোখদেখা বর্ণনা লক্ষ্য করুন! তিনি বর্ণনা করেন, "আমি কয়েক বছর ধরে মদীনা মুনাওয়ারাহ্য় অবস্থান করে আসছি। হিন্দুস্থান থেকে তখন হাজার হাজার জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে আসেন। তাঁদের মধ্যে আলিম, বুযর্গ, পরহেয্গার ছিলেন প্রায় সবাই। আমি যা লক্ষ্য করেছি- তাঁরা শহরের (মদীনা শরীফ) অলিতে গলিতে ইচ্ছা মাফিক ঘুরে বেড়াতেন। কেউ তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাতো না; কিন্তু ফাযেলে বেরলভী আ'লা হযরতের শান ও মর্যাদার অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও আশ্চর্যজনক। তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে এখানকার বুযর্গ ওলামা কেরাম দলে দলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতে আরম্ভ করেন। আর তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। (ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ)। অর্থাৎ "এটা হলো আল্লাহ্র খাস অনুগ্রহ; তিনি যাঁকে চান দান করেন।"

উল্লেখ্য, মদীনা পাকে সেখানকার অনেকে তাঁর নিকট থেকে 'ইজাযত' বা 'খেলাফত' লাভ করেন- অনেককে মৌখিক অনুমতি দান

করেন, অনেককে বেরেলী শরীফ ফেরার পর সনদ প্রেরণ করেন। সেখানে যাঁরা অনুমতি (ইজাযত) লাভ করেন তাঁদের মধ্যে শায়খ ওমর ইব্নে হামদান আল্-মাহরাসী, সৈয়দ মামূন আল বর্‌রী ও শায়খুদ্দালা-ইল শায়খ মুহাম্মদ সা'ঈদ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম!)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর খ্যাতি শুধু এ উপমহাদেশে নয়, বরং সমগ্র আরব-আজমে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিলো।

নিদর্শন ও কীর্তি

আ'লা হযরতের প্রশংসিত জ্ঞান-স্মৃতির মধ্যে তাঁর ক্ষুরধার লেখনীশক্তিসঞ্জাত তাঁর বিরাট অংকের গ্রন্থ পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক অনুমানের ভিত্তিতে, প্রায় পঞ্চাশটি বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ, পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে। মাওলানা রহমান আলী সাহেব তাঁর লিখিত 'তায্‌কিরায়ে ওলামা-এ হিন্দ'-এ (যা' ১৩০৫ হিজরী, মোতাবেক ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লিখতে আরম্ভ করেন তখনও) ফাযেলে বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর পঞ্চাশখানা কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। তখন আ'লা হযরতের বয়স ছিলো প্রায় ৩১ বছর। তিনি মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে 'ফতোয়া' লিখা আরম্ভ করেন।

এভাবে মাত্র ১৮ বছরের প্রচেষ্টার ফলই ছিলো উক্ত পঞ্চাশটা প্রসিদ্ধ 'লেখা' (পুস্তক)। এরপর তিনি আরো দীর্ঘ ২৫ বৎসর জীবদ্দশায় ছিলেন। তাঁর লেখনীও রীতিমত জারী ছিলো। কাজেই, যখন জীবনের প্রাথমিক অংশে এমন অস্বাভাবিক অবস্থা ছিলো তখন শেষ পর্যন্ত তাঁর অবস্থা কেমন শানদার হবে তার একটা অনুমান করা যায়। ১৩২৩ হিজরী সনে তিনি যখন ২য় বার হজ্জে তথা হেরমাঈন শরীফাঈনের যিয়ারতে তাশরীফ নিয়ে যান তখন তাঁর 'লেখা' সংখ্যা দু'শ ছিলো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন তাঁর বয়স ছিলো প্রায় ৪১ বছর। এতদ্ব্যতীত, ফাযেলে বেরলভী বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত সর্বজন স্বীকৃত প্রায় ৮০টি কিতাবে ব্যাখ্যা (টীকা-টিপ্পনী) সংযোজন করেন। তদুপরি, ফিক্বহ-শাস্ত্রে তাঁর জগদ্বিখ্যাত অবদান হলো 'ফতোয়া-ই-রেযভিয়া'। এর পূর্ণ নাম 'আল আতা-য়ান্ নবভিয়্যাহ্ ফিল ফাতা-ওয়ার্ রেযভিয়্যাহ্'। প্রত্যেক খণ্ড সহস্রাধিক পৃষ্ঠাসম্বলিত। ১২ খণ্ডের এ ফতোয়া গ্রন্থ মুসলিম বিশ্বের ওলামা কেরাম তথা মুসলিম সমাজের নিকট অতীব সমাদৃত। ফতোয়া জগতের ইতিহাসে তাঁর এ অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শিক্ষা জগতে তাঁর আরেক অবদান হলো পবিত্র ক্বোরআন মজিদের উর্দু অনুবাদ- **কানযুল ঈমান ফী তরজমাতিল ক্বোরআন**। ১৩৩০ হিজরীতে (১৯১১ সন) তাঁর এ মহান গ্রন্থ প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিলো। তাঁরই 'খলীফা' বিশ্ববিখ্যাত আলিম সৈয়দ মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) **খাযাইনুল ইরফান** নামক একখানা তাফসীররূপী 'হাশিয়া' (পার্শ্বটীকা) উক্ত 'তরজমার' সাথে সংযোজন করেছেন, যা বর্তমানে প্রত্যেকটা পাঠকের নিকট অতীব সমাদৃত। দুনিয়ার বুকে ক্বোরআন পাকের তরজমাতো অনেকেই রয়েছে; কিন্তু আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হির তরজমা বা অনুবাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এ'তে আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের ইশ্‌ক, প্রেম, প্রেমের ব্যথা ও জ্বালা এবং আদব রয়েছে।

তাছাড়া, তাতে এমনসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা অন্য কোন তরজমা বা অনুবাদে পরিলক্ষিত হয় না; বরং অনেক অনুবাদকের তথাকথিত অনুবাদগ্রন্থ বিভিন্ন আদব বিবর্জিত উক্তি ও বচনে পরিপূর্ণ রয়েছে। আ'লা হযরতের তরজমার প্রাধান্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা পক্ষান্তরে, প্রকাশিত অন্যান্য অনুবাদের ভুল-ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যায়।

('কানযুল ঈমান শ্রেষ্ঠ কেন?' শীর্ষক অধ্যায় দেখুন!)

আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সম্পর্কে –

❒ কতিপয় মনীষীর অভিমত

পীরে কামেল, মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ সাহেব, রাহমাতুল্লাহি আলায়হি

(শেতালু শরীফ, ছিরিকোট, পাকিস্তান)

"বাতিল পন্থীদের বিভ্রান্তির উপকরণাদি, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং বদ-আক্বীদা যখন ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনের আকার ধারণ করেছিলো, তখনি হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের কিস্তিতুল্য আ'লা হযরতের লিখনী উম্মতে মুহাম্মদীকে (দঃ) আপন বক্ষে তুলে নিয়েছে। রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের রহমতের সমুদ্র থেকে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। আ'লা হযরতের না'ত ঈমানদারদের রূহানী প্রেরণার উৎস। ভেবে দেখার বিষয় হলো– যে মহান ব্যক্তির পবিত্র মুখে এ জাতীয় কাব্য প্রবহমান, তাঁর অন্তরের অবস্থাই বা কি! নিঃসন্দেহে, তিনি 'ফানাফির্ রসূল'-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত।" (পায়গামাত-ই-ইয়াউমে রেযা, লাহোর ঃ ৩১ পৃষ্ঠা)

ডঃ আল্লামা ইকবাল

ভারতবর্ষের শেষ যুগে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হির মতো বিজ্ঞ ও মেধাসম্পন্ন ফক্বীহ জন্ম গ্রহণ করেনি। তাঁর ফতোয়াসমূহ পড়েই আমি এ অভিমত ব্যক্ত করলাম। তাঁর ফতোয়াই তাঁর প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, উৎকৃষ্ট স্বভাব, পূর্ণাঙ্গ বুঝশক্তি এবং দ্বীনী বিষয়াদিতে জ্ঞানসমূদ্রের পক্ষে ন্যায়বান সাক্ষী।

'মাওলানা' (আ'লা হযরত) একবার যেই মত প্রতিষ্ঠা করে নেন, সেটার উপরই অটলভাবে স্থির থাকেন। নিঃসন্দেহে, তিনি স্বীয় মতামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান অতি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার পরই। তাঁর কৃত শরীয়তের কোন ফয়সালা এবং তাঁর প্রদত্ত কোন ফতোয়ায় তাঁকে কখনো না পরিবর্তন করতে হতো, না কখনো তা বাতিল করে অন্য কোন মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হতো। জ্ঞানগত দিক দিয়ে মাওলানা আহমদ রেযা হলেন যুগের ইমাম আবূ হানীফা। (মাক্বালাত-ই-ইয়াউমে রেযা ঃ ৩য় খণ্ড, লাহোর, এপ্রিল, ১৯৭১)

ডঃ স্যার যিয়াউদ্দীন

(আলীগড় মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর)

"নিজ দেশে (ভারতবর্ষ) আহমদ রেযার মতো এতো বড় বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা ইউরোপ গিয়ে দুঃখজনকভাবে অযথা সময় অপচয় করেছি।"

❒ কতিপয় ভিন্ন আক্বীদাবলম্বীর অভিমত

মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী

"আমার যদি সুযোগ হতো, তাহলে আমি মৌলভী আহমদ রেযা খান বেরলভীর পেছনে নামায পড়ে নিতাম।"

(উস্ওয়া-ই-আকাবির ঃ ১৮ পৃষ্ঠা)

"তাঁর সাথে আমাদের বিরোধিতার কারণ বাস্তবিকপক্ষে 'হুব্বে রসূল' (রসূলে করীমের ভালবাসা)-ই। তিনি আমাদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি অশালীনতা (বেয়াদবী) প্রদর্শনকারী মনে করেন।"

(আশ্‌রাফুস্ সাওয়ানিহ্ ঃ প্রথম খণ্ড ঃ ১২৯ পৃষ্ঠা)

"আমার অন্তরে আহমদ রেযার প্রতি অসীম সম্মান রয়েছে। তিনি আমাদেরকে কাফির বলেন, কিন্তু ইশ্‌কে রসূলের ভিত্তিতেই বলেন- অন্য কোন উদ্দেশ্যে তো বলেন না।" ('আ'লা হযরত কা ফিক্বহী মাক্বাম'-এর বরাতে, লাহোরে ১৯৭১ সালে মুদ্রিত, কৃত-মাওলানা আখ্‌তার শাহজাহানপুরী)

মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরীর পুত্র মাওলানা খলীলুর রহমান

১৩০৩ হিজরী সনে 'মাদ্রাসাতুল হাদীস, পীলীভেত'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত জলসায় সাহারনপুর, লাহোর কান্‌পুর, জৌনপুর, রামপুর এবং বদায়ূনের আলিমগণের উপস্থিতিতে 'মুহাদ্দিস-ই-সূরতী'র একান্ত ইচ্ছাক্রমে আ'লা হযরত 'ইলমে হাদীস' (হাদীস শাস্ত্র)-এর উপর অনবরত তিন ঘন্টা যাবত সারগর্ভ ও সপ্রমাণ বক্তব্য রাখলেন। জলসায় উপস্থিত ওলামা কেরাম তাঁর বক্তব্য অবাক-চিত্তে শ্রবণ করলেন এবং খুব প্রশংসা করলেন।

মাওলানা আহমদ আলী 'সাহারনপুরী-তনয় মাওলানা খলীলুর রহমান, বক্তব্য শেষ হলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আ'লা হযরতের হাতে চুম্বন করলেন। আর বললেন, "যদি এ মুহূর্তে আমার সম্মানিত পিতা (মাওলানা আহমদ আলী সাহারনপুরী) থাকতেন, তবে তিনি আপনার জ্ঞান-সমুদ্রের মুক্তমনে প্রশংসা করতেন। আর তখন তাঁর এটা উচিতই ছিলো।" উল্লেখ্য, মুহাদ্দিস সূরতী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (নদ্‌ওয়াতুল ওলামা, লক্ষ্ণৌ-এর প্রতিষ্ঠাতা)ও তাঁর মন্তব্যের প্রতি সমর্থন জানান।

(মাক্বালা-ই-মাহমূদ আহমদ ক্বাদেরী, প্রণেতা, 'তায্‌কিরা-ই-ওলামা-ই-আহলে সুন্নাত', 'মাহ্‌নামা-ই-আশরাফিয়্যাহ্‌, মুবারকপুর' ১৯৭৭)

মাওঃ আবুল আ'লা মওদূদী

"মাওলানা আহমদ রেযা খানের জ্ঞান-গরিমাকে আমি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি। তিনি বিধানাবলীর বিষয়ে অত্যন্ত উঁচু মানের ছিলেন। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঐ সমস্ত লোককেও স্বীকার করতে হবে, যারা তাঁর সাথে বিরোধ রাখে।"

(মাক্বালাত-ই-ইয়াউমে রেযা ঃ ২য় খণ্ড, লাহোর থেকে মুদ্রিত)

"আমার দৃষ্টিতে মাওলানা আহমদ রেযা খান মরহুম ও মাগ্‌ফূর ধর্মীয় জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির ধারক এবং মুসলমানদের একজন উচ্চ পর্যায়ের সম্মানযোগ্য ইমাম (মুক্বতাদা) ছিলেন। যদিও তাঁর কোন কোন ফতোয়া ও মতামতের সাথে আমার বিরোধ রয়েছে, কিন্তু আমি তাঁর দ্বীনী খিদমতের কথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করি।"

(ইমাম আহমদ রেযা, আল-মীযান সংখ্যা, বোম্বাই, মুদ্রিত ১৯৭৭ সন)

এভাবে আরো বহু মনীষী, বুদ্ধিজীবী, আরব-আজমের ওলামা ও পীর মাশাইখ এবং ভিন্ন আক্বীদাবলম্বীরাও আ'লা হযরতের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সেগুলোর যথাযথ উদ্ধৃতি সহকারে বহু কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে অন্যান্য মনীষী ও ওলামা-মাশাইখের অভিমতগুলো উদ্ধৃত করলাম না।

ওফাত

ফাযেলে বেরলভী আ'লা হযরত ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী, মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সন জুমু'আর দিন বেলা ২টা ৩৮ মিনিটে বেরীলী শরীফে রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে ইহলোক থেকে পর্দা করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন)

মাওলানা হোসাইন রেযা খান, যিনি এ বিদায়ী সফরের রূহ সঞ্চারক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি লিখেন- ফাযেল-ই-বেরলভী ওসীয়ত নামা লিখিয়েছেন, অতঃপর তা কার্যকর করিয়েছেন। 'বেসাল শরীফ' বা ওফাতের সব কাজ ঘড়ি দেখে সঠিক সময়ে এরশাদ হতে থাকে। যখন দু'টা বাজার চার মিনিট বাকী ছিলো, তখন সময় জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ আরয করলো, এখন ১টা বেজে ৫৬ মিনিট হয়েছে। বললেন, "ঘড়ি রেখে দাও।" হঠাৎ বললেন, "ফটো সরিয়ে নাও।" উপস্থিত সবাই চিন্তায় পড়ে গেলেন। এখানে তাসভীর (ফটো) আসলো কোত্থেকে? মনে এ প্রশ্ন আসার সাথে সাথে নিজেই এরশাদ করলেন- "এ কার্ড, খাম ও টাকা পয়সা।" অতঃপর একটু নিম্নস্বরে আপন ভ্রাতা জনাব মাওলানা মুহাম্মদ রেযা খান সাহেবকে বললেন, "ওযূ করে এসো! ক্বোরআন মজীদ লও!" তিনি তখনো ফিরে আসেন নি, এ দিকে মাওলানা মোস্তফা রেযা খান সাহেবকে বললেন, "এখন বসে বসে কি করছো! সূরা ইয়াসীন শরীফ ও সূরা রা'দ্‌ শরীফ তেলাওয়াত করো!"

পবিত্র হায়াতের আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। এরশাদ মোতাবেক সূরা দু'টি তেলাওয়াত করা হলো। তিনি এমনি মনযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন যে, যে যে আয়াত স্পষ্টভাবে শুনেননি সে আয়াতগুলো তিনি নিজেই তেলাওয়াত করে বাতলিয়ে দিয়েছেন। (সুব্হানাল্লাহ্!) সফরের যেসব দো'আ, যেগুলো চলার সময় পড়া সুন্নাত, পরিপূর্ণভাবে; বরং অন্যান্য বারের তুলনায় বেশী পড়লেন। অতঃপর কলেমা-ই-তৈয়্যবা (لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্' পুরোটাই পাঠ করলেন। যখন আর শক্তি রইলো না এবং শেষ নিঃশ্বাস বক্ষে এসে পৌঁছলো, ওষ্ঠাধর দু'টির স্পন্দন এবং অন্তরের যিক্র (ذكر پاس انفاس) করার মাত্রা শেষ হয়ে আসছে, হঠাৎ চেহারা মুবারকের উপর নূরের একটা ঝলক চমকিত হয়ে উঠে; যাতে প্রতিফলন-ছিলো যেমনিভাবে আয়নার উপর পতিত চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়। এ আলোকরশ্মি অদৃশ্য হতেই সেই নূরানী 'রূহ' পবিত্র শরীর থেকে উড়ে গিয়েছিলো। (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন।)

তিনি নিজেও তখনকার যুগে এরশাদ করেছিলেন, "যার চোখের সামনে একটা ঝলক উদ্ভাসিত হয়, তিনি এর দীদারের প্রবল আগ্রহে এমনিভাবে পরকালের দিকে চলে যান যে, যাওয়ার সময়কার কোন অবস্থার কথাই তখন তাঁর অনুভূত হয় না।"

আযমগড়স্থ দারুল উলূম আশরাফিয়ার ওস্তাদ মাওলানা আবদুল আযীয মুহাদ্দিস মুরাদাবাদী সাহেব আজমীর দরগাহ শরীফের সাজ্জাদানশীন দেওয়ান সৈয়দ আল-ই-রসূল সাহেবের সম্মানিত চাচা (যিনি একজন বড় বুযর্গ ছিলেন) রাহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণিত একটা ঘটনা, যা থেকে ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ওফাতের সময়কার হাক্বীকৃত ও মহত্বের অবস্থা জানা যায়, এখানে প্রনিধানযোগ্য। বর্ণনাকারীও নির্ভরযোগ্য, ঘটনাটাও নির্ভরযোগ্য স্বপ্নের। যে সব লোককে আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরের সুক্ষ্ম দৃষ্টি দান করেছেন তাঁরা নিশ্চয় এ ঘটনা থেকে আলোক হাসিল করবেন। তিনি বলেন- "১২ই রবিউস সানী ১৩৪০ হিজরী সনে একজন সিরীয় বুযর্গ দিল্লীতে তাশরীফ আনেন। তাঁর আগমনের খবর শুনে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। বড়ই শান-শওকতের বুযর্গ ছিলেন। তাঁর স্বভাবে অধিক স্বনির্ভরতা। মুসলমানগণ যেভাবে অন্যান্য আরবীয়দের খিদমত করেন, তাঁরও তেমন খিদমত করতে চাইতো, নযরানা পেশ করতো। কিন্তু তিনি সেগুলো গ্রহণ করতেন না। আর বলতেন- আমি আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে অভাবমুক্ত, আমার এসব দরকার নেই। তাঁর এ স্বনির্ভরতা ও দীর্ঘদিনের সফরের কথা সত্যই আশ্চর্যজনক মনে হলো। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম- 'হযরত! এখানে আপনার আগমনের কারণ কি?' বললেন, "উদ্দেশ্য তো খুব মহৎ ছিলো। কিন্তু হাসিল হলোনা। সে কারণে আফসোস করছি।"

ঘটনা হচ্ছে- ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী আমার অদৃষ্ট জাগ্রত হলো- স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত নসীব হয়েছে। দেখলাম- হুযূর (দঃ) তশরীফ এনেছেন। সাহাবা কেরাম (রাঃ) সবাই দরবারে হাযির হয়েছেন। কিন্তু মজলিসে স্তব্দতা বিরাজ করছিলো। অবস্থা থেকে বুঝা গেলো যে, তাঁরা কারো জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি রসূলে পাকের দরবারে আরয করলাম, "এয়া রসূলাল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার পবিত্র চরণদ্বয়ে ক্বোরবান হোন! কার জন্য এ অপেক্ষা?" এরশাদ করলেন, "আহমদ রেযার জন্য এ অপেক্ষা।" আমি আরয করলাম- "কে আহমদ রেযা?" এরশাদ করলেন- "হিন্দুস্থানের বেরীলীর অধিবাসী।" ঘুম ভাঙ্গার পর আমি অনুসন্ধান করলাম। জানতে পারলাম- মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব বড়ই মর্যাদাবান প্রখ্যাত আলিম। তিনি এখনো জীবিত। আমার অন্তরে উক্ত মাওলানার সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ জন্মালো। আমি হিন্দুস্থান এলাম। বেরীলী পৌঁছলাম। জানতে পরলাম যে, তিনি ইন্তিকাল করে গেছেন। আর সেই ২৫শে সফরই তাঁর বেসালের (ওফাত) দিন ছিলো। এ দীর্ঘ সফর তাঁর সাক্ষাতের জন্যই করেছি। কিন্তু আফসোস! তাঁর সাক্ষাৎ সম্ভব হলো না।

মাযার শরীফ

বেরীলী শহরের সওদাগরাঁ গ্রামে 'দারুল উলূম মানযারুল ইসলাম'-এর উত্তর পার্শ্বে এক শানদার ইমারতে তাঁর মাযার শরীফ। প্রতি বছর ২৪ ও ২৫শে সফর তাঁর পবিত্র ওরস অনুষ্ঠিত হয়। উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ওলামা কেরাম ও সম্মানিত মাশাইখ ওরস শরীফে শামিল হন।

পরিশেষে, আ'লা হযরতের জীবনাদর্শ ও লেখনী সুন্নী সমাজ তথা বিশ্ব মুসলিম জাতির জন্য আলোকবর্তিকা।

সদ্‌রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মুরাদাবাদের ভূ-খণ্ডটাকে আল্লাহ্ তা'আলা অতি ইজ্জত-সম্মান দান করেছেন; যার ফলশ্রুতিতে এখানকার মাটি থেকে কতিপয় দক্ষ আলিম সৃষ্টি হয়েছেন। যাঁরা দু'দিক দিয়ে এ উজ্জ্বল দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রথমতঃ তাঁরা ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে রসূল পাকের সুন্নাতকে জীবিত করেন। দ্বিতীয়তঃ অলসতার শিকার হওয়া মুসলিম সমাজের অন্তরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাচ্চা ইশ্‌ককে উজ্জীবিত করেছেন। আর সে মৃতপ্রায় কায়ায় হুব্বে রসূলের তাজা রূহ সঞ্চারিত হয়েছে। যার কারণে এ উপমহাদেশের চতুর্দিক সালাত ও সালামের মনোরম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছে। ঐসব লোক, যারা এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ভালবাসায় পড়ে খোদা ও রসূলের ভালবাসার কথা ভুলে গিয়েছিলো, তারা একেবারেই এ পার্থিব জীবনের প্রতি অনাসক্ত হয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ভালবাসার গান গাইতে আরম্ভ করেছে। সেসব প্রখ্যাত আলিমের মধ্যে সদরুল আফাযিল রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি এক গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, যিনি স্বীয় জীবনকে দ্বীন-ইসলামের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

নাম

তাঁর আসল নাম 'মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন'। ঐতিহাসিক নাম 'গোলাম মোস্তফা'। 'নঈম' ছদ্ম বা কবিত্বপূর্ণ নাম (تخلص) এবং উপাধি 'সদ্‌রুল আফাযিল' 'বা 'সম্মানিতদের প্রধান'।

বংশ পরিচয়

সৈয়দ করীম উদ্দীন

↓

সৈয়দ আমীন উদ্দীন

↓

সৈয়দ মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন

↓

সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন

(তাঁদের সবার উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক!)

তিনি ছিলেন ক্বোরআন মজীদের তাফসীরকারক (মুফাস্‌সির), হাদীস বিশারদ (মুহাদ্দিস), তর্ক যুদ্ধে সুনিপুণ (মুনাযির) এবং সুদক্ষ মুফতী (ফতেয়া-বিশারদ)।

জন্ম

তিনি ২১ সে সফর ১৩০০ হিজরী, মোতাবেক ১লা জানুয়ারী ১৮৮২ সনে সোমবার জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর আমলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে একটা বিশেষ অনুগ্রহ ছিলো। তাঁর গোটা খান্দান জ্ঞান ও মহত্বে, যুগের সেরা কবিত্ব ও কথা শিল্পে প্রসিদ্ধ ছিলো।

শিক্ষা-দীক্ষা

ভারতের আলিমদের খান্দানের মধ্যে পুরাকাল থেকে এ দস্তুরটা চলে আসছিলো যে, তাঁরা আপন সন্তানদেরকে শৈশবে সর্ব প্রথমে ক্বোরআন করীম হেফ্‌য (মুখস্ত) করান। সুতরাং তাঁকেও মকতবে ক্বোরআন করীম হেফ্‌য করতে বসিয়ে দেয়া হলো। এ আশাপ্রদ শিক্ষার্থীই পরবর্তীতে এক মহান আলিমে দ্বীনের মর্যাদার কারণে উপমহাদেশে একটা সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান হন। সাত/আট বছর বয়সে তিনি গোটা ক্বোরআন মজীদ হেফ্‌য করার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি আপন পিতার নিকট থেকে লাভ করেন। অতঃপর তদানীন্তন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম মাওলানা ফযল-ই-আহমদের সামনে শিক্ষার্থী হিসেবে নতজানু হলেন।

পাঠ্য পুস্তকগুলোর মধ্যে 'মোল্লা হাসান' পর্যন্ত শিক্ষা তাঁর নিকট থেকে লাভ করেন। প্রসিদ্ধ 'দরসে নিযামী'র শেষ বর্ষ 'সনদ' মাদ্রাসা-ই-এমদাদিয়া, মুরাদাবাদ থেকে অর্জন করেন, যেই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান তত্বাবধায়ক (অধ্যক্ষ) ছিলেন হযরত মাওলানা গুল মুহাম্মদ। (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কবর শরীফকে আলোকিত করুন!) মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে প্রায় এক বছর পর্যন্ত তিনি ফতোয়া প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বীয় উন্নত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে মাদ্রাসা এমদাদিয়ায় 'দস্তারে ফযীলত' (কৃতিত্বের বিশেষ প্রতীক) লাভ করেন; যার দরুন তাঁর পিতার খুশীর সীমা রইলোনা।

বায়'আত

মুরাদাবাদের আলিমদের মধ্যে তরীক্বাহ্-ই-ক্বাদেরিয়ার সাথে এক বিশেষ পর্যায়ের সম্পর্ক ও ভক্তি বিদ্যমান। এ জন্য এখানকার অধিকাংশ আলিম সিলসিলাহ্-ই-ক্বাদেরিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ইনিও যাহেরী (পুঁথিগত) বিদ্যার্জনের সাথে সাথে 'ইলমে বাতেনী' বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কাজেই, তিনি হযরত মাওলানা শাহ গুল মুহাম্মদ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর হাতে সিলসিলাহ্-ই-ক্বাদেরিয়ার বায়'আত গ্রহণ করেন।

আ'লা হযরত বেরলভী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর খিদমতে

আ'লা হযরত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভীর খেদমতে হাযির হবার ঘটনাও আশ্চর্যজনক। তাঁর মুখপাত্রগণ লিখেছেন- একবার জোধপুরের ইদ্রীস নামক এক ব্যক্তির 'নিযামুল মুলক' পত্রিকায় আ'লা হযরত (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর বিরোধিতায় একটা লেখা প্রকাশ করা হয়। লেখাটা অত্যন্ত অনর্থক কথাবার্তায় ভর্তি এবং তা'তে অশালীনতাও প্রকাশ পায়। হযরত সদ্রুল আফাযিল লেখাটা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হন। কালবিলম্ব না করে তিনি সেই বাজে ও অশ্লীল বক্তব্যের অকাট্য প্রমাণাদি সহকারে জবাব লিখেন এবং তা একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ কথা যখন আ'লা হযরত ফাযেলে বেরলভী জানতে পারলেন, তখন হাজী মুহাম্মদ আশরাফ শাযলীকে লিখলেন যেন মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দীনকে সাথে নিয়ে বেরীলী আসেন।

এ সাক্ষাতে তাঁর উপর আ'লা হযরতের জ্ঞানগত ও আমলগত আলোকচ্ছটা এমনভাবে বিকিরিত হলো যে, তিনি নিয়মিত তাঁর সান্নিধ্যে আসতে আরম্ভ করলেন। আর বিদ্যার সাগর থেকে জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণ করে পরিতুষ্ট হতে থাকেন।

মুনাযারা বা তর্কযুদ্ধে নিপুণতা

হযরত সদ্রুল আফাযিলের মুনাযারাহ্ বিষয়ে এমন পূর্ণতা ও দক্ষতা ছিলো যে, যখনই কারো সাথে মুনাযারাহ্ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তখনই শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। কোন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী, আর্য, রাফেযী, খারেজী এবং কাদিয়ানী তাঁর সামনে দশ মিনিটও মুনাযারায় স্থায়ী হতে পারেনি; বরং পরাজিত ও অপমানিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। কখনো কখনো প্রতিপক্ষীয়রা মুনাযারাহ্র স্থানে পৌঁছতেও সাহস করতোনা। আ'লা হযরত বেরলভী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি তাঁকে যেন এক রকম মুনাযারাহ্সমূহের ইনচার্জ নিয়োগ করেছিলেন। যে কোন স্থানে হিন্দু কিংবা খৃষ্টান (বিধর্মীরা) ইসলামের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতো, তখনই তিনি সদরুল আফাযিল রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকেই তাদেরকে নিস্তব্দ করার জন্য প্রেরণ করতেন।

শিক্ষাদান

তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ ছিলো হাদীস শরীফের শিক্ষাদান করা। হাদীস বিষয়ে সেসব ব্যক্তিত্ব পূর্ণতার দাবীদার হতে পারে, যাঁদের স্মরণশক্তি খুব বেশী হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ মহান অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেছেন। তিনি ছিলেন দারুন সাহসী, প্রবল স্মরণ শক্তির অধিকারী। হাদীস শরীফের পাঠ দানের সময় 'উসূল-ই-হাদীস' বিষয়ের উপর উন্নতমানের তক্বরীর করতেন।

জামেয়া নঈমিয়া, মুরাদাবাদ

১৩২৮ হিজরীতে তিনি মুরাদাবাদে একটি বিদ্যাপীঠ- 'মাদ্রাসা-ই-আঞ্জুমানে আহ্লে সুন্নাত ওয়া জমা'আত'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এ মহান দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম -'জামেয়া নঈমিয়া' রেখেছেন, যেখানে আজও হাজার হাজার জ্ঞান পিপাসু পরিতুষ্ট হয়ে আসছেন।

কবিতা ও কবিত্ব

হযরত সদরুল আফাযিল গদ্যের সাথে সাথে কবিত্বেও খুব উত্তম স্বাদ ও আনন্দ পেয়েছিলেন। তাঁর বংশীয় সব বুযর্গ বড় বড় নামকরা কবি (শায়ের) ছিলেন। ভাষার পাণ্ডিত্বতো ঘরের দাসীই ছিলো। কিন্তু তাঁর কবিত্ব উর্দু ভাষার প্রচলিত কবিত্বের ন্যায়

ছিলোনা; বরং অতীব সজ্জিত ও সংস্কারপ্রাপ্ত পর্যায়ের কবিত্ব ছিলো। তাঁর অধিকাংশ কবিতা নসীহত বা উপদেশপূর্ণ ছিলো। হুব্বে রসূলের কারণে অন্তরে যখন আরো উদ্দীপনার স্ফুলিঙ্গ দীপ্ত হয়ে উঠতো, তখন তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে না'তে রসূল গাইয়ে ফেলতেন। সুতরাং তাঁর কবিত্বকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাঁর কবিত্বের একাংশ নসীহত ও উপদেশ এবং অপরাংশ না'তে রসূল (দঃ)-এর উপর ভিত্তি করা ছিলো। এখানে উদাহারণ স্বরূপ, উভয় ধরণের কবিত্বের নমুনা পেশ করা হলো–

উপদেশ

(خودی سے گذر چل خدا کی طرف تو کہ عمر گرامی بسر ہو گئی) অর্থাৎঃ "(এখন) তুমি খোদী (আমিত্ব) থেকে খোদার দিকে চলো! কারণ, মূল্যবান জীবনতো শেষ হয়ে গেছে!"

না'ত یہ نعیم زار کیسا ہجر میں بے تاب ہے

دیکھئے اس کی طرف اے شاہ شاہاں دیکھئے۔ অর্থাৎঃ "এ ক্রন্দনরত নঈম প্রিয়নবীর বিদায়-বিষাদে কেমনই অস্থির হয়ে গেছে! দেখুন! তার দিকে হে রাজাধিরাজ দেখুন!

মর্মস্পর্শী ওফাত

হযরত সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদীর হৃদয়বিদারক ইন্তিকাল ১৩৬৭ হিজরী সনের যিলহজ্জ্, মোতাবেক ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৮ সাল রাত ১২টার সময় হয়েছিলো। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন।) জামেয়া নঈমিয়া, মুরাদাবাদের মসজিদের বাম কোণায় তাঁকে দাফন করা হয়।

লেখনী

তিনি আপন যিন্দেগীতে প্রত্যেকটা বিষয়বস্তুর উপর এবং ২০ (বিশ) টির মত জ্ঞানগত বিষয়বস্তুর উপর লিখেছেন। কিন্তু যে যে বিষয়ে তাঁর লেখাকে জ্ঞানগত দিক দিয়ে আজ পর্যন্তও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হয়ে আসছে সেগুলো হচ্ছে– তাফসীর, আক্বাইদ এবং কবিত্ব (শায়েরী)-এর মত উচ্চ পর্যায়ের বিষয়।

১) **তাফসীর-ই-ক্বোরআন ঃ** তাঁর তাফসীর বিশেষ আশ্চর্যজনক সুক্ষ্ম তথ্যাবলী দ্বারা সুসজ্জিত। বচন-পদ্ধতিও অতীব মনঃপূত এবং উৎকৃষ্ট। ভাষা অতি সহজ এবং সর্বজনবোধ্য। এ জন্যই তাঁর তাফসীর সবাই আগ্রহ সহকারে পাঠ করে থাকে। মোটকথা, তাঁর লেখায় এমন আদব ও ভালবাসার আমেজ রয়েছে যে, পাঠ করলে অন্তরে এক আশ্চর্য ধরণের আগ্রহ এবং সাক্ষাতের ব্যস্ততা সৃষ্টি হয়। আ'লা হযরত কৃত তরজমা-ই-ক্বোরআনের উপর তাঁর লিখিত তাফসীররূপী টীকা (হাশিয়া) এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তা অতীব সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অতিমাত্রায় ব্যাপক ও সহজ।

তাছাড়া, ২) আত্‌ইয়াবুল বয়ান, ৩) আল-কালিমাতুল উল্‌ইয়া, ৪) সাওয়ানিহ্-ই-কারবালা, ৫) কিতাবুল আক্বাইদ এবং ৬) দিওয়ান-ই-রিয়ায-ই-নঈম সুপ্রসিদ্ধ।

সদ্‌রুল আফাযিল (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর এ সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কিতাবাদি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে–

(১) হায়াতে সদ্‌রুল আফাযিল, কৃত-গোলাম মঈন উদ্দীন নঈমী,

(২) তায্‌কিরাহ্-ই ওলামা-ই-আহলে সুন্নাত, কৃত-শাহ মাহমুদ আহমদ ক্বাদেরী,

(৩) তাযকিরাহ্-ই-ওলামা-ই-আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত, কৃত-ইক্ববাল আহমদ ফারুক্বী এবং

(৪) মাহ্‌নামা-ই-যিয়া-ই-হেরম, (প্রকাশিত-জানুয়ারী, ১৯৭৪ সন্) আবদুল হাকিম শরফ ক্বাদেরী লিখিত 'মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী' শীর্ষক প্রবন্ধ।

বঙ্গানুবাদক পরিচিতি

জন্ম ঃ 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর অনুবাদক আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থানার ডাবুয়া গ্রামে, এয়াসীন নগর এলাকার আবাদকারী হিসেবে খ্যাত হযরত গাযী খলীফার ★ পুত্র হযরত গোলাম আলী খলীফার সম্ভ্রান্ত বংশে, চলতি (বিংশ) শতাব্দির ষাটের দশকের এক শুভদিনে (বৃহস্পতিবার) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী মুহাম্মদ এজহারুল হক, পিতামহ মৌলভী নযীর আহমদ এবং প্রপিতামহ স্বনামধন্য জনাব আসাদ আলী খলীফা। অনুবাদক, যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলার ইমামে আহলে সুন্নাত, রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত, ওস্তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ ক্বাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুল আলী'র জামাতা।

শিক্ষা ঃ তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই সমাপ্ত করেন। তারপর উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া' থেকে 'দাখিল', 'আলিম', 'ফাযিল' ও 'কামিল' (মুহাদ্দিস) (১৯৭৮ সন), অতঃপর চট্টগ্রামের প্রাচীনতম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা' থেকে 'কামিল' (ফক্বীহ) (১৯৭৯ সন) অত্যন্ত কৃতিত্বের (স্কলারশিপ) সাথে পাশ করেন। অতঃপর ১৯৮০ সনে চট্টগ্রাম সরকারী মহসিন কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করেন এবং ১৯৮৩ সনে আলাওল কলেজ থেকে বি, এ (পাশ) সনদ লাভ করেন।

বলা বাহুল্য, তিনি শায়খুল হাদীস ওস্তাযুল ওলামা ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ ক্বাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেব, গায্যালী-ই-যমান শায়খুল হাদীস, ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ অধ্যক্ষ মুসলেহ উদ্দীন সাহেব, মুফ্‌তী-ই-যমান ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ অধ্যক্ষ মুযাফ্‌ফর আহমদ সাহেব, মুহাদ্দিসে যমান শায়খুল হাদীস হযরতুল আল্লামা মরহুম ফয্‌লুল করীম নক্বশবন্দী সাহেব, মুহাদ্দিসে যমান হযরতুল আল্লামা মরহুম য়াহ্‌য়া সাহেব, মুহাদ্দিসে যমান হযরতুল আল্লামা আবদুল আউয়াল ফোরক্বানী সাহেব, খতীবে আহ্‌লে সুন্নাত মুহাদ্দিসে যমান হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আলক্বাদেরী সাহেব, মুফ্‌তী-ই-আহলে সুন্নাত শেরে মিল্লাত আলহাজ্ মুহাম্মদ ওবায়দুল হক নঈমী সাহেব এবং ওস্তাযুল ওলামা হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ হাফেয ক্বারী অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল জলীল সাহেব প্রমুখ দেশবরেণ্য ও যুগশ্রেষ্ঠ ওলামা কেরাম ও বুযর্গানে দ্বীনের ছাত্রত্ব লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

কর্মজীবন ঃ দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষকতা থেকে তাঁর কর্মজীবনের শুভ সূচনা হয়। ১৯৭৯ সনের শেষের দিকে তিনি এ মাদ্রাসার সিনিয়র আরবী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে দ্বীনী শিক্ষাদানের মহান ব্রত আরম্ভ করেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্বহ, আরবী সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি দক্ষতা ও সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন একটানা ১৯৮৭ সন পর্যন্ত।

ইত্যবসরে, তিনি দেশের সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক মাসিক পত্রিকা 'তরজুমান-ই-আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াত'-এর সহ সম্পাদক ও পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৭ সালে সংযুক্ত আরব আমীরাতের (ইউ, এ, ই) দুবাইতে একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে তিনি তাঁর কর্মজীবনের আরেক অধ্যায়ের সূচনা করেন। ১৯৯১ সনে দুবাইর কেন্দ্রস্থলে একটি প্রাইভেট যৌথ ব্যবসাও আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে স্বদেশেও একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৯৯১ ইংরেজী সনে দুবাইর কেন্দ্র স্থলে 'সাদিয়া টাইপিং ইষ্টাব্‌লিশ্‌ম্যান্ট' নামের একটা প্রাইভেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তিনি সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নিজের সাময়িক অনুপস্থিতিতে সেটার পরিচালনার সুবিধার্থে তিনি তাঁর এক ছাত্রকে বিশ্বাস করে তাকে দোকানের ভিসা, সমান শরীকদারী (তার উল্লেখযোগ্য কোন মূলধন ছাড়াই) ও নির্দ্ধারিত বেতন-ভাতা ইত্যাদি যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিকল্পিত ঘৃণ্য পন্থায়, অবিশ্বস্থতা, নানা মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনে, লেখকের নানা সরলতার সুবাদে, এক পর্যায়ে সুযোগ বুঝে ঐ অকৃতজ্ঞ, দাইয়ূস ও অর্থলিপ্সু ধূর্ত ছাত্রটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানটা তার হস্তগত করে নেয়। ★★ অতঃপর আত্মবিশ্বাস সমৃদ্ধ লেখক ১৯৯৮ ইংরেজীর ফেব্রুয়ারীতে, আল্লাহ্ পাকের তৌফিকক্রমে, একই ইমারতের দেরা দুবাইতে **আল-মারজান টাইপিং ইষ্টাবলিশ্‌ম্যান্ট** নামের আরেকটা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন।

লেখালেখি ঃ ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা, অনুবাদ, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখন, বেতার কেন্দ্রে কথিকা লিখন-পঠনও লেখকের অন্যতম ব্রত। **'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'**-এর বঙ্গানুবাদ, পূর্ণাঙ্গ সচিত্র হজ্জ্ গাইড **'হজ্জে বায়তুল্লাহ ও যিয়ারতে মদীনা মুনওয়ারাহ্'**র সংকলন, **'পবিত্র ক্বোরআনের ভ্রান্ত-তাফসীরের স্বরূপ উন্মোচন-সিরিজ ১'** এবং **'ক্বোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তাবারুক-এর ফুয়ূয ও বরকাত'** ইত্যাদি পুস্তক প্রণয়ন তাঁর লেখনী-কর্মের উল্লেখযোগ্য অবদান। এতদ্ভিত্তিতে, সুন্নী জগতে তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গবেষক ও লিখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ঃ তিনি সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড দ্বীন ও মযহাবের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি দেশের একমাত্র সুন্নী ছাত্র সংগঠন 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা'র প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও সভাপতি হিসেবে দীর্ঘ চার বছর (১৯৮০-৮৪) নিষ্ঠাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে সুন্নী আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য খিদ্‌মত আঞ্জাম দেন। তারপর ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ ইসলামী যুব সেনা'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সংযুক্ত আরব আমীরাতে অবস্থানকালে তিনি অন্যতম উদ্যোগীর ভূমিকা পালন করে শত ঝুঁকি সত্ত্বেও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমগ্র আরব আমীরাতব্যাপী একটি আদর্শ সংগঠন 'বাংলাদেশী মুসলিম জনকল্যাণ সংস্থা' (الجمعية الرفاهية لمسلمى بنغلاديش بالامارات العربية المتحدة) প্রতিষ্ঠা করে এর সহ-সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ বিজনেস্‌ম্যানস্ ফোরাম', দুবাই-এর একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা হিসেবেও তিনি কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে চট্টগ্রামে 'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স' নামক একটি ধর্ম, শিক্ষা, গবেষণা ও সমাজ সেবামূলক আদর্শ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করে এর সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তাছাড়া, তিনি আরো কতিপয় ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থা-সংগঠনের সাথেও জড়িত আছেন।

বায়'আত ঃ অনুবাদক ১৯৭৬ সনে রাহ্‌নুমা-ই-শরীয়ত ও তরীক্বত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ সাহেব রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হির বরকতময় হাতে বায়'আত দ্বারা ধন্য হয়ে 'তরীক্বা-ই-ক্বাদেরিয়া আলীয়া সিরিকোটিয়া'র সিল্‌সিলাহ্‌ভুক্ত হন।

অনুবাদক যাতে অব্যাহত গতিতে তাঁর লেখনী এবং দ্বীন ও সমাজসেবার পবিত্র অঙ্গনে তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে পারেন তজ্জন্য আল্লাহ্‌র মহান দরবারে তৌফিক এবং সবার নিকট দো'য়া প্রার্থী।

★ **খলীফা (প্রতিনিধি) ঃ** তদানীন্তন নবাব কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। তাঁর অগাধ ধর্মীয় জ্ঞান-পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি এ সম্মানজনক উপাধি ও প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হন।

★★ এ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠান ও ঐ কপট লোকটার নাম ও ঠিকানা সঙ্গত কারণে বাদ দেয়া হলো।

আ'লা হযরতের তরজমা-ই-ক্বোরআন 'কান্‌যুল ঈমান' শ্রেষ্ঠ কেন?

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی حَبِیْبِهِ الْکَرِیْمِ

ক্বোরআন করীম আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ কিতাব ও মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পয়গাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ মহান গ্রন্থের সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর প্রসার ও প্রচারে নিজের সারাটা বরকতময় জীবন ব্যয় করেন। এর প্রত্যেকটা কানূন বা বিধান অনুসারে নিজেও কাজ করেন, অপরকেও তদনুযায়ী কাজ করার কঠোরভাবে তাকীদ দেন। বারংবার আপন মুবারক ও সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বাণীসমূহে এর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঐ শোভাসমৃদ্ধ প্রচেষ্টাদির ভিত্তিতে ক্বোরআন করীমকে প্রতিটি মুসলমান স্বীয় প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসেন। ওলামা কেরাম এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনের অধিকাংশই ব্যয় করেন।

ক্বোরআন করীম যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ, সেহেতু দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাভাষী মুসলমানই সেটার অনুবাদ আপন আপন ভাষায় করেছেন। এ কারণে সারা দুনিয়ায় ক্বোরআনের অনুবাদের সংখ্যা অগণিত। এ অনুবাদসমূহের প্রাচুর্য এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, আজতক ক্বোরআন করীমের কোন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ 'অনুবাদ' অস্তিত্বে আসা সম্ভবপর হয়নি। আক্বা-ই-দু'জাহান, সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (আমার মাতাপিতা তাঁরই পাক চরণে ক্বোরবান হোন!)-এর এই ফরমান মুবারক- وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهٗ (অর্থাৎ না এর রহস্যাবলী নিঃশেষ হবে, না তা অধিক পাঠ-পর্যালোচনা ও বারংবার আবৃত্তির কারণে পুরাতন হবে,) কতই ব্যাপক মাহাত্ম্যবোধক! বস্তুতঃ এ মহান বাণী এরই প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, ক্বোরআনের অনুবাদ ও তাফসীরসমূহ দুনিয়া স্থির থাকা পর্যন্ত চলতে থাকবে।

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে ক্বোরআন করীমের অনুবাদের অধিকাংশই উর্দু ভাষায় করা হয়েছে। এসব অনুবাদের অগ্রণী হলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ সাহেবের খান্দান। এর পরও অনুবাদ হতে থাকে। সুতরাং এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববর্তী অনুবাদগুলো সম্পূর্ণ ছিলো না। বিশেষ করে, শাহ আবদুল ক্বাদেরের 'অনুবাদ' মাহাত্ম্যানুধাবনে একেবারেই অপূর্ণ। মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর 'অনুবাদ' বুঝার জন্য কিছুটা অনুকূলে ছিলো, কিন্তু তাতে এ ত্রুটি ছিলো যে, অনুবাদ নিছক ভাসাভাসাভাবে করে দেয়া হয়েছে। কতিপয় বিষয়, যেগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, সেগুলোকে তাতে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন, প্রথমে এক শব্দ এক স্থানে যে অর্থ প্রদান করেছে অন্যস্থানেও থানভী সাহেবের অনুবাদে তা একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; অথচ তা সেখানে প্রযোজ্য ছিলোনা। কারণ, ক্বোরআন করীমের বর্ণনাভঙ্গীতে এক বিশেষ নিয়ম আছে, যা অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায়না। এর উপমা-উপমিতি, অলংকারিক ইঙ্গিত ও তুলনাসমূহের ধরণ পৃথিবীর সমস্ত ভাষারই ব্যতিক্রম।

উপরোল্লেখিত বিবরণ এ প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, ক্বোরআন করীমের অন্য কোন ভাষায় যথাযথ অনুবাদ হতে পারে কিনা! এ প্রশ্নটার জবাব অতি সহজ- ক্বোরআন করীমের যথাযথ হুবহু অনুবাদ অন্য কোন ভাষায়ই সম্ভবপর নয়। এমনকি, যদি আরবী ভাষারই সমার্থক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়, তবুও মাহাত্ম্য বহু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। আর ক্বোরআনের প্রকৃত মাহাত্ম্যই তাতে অনুপস্থিত থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে ইব্‌নে ক্বোতায়বার অভিমত হচ্ছে- "ক্বোরআন যেই বর্ণনাভঙ্গীতে অবতীর্ণ হয়েছে সেই বর্ণনাভঙ্গীর উদাহরণ সেটা নিজেই।" এ কারণে কোন অনুবাদকই ক্বোরআন করীমের হুবহু অনুবাদ অন্য কোন ভাষায় যথাযথভাবে করতে পারেনা। যেভাবে অনুবাদকগণ 'ইঞ্জীল শরীফ'-এর অনুবাদ 'সুরিয়ানী ভাষা থেকে 'হাবশী' ও 'রুমী' ইত্যাদি ভাষায় করে নিয়েছিলেন, তেমনিভাবে 'যাবূর' ও 'তাওরীত' এবং অন্যান্য খোদাঈ কিতাবাদির অনুবাদও আরবী ভাষায় করে নেয়া হয়েছিলো। কারণ, অনারবীয় (عجمی) ভাষাগুলোর রূপকের (مجاز) ঐ প্রশস্ততা নেই, যা আরবী ভাষায় রয়েছে। এ কারণে ক্বোরআন করীমের যথাযথ অনুবাদ অন্য কোন ভাষায় করে নেয়াও কঠিনতম কাজ। ক্বোরআন করীম থেকেই এর কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, যা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হবে যে, ক্বোরআন করীমের অনুবাদ করা কতই কঠিন ব্যাপার।

প্রথম আয়াতঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ (সূরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৫৮)

বস্তুতঃ এখানে এমন প্রতিশব্দাবলী আনা সম্ভবপর নয়, যেগুলো ঐসব শব্দের বিশুদ্ধতম অনুবাদ হয় এবং ঐসব প্রতিশব্দে অনুরূপ মাধুর্যও পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

(সূরা কাহ্ফ ঃ আয়াত ১১) فَضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝

যদি ক্বোরআনের এ বাণীকে যথাযথ প্রতিশব্দাবলীর আকারে উচ্চারণ করতে চান, তবে তা তো সম্ভবপর হবেনা। তবে এর অর্থটা অবশ্যই জানা যেতে পারে মাত্র।

সুতরাং এ থেকে একথাই সুস্পষ্ট হলো যে, ক্বোরআন করীমের অনুবাদ যথাযথভাবে করা যেতে পারে না। তাহলে কি এ কথাই বলে দেয়া যথেষ্ট যে, "ক্বোরআন করীমের যথাযথ অনুবাদ করা যেহেতু সম্ভবপর নয় সেহেতু, তা ত্যাগ করো!" কখনো নয়; বরং ক্বোরআনের অনুবাদও করা যাবে, আর ব্যাখ্যা-তাফসীরও করা যাবে। হাঁ, এ চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে যেন 'তরজমা' ও 'তাফসীর' (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা) বিশুদ্ধ হয়।

কিন্তু উক্ত অনুবাদকগণ যে বিশেষ বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন, তা হচ্ছে- তাঁরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস্হাবিহী ওয়াসাল্লামকে (ফিদাহু আবী ওয়া উম্মী) যেখানে ক্বোরআনে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে অনুবাদের ক্ষেত্রে ঐ আদব বা শালীনতা বজায় রাখেননি, যা হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে শোভা পায়; বরং তাঁদের অনুবাদে এক প্রকার ব্যাধিই থেকে গেছে বলা যায়। সে কারণে উক্ত সব তরজমা দেখে আল্লাহ্র রসূলের প্রেমিক ও আশেকগণের অন্তরে দুঃখ পান। তাছাড়া, এসব অনুবাদে কোন কোন স্থানে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত যুল জালালি ওয়াল ইক্রাম-এর জন্যও এমন শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র মহান মর্যাদায় মোটেই শোভা পায়না; বরং তাঁর জন্য ঐ সমস্ত শব্দের ব্যবহার করা বেয়াদবীরই শামিল। অথচ যে কোন ভাষার অপরাপর ভাষায় অনুবাদ করার জন্য ঐ ভাষার আদাব বা নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখাও বাঞ্ছনীয়। ক্বোরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে একই শব্দ ব্যবহৃত হলেও বাচনভঙ্গী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি অনুসারে সেটার অর্থও ভিন্ন হয়ে থাকে। যদি প্রতিটি স্থানে একই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে মাহাত্ম্য সঠিক হবেনা। নিম্নে এমন সব শব্দের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেয়া হলোঃ

خدع - مكر - هدى - علم - ضال - وحى - مؤمن - شاكر

এতদ্ব্যতীত, আরো এমন বহু শব্দ রয়েছে, যেগুলোর অর্থ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে صيغه واحد حاضر (মধ্যম পুরুষ একবচন-এর সর্বনাম) দ্বারা সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এর অর্থ এটা অবশ্যই নয় যে, অনুবাদ করার সময় উর্দু ভাষায়ও ঐ শব্দ ব্যবহৃত হবে। উর্দু ভাষায় ' تو ' (তু) দ্বারা বড়কে সম্বোধন করা বে-আদবী। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার জন্য "تو" (তু) ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ, তিনি মালিক ও স্রষ্টা এবং বান্দাদের অন্তরের খবর জানেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্য ' تو ' (তু) ব্যবহার করা উর্দু ভাষায় শালীনতার পরিপন্থী।

উপরোক্ত কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা ও যথাযথ অর্থের ব্যবহার নিম্নে দেখানো হলোঃ

❑ ' خدع '-এর অর্থ হচ্ছে 'অন্তরে যা আছে তা ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ করে কাউকে ঐ বস্তু থেকে অন্য দিকে ফেরানো, যার জন্য সে তৎপর হয়, যখন এ শব্দটা আল্লাহ্ ও রসূলের শত্রুর জন্য ব্যবহৃত হবে, তখন সেটার অর্থ হবে এক ধরণের। আর যখন এ শব্দটা আল্লাহ্র জন্য পবিত্র ক্বোরআনে ব্যবহৃত হয়, তখন সেটার অন্য অর্থ হবে। উভয় ক্ষেত্রে একই অর্থ ব্যবহার করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিই। যেমন এভাবে বলা- 'তারা আল্লাহ্কে ধোকা দেয় আর আল্লাহও তাদেরকে ধোকা দেয়।' এটা জঘন্য ভুল। আ'লা হযরত বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর 'অনুবাদে' ঐ বিষয়ের প্রতি পূর্ণাঙ্গ যত্নবান রয়েছেন। কিন্তু ক্বোরআনের প্রায়সব উর্দু অনুবাদক ও তাঁদের অনুসারীরা সেদিকে নজর দেননি।

❑ ' مكر ' মানে 'কাউকেও বিভিন্ন অজুহাতে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে বিরত রেখে অন্য দিকে তার ধ্যান-ধারণাকে ফিরিয়ে দেয়া, এটা দু'প্রকারঃ ১) যদি তার উদ্দেশ্য 'কোন ভাল কর্ম সম্পন্ন করাই হয়, তবে তা ভাল। অন্যথায় মন্দ। এখন اَللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ এর অনুবাদ এভাবে করা- 'আল্লাহ্র প্রতারণা সর্বাপেক্ষা উত্তম', জঘন্য ভুল হবে। কারণ, (خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ)- এর মধ্যে مكر শব্দটা যেহেতু আল্লাহ্র শানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু এর অর্থ হবে 'আল্লাহ তা'আলা প্রশংসিত তদ্বীর-ব্যবস্থাপনার মালিক'। কিন্তু কাফিরদের জন্য ব্যবহৃত مكر -এর অর্থ হবে 'তাদের মন্দ চক্রান্ত'। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ভাল ও প্রশংসনীয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা হলেন 'প্রশংসনীয় ব্যবস্থাপনাকারী'। এতদ্ভিত্তিতে, مكر শব্দের কয়েকটি যথার্থ ব্যবহারের উদাহরণ দেখুন-

এ শব্দটি অন্যস্থানে মন্দ 'চক্রান্তসমূহ'-এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ (সূরা ফাতির ঃ আয়াত ৪৩) অর্থাৎঃ "মন্দ চক্রান্তকারীর কুফল চক্রান্তকারীর উপরই বার্তায়।" অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎঃ "এবং হে মাহবূব, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ঐ সময়কে স্মরণ করুন! যখন কাফিরগণ আপনার সম্পর্কে মন্দ চক্রান্ত করছিলো।" (সূরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৩০)

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا অর্থাৎ "এবং তারা এক চক্রান্ত করেছে (মন্দ অর্থে), আর আমিও এক তদ্‌বীর করেছি" (ভাল অর্থে)। অর্থাৎ তারা মন্দ চক্রান্তাবলী অবলম্বন করেছে, আর আমি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

কারো কারো মতে, আল্লাহ্‌র مكر -এর অর্থ- 'বান্দাকে অবকাশ দেয়া ও পার্থিব মাল-সামগ্রীতে প্রাচুর্য প্রদান করা'। যেমন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন- مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّهٗ مُكِرَ بِهٖ فَهُوَ مَخْدُوْعٌ فِىْ عَقْلِهٖ অর্থাৎঃ "যার জন্য তার দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছে এবং সে একথা মনে করেনি যে, তাকে ঢিল দেয়া হয়েছে, তবে সে ধোকা খেয়েছে ও আহম্মক্।"

উপরোল্লেখিত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হলো مكر শব্দের অর্থ কি! কিন্তু এর অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ উর্দু অনুবাদক ভুল করেছেন।

❑ " علم " বলে কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করাকে। এটা দু'প্রকারঃ ১) কোন বস্তুর সত্তাকে অনুধাবন করা ও ২) কোন বস্তুকে তার এমন কোন গুণ দ্বারা বিশেষিত করা, যা সেটার জন্য প্রযোজ্য। অথবা কোন বস্তুকে এমন কোন বস্তু দ্বারা অস্বীকার করা, যা সেটার জন্য অস্বীকার্য। প্রথমোক্ত অবস্থায় সেটা (علم) এক কর্ম বিশিষ্ট সকর্মক ক্রিয়া হয়। যেমন ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে- لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط (সূরা আন্‌ফাল ঃ আয়াত ৬০) অর্থাৎঃ "যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন।" আর শেষোক্তাবস্থায় সেটা দু'কর্ম বিশিষ্ট সকর্মক ক্রিয়া হয়। যেমন, এরশাদ হচ্ছে- فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ- অর্থাৎ "যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা মু'মিন"।

অপর এক দৃষ্টিকোণ থেকে ' علم ' আবার দু'প্রকারঃ ১) علم نظرى (নযরী) ও ২) علم عملى (আমলী)। علم نظرى (ইল্‌মে নযরী) হচ্ছে যে জ্ঞান অর্জিত হবার সাথে সাথে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যেমন- ঐ জ্ঞান, যার সম্পর্ক হচ্ছে (বিশ্বের সৃষ্ট বস্তুসমূহ)-এর সাথে।

আর علم عملى (ইলমে আমলী) হচ্ছে- যা কাজে পরিণত করা ব্যতিরেকে পূর্ণাঙ্গ হয়না। যেমন- عبادات (ইবাদতসমূহ)-এর ইলম বা জ্ঞান।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও علم -এর প্রকারভেদ করা যায়ঃ ১) علم عقلى (ইলমে আক্বলী), অর্থাৎ ঐ জ্ঞান, যা শুধু عقل (বুদ্ধি) দ্বারাই অর্জিত হতে পারে এবং ২) علم سمعى (ইলমে সাম'ঈ) অর্থাৎ ঐ জ্ঞান, যা নিছক আক্বল (বুদ্ধি) দ্বারা অর্জিত হয়না; বরং উদ্ধৃতি ও শ্রবণ শক্তি দ্বারা অর্জিত হয়।

এ কারণে যখন عالم শব্দটা আল্লাহ্‌র জন্য বলা হয়, তখন সেটার অর্থ হবে একটা; আর মানুষের জন্য বলা হলে সেটার অর্থ হবে অন্যরূপ। ভাসাভাসা অর্থ দ্বারা উভয়টা এক করে দেয়াই হবে ভুল। সুতরাং যেখানে ক্বোরআন মজীদে نَعْلَمَ - لِنَعْلَمَ এসেছে, সেখানে অর্থও সে অনুসারে নেয়া হবে। অন্যথায় বহু ধরণের প্রশ্ন জাগার আশংকা থেকে যায়।

❑ اَلضَّلَالُ -এর অর্থ 'সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া'। এ বিচ্যুতি ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত হোক, কম হোক কিংবা বেশী হোক। যে কোন ব্যক্তি থেকে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি অথবা অন্যমনস্কতা কিংবা পথচ্যুতি সম্পন্ন হলেই তার সম্পর্কে ضلالت শব্দের ব্যবহার করা যেতে পারে। এ কারণে নবীগণ ও কাফিরগণ উভয়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু অনুবাদ করার সময় ঐসব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা জরুরী, যাতে মর্যাদা ও স্তরের প্রতি খেয়াল রাখা হয়, যদি উভয় স্থানে একই অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে তা হবে শালীনতা বিরোধী।

❑ مُؤْمِنٌ শব্দটা ঈমানদারদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্যও ব্যবহার করেছেন। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে অনুবাদ করার সময় উভয়ের অর্থের পার্থক্যের প্রতি সজাগ থাকা আবশ্যক।

অনুবাদকদের মধ্যে শাহ আবদুল ক্বাদের, শাহ রফী' উদ্দীন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (ফার্সী অনুবাদক), আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী, ডিপুটী নযীর আহমদ, মৌলভী আশরাফ আলী থানভী, মির্যা হায়রাত দেহলভী, মিঃ মওদূদী, মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী, গিরিশ চন্দ্র সেন প্রমুখ তাঁদের অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়াদির প্রতি গুরুত্ব দেননি। কেন দেননি তার কারণও অস্পষ্ট। কিন্তু আ'লা হযরত শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু ঐসব বিষয়ের প্রতি অতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি, আদব বা শালীনতা বজায় রাখাকে জীবনের মহান উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। ফলতঃ তিনি বিশ্ববাসীদের সামনে এমন এক 'অনুবাদ' (কান্‌যুল ঈমান) পেশ করতে সক্ষম হন, যার মধ্যে আদব-শালীনতা, লক্ষ্যস্থিরতা, অনুবাদের যথার্থতা, বিন্যাস-সজ্জা ও বর্ণনার সৌন্দর্য ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থিত।

ক্বোরআন করীমের প্রচলিত সমস্ত অনুবাদ যদি গভীরভাবে দেখা হয়, তাহলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অনুবাদ করার সময় অনুবাদক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শালীনতা যথাযথভাবে বজায় রেখেছেন কিনা। নিম্নে আমি কয়েকটি 'অনুবাদ' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলাম আর সম্মানিত পাঠকদের প্রতি এ কথার অনুরোধ রাখলাম যেন নিজেরাই এ কথার ফয়সালা করে নেন যে, কোন্ অনুবাদটা সঠিক, আদব বা শালীনতার অধিক নিকটবর্তী, আর কোন্‌টার ভিত্তি বেয়াদবীর উপর স্থাপিত ও ভুল! বলাবাহুল্য, ক্বোরআন করীমের যে কোন অনুবাদ কিংবা ব্যাখ্যাকে নিম্নলিখিত তুলনামূলক পর্যালোচনার নিরিখে পর্যালোচনা করলে সেগুলোর ভ্রান্তি কিংবা বিশুদ্ধিও সুস্পষ্ট হবে।

এক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝

অনুবাদঃ

❒ شروع اللہ کے نام سے. جو بڑا مہربان نہایت رحم والا— (شاہ عبدالقادر)

[আরম্ভ আল্লাহ্‌র নামে, যিনি মহান দয়ালু, অতীব করুণাময়। -শাহ আবদুল ক্বাদের]

❒ شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے (شاہ رفیع الدین)

[আরম্ভ করছি আমি নাম সহকারে আল্লাহ্ দাতা, দয়ালুর। -শাহ রফী' উদ্দীন]

❒ شروع اللہ نہایت رحم کرنے والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے (عبدالماجد دریاآبادی دیوبندی)

[আরম্ভ আল্লাহ্, অত্যন্ত দয়ালু, বারংবার দয়াকারীর নামে। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❒ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়; অতি দয়ালু হন। -আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❒ দাতা দয়ালু ইশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। -গিরিশ চন্দ্র সেন

❒ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا— (اعلیحضرت)

[আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। -আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)]

লক্ষ্যনীয় যে, আ'লা হযরত রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদক 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর অনুবাদ এভাবে করেছেন- 'আরম্ভ করছি আল্লাহ্‌র নামে' অথবা 'আরম্ভ আল্লাহ্‌র নাম সহকারে', 'শুরু করিতেছি আল্লাহ্‌র নামে' ইত্যাদি। সুতরাং খোদ্ অনুবাদকদের দাবী তাদের ভাষায়ই মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ, তাঁরাতো شروع کرتا ہوں (আরম্ভ করছি) 'ক্রিয়া' দ্বারাই অনুবাদ আরম্ভ করছেন; অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নাম দ্বারা আরম্ভ করা উচিত ছিলো, যা শুধু আ'লা হযরতের অনুবাদেই পাওয়া যায়। অন্যসব অনুবাদে এ যেন 'বিসমিল্লায় গলদ'!

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে- জনাব আশরাফ আলী থানভী সাহেব তাঁর অনুবাদের শেষ ভাগে ' ہیں ' (হন) শব্দটারও সংযোজন করেছেন। (যা 'বিধেয়' সূচক পদ।) তাঁর শাগরিদ ও ভক্তগণ জবাব দেবেন কি এখানে ' ہیں ' (হন) কিসের অনুবাদ?

দুই

اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ۝

[সূরা ফাতিহা; আয়াতঃ ৪]

অনুবাদঃ

❒ ترا می پرستم واز تو مدد می طلبم — (شاہ ولی اللہ)

[তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য চাই। -শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❒ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں — (فتح محمد جالندھری)

[আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি। -ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

❐ تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم۔ (شاہ رفیع الدین ومحمود الحسن دیوبندی)

[তোমারই ইবাদত করি আমরা এবং তোমারই নিকট থেকে সাহায্য চাই আমরা। –শাহ্ রফী' উদ্দীন ও মাহ্মূদুল হাসান দেওবন্দী]

❐ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্যের দরখাস্ত করিতেছি। –আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❐ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ (مودودی)

[আমরা তোমারই এবাদত করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। –মওদূদীকৃত তাফ্হীমুল ক্বোরআন]

❐ আমরা তোমাকেই মাত্র অর্চনা করিতেছি, এবং তোমার নিকটে মাত্র সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। –আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❐ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں ——— (اعلیٰ حضرت)

[আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। –কানযুল ঈমান, কৃত আ'লা হযরত]

লক্ষ্যনীয় যে, সূরা ফাতিহা হচ্ছে– 'সূরাতুদ্দো'আ' (প্রার্থনা-সূরা)।

দো'আ-এর মধ্যভাগে দো'আ বা প্রার্থনাসূচক বাক্যই বলা হয়, বর্ণনাধর্মী বাক্য বলা হয় না। কিন্তু প্রথমোক্ত অনুবাদকদের অনুবাদে বর্ণনাধর্মী অর্থই প্রকাশ পায়, দো'আ বা প্রার্থনা নয়। যেমন– 'ইবাদত করি' ও 'সাহায্য চাই'; কিন্তু আ'লা হযরত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) 'প্রার্থনা সূচক' বচন দ্বারা অনুবাদ করেছেন।

তিন

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِیْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا نَصِیْرٍ ۝

[পারা ঃ ১ ; সূরা ঃ বাক্বারা; আয়াত ঃ ১২০]

অনুবাদঃ ❐ اور کبھی چلا تو اُن کی پسند پر بعد اس علم کے جو تجھکو پہنچا تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار ——— (شاہ عبد القادر)

[এবং যদি কখনো তুমি চলো তাদের পছন্দ মতো ঐ জ্ঞান আসার পর, যা তোমার নিকট পৌঁছেছে, তবে তোমার জন্য কেউ নেই আল্লাহ্র হাত থেকে রক্ষাকারী এবং না সাহায্যকারী। –শাহ্ আবদুল ক্বাদের]

❐ اور اگر پیروی کرے گا تو خواہشوں اُن کی کی پیچھے اس چیز سے کہ آئی تیرے پاس علم سے
نہیں واسطے تیرے اللہ سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ——— (شاہ رفیع الدین)

[এবং যদি অনুসরণ করো তুমি তাদের প্রবৃত্তিসমূহের, পরে ঐ বস্তুর যে, এসেছে তোমার নিকট জ্ঞান থেকে, তবে নেই তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন বন্ধু এবং না কোন সাহায্যকারী। –শাহ্ রফী' উদ্দীন]

❐ اگر پیروی کردی آرزوہائے باطل ایشاں را پس آنچہ آمدہ است بتو از دانش نہ باشد ترا
برائے اخلاص از عذاب خدا ہیچ دوستی و نہ یارے دہند ——— (شاہ ولی اللہ)

[যদি তুমি পায়রবী করো এদের মিথ্যা কামনাদির এর পরে যে, তোমার নিকট এসেছে জ্ঞান থেকে, তবে থাকবে না তোমার জন্য খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য কোন বন্ধু এবং না কোন সাহায্যকারী। –শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ اور اگر آپ بعد اس علم کے جو آپ کو پہنچ چکا ہے اُن کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آپ کیلئے
اللہ کی گرفت کے مقابلہ میں نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار۔ (عبد الماجد دریا آبادی دیوبندی)

[এবং যদি আপনি ঐ জ্ঞানের পর, যা আপনার নিকট পৌঁছেছে, তাদের খেয়াল-খুশীর পায়রবী করতে থাকেন, তবে আপনার জন্য আল্লাহ্র পাকড়াওয়ের মুকাবিলায় না কোন বন্ধু থাকবে, না কোন সাহায্যকারী। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❐ اور (اے پیغمبر!) اگر تم اس کے بعد کہ تمھارے پاس علم (یعنی قرآن) آچکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو (پھر) تم کو خدا (کے غضب) سے
(بچانے والا) نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ——— (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی وفتح محمد جالندھری)

[এবং (হে পয়গাম্বর!) যদি তুমি এরপর যে, তোমার নিকট জ্ঞান (অর্থাৎ ক্বোরআন) এসেছে, এদের খেয়াল-খুশী মতো চলো, তবে (এরপর) তোমাকে খোদা (-এর ক্রোধ) থেকে রক্ষাকারী না কোন বন্ধু আছে, না কোন সাহায্যকারী। -ডেপুটি নযীর আহমদ দেওবন্দী ও ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

❒ اور اگر آپ اتباع کرنے لگیں اُن کے غلط خیالات کا علم (قطعی ثابت بالوحی) آچکنے کے بعد
تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار — (اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی)

[এবং যদি আপনি অনুসরণ করতে থাকেন তাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের (ওহী দ্বারা প্রমাণিত অকাট্য) জ্ঞান আসার পর, তবে আপনার জন্য খোদা-থেকে রক্ষাকারী না কোন বন্ধু বের হয়ে আসবে, না সাহায্যকারী। -আশ্‌রাফ আলী থানভী সাহেব দেওবন্দী]

❒ اور نہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آچکا ہے، تم نے اُن کی خواہشات کی پیروی کی،
تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لئے نہیں ہے۔ (مودودی)

[নতুবা যদি ঐ জ্ঞানের পর, যা তোমার নিকট এসেছে, তুমি তাদের মনের ইচ্ছা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রক্ষাকারী কোন বন্ধু এবং সাহায্যকারী তোমার জন্য নেই। -মওদুদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

❒ এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর যদি তুমি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো, তবে ঈশ্বরের (শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার) তোমার কোন বন্ধু ও সহায় নাই। -গিরিশ চন্দ্র সেন

❒ যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। -মা'আরেফুল ক্বোরআন

❒ জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না। -আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❒ اور (اے سننے والے کسے باشد) اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آچکا
تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار —— (اعلیٰ حضرت)

[এবং (হে শ্রোতা! যেই হও!) যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো, তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহ্ থেকে কেউ না তোমার রক্ষাকারী হবে এবং না সাহায্যকারী। -কান্‌যুল ঈমান কৃত, আ'লা হযরত]

আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ব্যতীত উপরোক্ত অন্য অনুবাদগুলোতে আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি দেখানো হয়েছে। ফলে, তাঁদের অনুবাদে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'মাসূম হওয়া'র প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়। নাউযু বিল্লাহ্! যেই নিষ্পাপ নবীর প্রশংসায় ক্বোরআনের পাতাসমূহ ভরপুর, যাঁকে مُدَّثِّر۔ مُزَّمِّل۔ یٰسٓ ۔ طٰهٰ ইত্যাদি উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে, হঠাৎ করে তাঁকে কি এ ধরণের ধমক ও তিরস্কারসূচক শব্দাবলী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সম্বোধন করবেন? আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক থেকেও কোনরূপ ধমক তিরস্কারের আভাস পাওয়া যায়না। সুতরাং অনুবাদকদের উচিত ছিলো যেন সরাসরি যে কোন শব্দের প্রয়োগ পূর্বক অনুবাদ না করে এমনিভাবে অনুবাদ করা, যাতে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নিষ্পাপ হওয়ার' পরিপন্থী কোন অর্থ প্রকাশের অবকাশ না থাকে। কিন্তু আ'লা হযরত ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকের পক্ষে কি তা সম্ভবপর হয়েছে?

আ'লা হযরতের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতা এদিকে গভীরভাবে নিবদ্ধ হয়। তিনি প্রসিদ্ধ 'তাফসীর-ই-খাযিন' অনুসারেই আয়াতের অনুবাদ করেছেন- 'আয়াতে সম্বোধন প্রত্যেক শ্রোতাকেই করা হয়েছে; নিষ্পাপ নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নয়।'

চার

وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ

[পারাঃ ২ ; সূরাঃ বাক্বারা; আয়াতঃ ১৭৩]

অনুবাদঃ

❒ اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کا — (شاہ عبدالقادر)

[এবং যেটার উপর নাম নেয়া হয়েছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো। -শাহ্ আবদুল ক্বাদের]

❑ اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ (محمود الحسن)

[এবং যে জন্তুর উপর নাম নেয়া হয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারুর। -মাহমুদুল হাসান]

❑ اور جو کچھ پکارا جاوے اوپر اس کے واسطے غیر اللہ کے (شاہ رفیع الدین)

[এবং যা কিছু আহ্বান করা হয় সেটার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য। -শাহ্ রফী' উদ্দীন]

❑ اور جو جانور غیر اللہ کے لئے نامزد کر دیا گیا ہو ــ (عبد الماجد دریا آبادی دیوبندی و اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[এবং যে পশুর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নামকরণ করা হয়েছে। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী ও আশ্‌রাফ আলী থানবী দেওবন্দী]

❑ اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ (فتح محمد جالندھری دیوبندی)

[এবং যে বস্তুর উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম আহ্বান করা হয়, সেটা হারাম করা হয়েছে। -ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী দেওবন্দী]

❑ اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ــ (مودودی)

[এবং এমন কোন জিনিস খাবে না, যার উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে। -মওদূদীকৃত তাফ্হীমুল ক্বোরআন]

❑ এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হইয়াছে (ইহা বৈ নিষিদ্ধ নহে)। -গিরিশ চন্দ্র সেন

❑ এবং সে সব জীবজন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। -মা'আরেফুল ক্বোরআন

❑ যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে। -আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❑ اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لیکر ذبح کیا گیا ــ (اعلیٰ حضرت)

[এবং ঐ পশু, যাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ্ করা হয়েছে.......। -কান্‌যুল ঈমান, কৃত, আ'লা হযরত]

বস্তুতঃ কোন কিছুর উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নাম নিলে তা হারাম হয়না। তাই যদি হয়, তবে প্রত্যেক বস্তুই হারাম হয়ে যাবে। পশু কখনো বিয়ে-শাদীর জন্য চিহ্নিত করা হয়, কখনো আক্বীকা, ওলীমা, ক্বোরবানী ও ঈসালে সাওয়াবের জন্য, যেমন- গেয়ারভী শরীফ, বারভী শরীফ ইত্যাদি; সুতরাং ঐসব পশু, যেগুলো উক্ত সব উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো আ'লা হযরত ব্যতীত অন্য সব অনুবাদকের মতে হারাম; অথচ তাঁদের অনুবাদ হাদীস, ফিক্বহ ও তাফসীরের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)ই হাদীস, ফিক্বহ ও তাফসীরের অনুরূপই অনুবাদ করেছেন- "যেই পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে (শুধু তাই হারাম।)" এ অনুবাদে আলোচ্য আয়াতাংশের সংশ্লিষ্ট মাস্‌আলাও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।।

পাঁচ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ ط

[পারাঃ ৪ ; সূরাঃ আল্-ই-ইমরান; আয়াতঃ ১৪২]

অনুবাদঃ

❑ اور ابھی معلوم نہیں کئے اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں۔ (شاہ عبدالقادر)

[এবং এখনো জানেননি আল্লাহ্ যারা তোমাদের মধ্যে যুদ্ধকারী তাদের সম্পর্কে। -শাহ আবদুল ক্বাদের]

❑ حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں۔ (فتح محمد جالندھری دیوبندی)

[অথচ এখনো খোদা তোমাদের মধ্যে জিহাদকারীদেরকে ভালভাবে জেনেই নেননি। - ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী দেওবন্দী]

❑ حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم سے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا۔ (عبد الماجد دریا آبادی دیوبندی)

[অথচ এখনো আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে সেসব লোককে জানেনই নি, যারা জিহাদ করেছে। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❒ حالانکہ ہنوز اللہ تعالی نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو۔ (تھانوی دیوبندی)

[অথচ এখনো আল্লাহ্ তা'আলা সেসব লোককে দেখেনই নি, যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে। -আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❒ اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں۔ (دیوبندی محمود الحسن)

[এবং এখনো পর্যন্ত জেনে নেননি আল্লাহ্ যারা যুদ্ধকারী তোমাদের মধ্যে। -মাহ্মুদুল হাসান দেওবন্দী]

❒ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے — (مودودی)

[অথচ আল্লাহ্ এখনো এটাতো দেখেনইনি যে, তোমাদের মধ্যে কারা এমন লোক রয়েছে, যারা তাঁর পথে প্রাণপণে লড়াইকারী। – মওদূদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

❒ ......ও তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্মযুদ্ধ করিয়াছে, এবং যাঁহারা সহিষ্ণু এক্ষণ ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত নহেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন

❒ অথচ আল্লাহ্ এখনো দেখেন নি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে। -মা'আরেফুল ক্বোরআন

❒ যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করিয়াছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো জানেন না। -আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❒ اور ابھی اللہ نے تمھارے غازیوں کا امتحان نہ لیا — (اعلحضرت)

[আর এখনো আল্লাহ্ তোমাদের গাযীদের (ধর্মীয় যোদ্ধাগণ) পরীক্ষা নেননি। -আ'লা হযরতকৃত কানযুল ঈমান]

❒

আল্লাহ্ তা'আলা কি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত নন?

❒ আল্লাহ্ তা'আলা যে সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত, গোপন ও প্রকাশ্য, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, অন্তরসমূহের গোপন কথা সম্পর্কেও অবহিত– তাতে কোন ঈমানদারের মনে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা। কিন্তু আ'লা হযরত ব্যতীত উপরোক্ত অন্য সব অনুবাদকের অনুবাদে সেই মহান সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলাকে বে-ইলম ও বে-খবর (জ্ঞানহীন ও অনবহিত) ইত্যাদি সাব্যস্ত করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!

ছয়

দাগাবাজি, ধোকা ও প্রতারণা আল্লাহ্র মহান পবিত্র মর্যাদায় শোভা পায়না।

নিম্নলিখিত আয়াতের অনুবাদ লক্ষ্য করুনঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ط

[পারাঃ ৫; সূরাঃ নিসা; আয়াতঃ ১৪২]

অনুবাদঃ

❒ منافقین دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ بھی ان کو دغا دیگا۔
— (عاشق الٰہی میرٹھی وشاہ عبدالقادر ومولانا محمود الحسن)

[মুনাফিকগণ প্রতারণা (দাগাবাজি) করছে আল্লাহ্র সাথে, আল্লাহ্ও তাদেরকে দাগা (ধোকা) দেবেন। -আশেকে ইলাহী মিরাঠী, শাহ্ আবদুল ক্বাদের ও মাওলানা মাহমূদুল হাসান]

❒ تحقیق منافق فریب دیتے ہیں اللہ کو اور وہ فریب دینے والا ہے ان کو — (شاہ رفیع الدین)

[নিশ্চয় মুনাফিকগণ ধোকা দিচ্ছে আল্লাহ্কে এবং তিনি (আল্লাহ্) ধোকাকারী তাদের সাথে। -শাহ রফী' উদ্দীন]

❒ خدا اُن ہی کو دھوکا دے رہا ہے — (ڈپٹی نذیر احمد)

[.....খোদা তাদেরকেই ধোকা দিচ্ছেন। -ডিপুটী নযীর আহমদ]

❐ اللہ اُن ہی کو دھوکہ میں ڈالنے والا ہے۔(فتح محمد جالندھری)

[.....তাদেরকেই ধোকার মধ্যে পতিতকারী। -ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

❐ وہ اُن کو فریب دے رہا ہے — (نواب وحید الزمان غیر مقلد، میرزا حیرت دہلوی غیر مقلد و سید فرمان علی شیعہ)

[.....তিনি তাদেরকে ধোকা দিচ্ছেন। -নওয়াব ওয়াহিদুজ্জমান গায়র মুক্বাল্লিদ, মির্যা হায়রাত দেহলভী গায়র মুক্বাল্লিদ ও সৈয়দ ফরমান আলী শিয়া]

❐ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ درحقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔(مودودی)

[এসব মুনাফিক আল্লাহ্র সাথে ধোকাবাজি করছে, অথচ বাস্তবিকপক্ষে, আল্লাহ্ই তাদেরকে ধোকার মধ্যে পতিত করে রেখেছেন। - তাফহীমুল ক্বোরআন, কৃত, মওদুদী]

❐ নিশ্চয় কপট লোকেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে, এবং ঈশ্বরও তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ মুনাফিকগণ আল্লাহ্কে প্রতারিত করিতে চাহে; বস্তুত তিনিই তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। -আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

অথচ, দাগাবাজি, ধোকা ও প্রতারণা কোনটা কোন মতেই আল্লাহ্র শানের উপযোগী নয়। তাই আ'লা হযরত তাফ্সীর ভিত্তিক অনুবাদ করেছেন- بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا۔

[নিশ্চয় মুনাফিক লোকেরা নিজেদের ধারণায়, আল্লাহ্কে প্রতারিত করতে চায়, বস্তুতঃ তিনিই তাদেরকে অন্যমনষ্ক করে মারবেন। -কানযুল ঈমান, কৃত, আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

ক্বোরআনের তাফসীর গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, (আ'লা হযরতের) এ অনুবাদে আয়াতের পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য অতীব সতর্কতামূলক পন্থায় বিবৃত হয়েছে। এটা নিছক শব্দগত অনুবাদ নয়, বরং তাফসীর ভিত্তিক অনুবাদ।

সাত

وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝

[পারাঃ ৯; সূরাঃ আন্ফাল; আয়াতঃ ৩০]

অনুবাদঃ

❐ اور وہ فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا۔ اور اللہ کا
فریب سب سے بہتر ہے — (شاہ عبد القادر)

[এবং তারাও প্রতারণা করতো এবং আল্লাহ্ও প্রতারণা করতেন; এবং আল্লাহ্র প্রতারণা সর্বাপেক্ষা উত্তম। -শাহ্ আবদুল ক্বাদের]

❐ اور مکر کرتے تھے وہ اور مکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالے
نیک مکر کرنے والوں کا ہے — (شاہ رفیع الدین)

[এবং প্রতারণা করতো তারা, আর প্রতারণা করতেন আল্লাহ্ তা'আলা; এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রতারণাকারীদের মধ্যে উত্তম। -শাহ রফী' উদ্দীন]

❐ وایشان بدسگالی می کردند وخدا بدسگالی می کرد (یعنی بایشان) وخدا
بہترین بدسگالی کنندگان است — (شاہ ولی اللہ)

[এবং এসব লোক প্রতারণা করেছে আর খোদা প্রতারণা করেছেন (অর্থাৎ তাদের সাথে) এবং খোদা সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রতারণাকারী। -শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔(محمود الحسن دیوبندی)

[তারাও ধোকা করতো এবং আল্লাহও ধোকা করতেন; এবং আল্লাহ্র ধোকা সর্বাপেক্ষা উত্তম। -মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী]

❐ اور (حال یہ تھا کہ) کافر (اپنا) داؤ کر رہے تھے اور اللہ (اپنا) داؤ کر رہا تھا۔
اللہ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر داؤ کرنے والا ہے — (ڈپٹی نذیر احمد)

[এবং (অবস্থা এ যে,) কাফির আপন ধোকা করছিলো এবং আল্লাহ্ আপন প্রতারণা করছিলেন; এবং আল্লাহ্ প্রতারণাকারীদের মধ্যে

সর্বোত্তম প্রতারণাকারী। -ডিপুটী নযীর আহমদ]

❏ اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ اور
سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[এবং তারা তো নিজেদের তদবীর করতো এবং আল্লাহ্ মিঞা আপন তদ্‌বীর করতেন; এবং সর্বাপেক্ষা মজবুত তদ্‌বীরওয়ালা হচ্ছেন আল্লাহ্। -আশ্‌রাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❏ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اور اللہ سب سے
بہتر چال چلنے والا ہے۔ (مودودی)

[তারা নিজেদের (ষড়যন্ত্রের) চাল চালছিলো। আর আল্লাহ্ তার নিজের চাল চালছিলেন। অবশ্য আল্লাহ্‌র চাল সবচেয়ে উত্তম। -মওদূদীকৃত তাফ্‌হীমুল কোরআন]

❏ এবং তাহারা ছলনা করিতেছিলো ও ঈশ্বরও ছলনা করিতেছিলেন; ঈশ্বর ছলনাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। -গিরিশ চন্দ্র সেন

❏ তখন তারা যেমন ছলনা করতো তেমনি, আল্লাহ্‌ও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র ছলনা সবচেয়ে উত্তম। -মা'আরেফুল ক্বোরআন, বাদশাহ্ ফাহ্‌দ ক্বোরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত

❏ اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا
اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ (اعلحضرت رحمۃ اللہ علیہ)

[এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছিলো, আর আল্লাহ্ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহ্‌র গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম। -আ'লা হযরত (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)কৃত কান্‌যুল ঈমান]

আ'লা হযরত ব্যতীত উপরোক্ত অন্য অনুবাদকগণ তাঁদের অনুবাদে, এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলো আল্লাহ্‌র শানে কোনমতেই শোভা পায়না। আল্লাহ্‌র প্রতি مکر (প্রতারণা), فریب و بدسگالی (ধোকা ও ষড়যন্ত্র) ইত্যাদির সম্বন্ধ উদ্ভাবন করা তাঁরই সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবনেরই নামান্তর মাত্র। এ বুনিয়াদী ভুলটা শুধু এ কারণেই সম্পন্ন হলো যে, তাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলের পবিত্র কর্মসমূহকে নিজেদের কার্যাদির উপর অনুমান করেছেন। এ কারণেই ঐসব অনুবাদক হাসি-ঠাট্টা, ধোকা-প্রতারণা, চালবাজি এবং ষড়যন্ত্রকেও আল্লাহ্‌র গুণাবলী সাব্যস্ত করে বসেছেন!

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান প্রকাশের জন্য মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেব 'মিঞা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার শানে 'মিঞা' শব্দের ব্যবহার মোটেই শোভা পায়না। কারণ, এ শব্দটা দ্বারা মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে একজন সম্মানিত মানুষের মর্যাদায় নামিয়ে আনা হয়। যেখানে রসূলে পাকের কোন যথার্থ প্রশংসা করতে শুনলে বা দেখলে যেই 'তাওহীদপন্থী' হওয়ার দাবীদারগণ, 'রসূলকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য করে ফেলা হচ্ছে' বলে হৈ চৈ করতে থাকে, তাদেরই নেতা (থানভী সাহেব) আল্লাহ্‌র শানে 'মিঞা' শব্দ ব্যবহার করে মহান আল্লাহ্‌কে মানুষের সারিতে নামিয়ে আনার অপচেষ্টা চালালেন! এ কি ভুল অনুবাদের কুফল নয়?

দ্বিতীয়তঃ নরসিংদীর গিরিশ চন্দ্র সেন ★ পবিত্র ক্বোরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে 'আল্লাহ্' শব্দের পরিবর্তে 'ঈশ্বর' শব্দের ব্যবহার করলেন। (অন্যান্য ভুলতো আছেই।) অথচ মহামহিম পবিত্র যাত আল্লাহ্‌র শানে এ ধরণের শব্দ মোটেই শোভা পায়না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা 'ঈশ্বর' শব্দটাকে 'ভগবান' ও 'দেবতা' ইত্যাদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এ শব্দগুলোর 'স্ত্রীলিঙ্গ' যেমন ব্যবহৃত হয় তেমিনভাবে হিন্দুরা সে ধরণের ভ্রান্ত, কুফরী এবং শির্কী আক্বীদাও পোষণ করে থাকে। অথচ আল্লাহ্ তাদের শির্কের বহু উর্ধ্বে ও তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং তাদের এ ধরণের আক্বীদা যেমন বর্জনীয়, তেমনি উক্ত ধরণের শব্দের ব্যবহারও আল্লাহ্‌র শানে নিষিদ্ধ। তাই এ ধরণের অনুবাদ পড়া মোটেই উচিত হবেনা।

তৃতীয়তঃ এ ধরণের ভুল অনুবাদের ফলে যারা অহরহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিবিধ চক্রান্তে লিপ্ত, তাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ারই তুলে দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, আলোচ্য আয়াতের ভুল অনুবাদ দেখে জনৈক ইসলাম বিদ্বেষী লেখক তার 'সত্যরথ প্রকাশ' নামক পুস্তিকায় লিখেছে- جو خدا اپنے بندوں کے مکر، فریب، دغا میں آجائے اور خود بھی
مکر، فریب، دغا کرتا ہو ایسے خدا کو دور سے سلام وغیرہ وغیرہ —

★ পবিত্র ক্বোরআনের বাংলায় অনুবাদকদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি। উল্লেখ্য, ক্বোরআন মজীদের প্রথম বঙ্গানুবাদক হলেন - মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া (রংপুর) এবং দ্বিতীয় অনুবাদক মাওলানা নঈম উদ্দীন সাহেব (টাঙ্গাইল)।

[অর্থাৎঃ যেই খোদা বান্দাদের প্রতারণা, ধোকা ও চক্রান্তের শিকার হয়ে যায় এবং নিজেও প্রতারণা, ধোকা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে এমন খোদাকে দূর থেকে সালাম! ইত্যাদি ইত্যাদি] (নাউযুবিল্লাহ্!)

আট **يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ**

[পারাঃ ১০; সূরাঃ আন্‌ফাল; আয়াতঃ ৬৪]

অনুবাদঃ

❑ اے نبی ! (شاہ عبدالقادر)

[হে নবী! –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❑ اے نبی ! (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[হে নবী! –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❑ اے پیغامبر! (شاہ ولی اللہ)

[হে পয়গাম্বর! –শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্]

❑ اے پیغمبر! (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[হে পয়গাম্বর! –ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]

❑ اے نبی ! (شاہ رفیع الدین)

[হে নবী! –শাহ রফী' উদ্দীন]

❑ اے نبی ! (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[হে নবী! –আশ্‌রাফ আলী থানবী দেওবন্দী]

❑ اے نبی ! —— (مودودی)

[হে নবী! –মওদুদী]

❑ হে সংবাদবাহক! –গিরিশ চন্দ্র সেন

❑ হে নবী! –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❑ হে নবী! –আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❑ اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) — (اعلیٰحضرت)

[হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! –আ'লা হযরতকৃত কান্‌যুল ঈমান]

উল্লেখ্য যে, ক্বোরআন করীমে 'রসূল' (رسول) ও 'নবী' (نبی) শব্দদ্বয় কতিপয় স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুবাদকদের দায়িত্ব হচ্ছে উভয় শব্দের যথাযথ অনুবাদ করা। 'রসূল' শব্দের অনুবাদ 'পয়গাম্বর' করা তো সুস্পষ্ট। কিন্তু 'নবী' (نبی) শব্দের অনুবাদ 'পয়গাম্বর' করলে তা হবে অসম্পূর্ণ। আ'লা হযরত 'নবী' (نبی) শব্দের অনুবাদ এমনভাবে করেছেন যে, সেটার মাহাত্ম্যগত ও রসহ্যগত দিকও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

ইমাম রাগেবকৃত 'মুফ্‌রাদাত'-এ উল্লেখ করা হয়–

وَالنُّبُوَّةُ سَفَارَةٌ بين الله وَبَيْنَ ذوى الْعُقُوْلِ مِنْ عِبَادِهِ لِإِزَاحَةِ عِلَّتِهِمْ فِى اَمْرِ مَعَادِهِمْ ومَعَاشِهِمْ والنَّبِىُّ لِكَوْنِهِ مُنْبِأً بِمَا تَسْكُنُ اِلَيْهِ الْعُقُوْلُ الزَّكِيَّةُ وَهُوَ يَصِحُّ اَنْ يَّكُوْنَ فَعِيْلًا بِمَعْنَى فَاعِلٍ الخ

অর্থাৎঃ 'নবুয়ত' আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন বান্দাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকে বলা হয়, যাতে তাদের ইহ ও পরকালীন

জীবনের সমস্ত রোগব্যাধি দূরীভূত করা যায়। আর 'নবী' হচ্ছেন যাঁকে এমনসব বিষয়ের খবর দেয়া হয়েছে, যেগুলোর উপর শুধু বিশুদ্ধ বিবেকই প্রশান্তি পায়। আর এ শব্দটা فاعل (কর্তৃবাচ্য) হিসেবে ব্যবহৃত হওয়াও বিশুদ্ধ। এ কারণে 'অদৃশ্যের সংবাদদাতা' অর্থটাই ব্যবহার করা হয়েছে।

নয় نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط

[পারাঃ ১০; সূরাঃ তাওবা; আয়াতঃ ৬৭]

অনুবাদঃ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔

❑ —— (فتح محمد جالندھری دیوبندی، ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[এসব লোক আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে এবং আল্লাহ্‌ও তাদেকে ভুলে গেছেন। -ফতেহ মুহাম্মদ জালান্ধরী দেওবন্দী, ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]

❑ وہ اللہ کو بھول گئے اللہ ان کو بھول گیا —— (شاہ عبدالقادر،
شاہ رفیع الدین، شیخ محمود الحسن دیوبندی)

[তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভুলে গেছেন। -শাহ্ আবদুল ক্বাদের, শাহ রফী' উদ্দীন, শেখ মাহ্‌মূদুল হাসান দেওবন্দী]

❑ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انھیں بھلا دیا —— (مودودی)

[এরা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, সুতরাং আল্লাহ্‌ও তাদেরকে ভুলে গেছেন। -মওদুদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

❑ তাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব তিনিও তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন

❑ আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে তারা; কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। -মা'আরেফুল ক্বোরআন

❑ উহারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন। -আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য 'ভুলে যাওয়া'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করা মাহাত্ম্যগত ও অর্থগত কোন দিক দিয়েই দুরস্ত নয়। কারণ, 'ভুলে যাওয়া'র মাধ্যমে জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বক্ষণই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা। অনুবাদকগণ আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ করেছেন, যার কুফল কি হলো তা পাঠকবৃন্দই বুঝতে পারছেন। কিন্তু আ'লা হযরত (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) তাফসীর ভিত্তিক অনুবাদ করেছেন - وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انھیں چھوڑ دیا ——

[তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে বসেছে; সুতরাং আল্লাহ্‌ও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। -কান্‌যুল ঈমান]

দশ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ط

[পারাঃ ১১; সূরাঃ য়ূনুস; আয়াতঃ ২১]

অনুবাদঃ

❑ کہہ دو اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے حیلہ۔ (شاہ عبدالقادر،
فتح محمد جالندھری دیوبندی، شیخ محمود الحسن دیوبندی، عاشق الٰہی دیوبندی میرٹھی)

[বলে দাও! আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা শীঘ্র বানাতে পারেন অজুহাত। -শাহ আবদুল কাদের, ফতেহ মুহাম্মদ জালন্ধরী দেওবন্দী, মাহ্‌মূদুল হাসান দেওবন্দী, আশেকে ইলাহী দেওবন্দী মীরাঠী]

❑ کہہ کہ اللہ بہت جلد کرنے والا ہے مکر —— (شاہ رفیع الدین صاحب)

[বলে দাও! আল্লাহ্ খুব শীঘ্র প্রতারণাকারী। -শাহ রফী' উদ্দীন]

☐ اللہ چالوں میں ان سے بھی بڑھا ہوا ہے — (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[আল্লাহ্ চালবাজিসমূহে তাদেরকেও অতিক্রম করেছেন। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

☐ کہہ دے اللہ کی چال بہت تیز ہے – (نواب وحید الزمان غیر مقلد)

[বলে দে! আল্লাহ্র চাল খুব তীক্ষ্ণ। -নওয়াব ওয়াহিদুজ্জমান গায়র মুক্বাল্লিদ]

☐ ان سے کہو" اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے" (مودودی)

[আল্লাহ্ আপন চালে তোমাদের চেয় অধিক তীক্ষ্ণ। -মাওদুদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

☐ বল ঈশ্বর দ্রুত চক্রান্তকারী। -গিরিশ চন্দ্র সেন

অথচ উর্দু ভাষার مکر (প্রতারণা) আল্লাহ্র শানে শোভা পায়না; কিন্তু এতদসত্বেও উপরোক্ত অনুবাদকগণ আলোচ্য আয়াতের অনুবাদে আল্লাহ্র শানে 'প্রতারণাকারী' (مکر کرنے والا), 'চালকারী' (چال کرنے والا), 'অজুহাত রচনাকারী' (حیلہ بنانے والا) বলেছেন। আর বাংলায় প্রত্যক্ষ অনুবাদ করতে গিয়ে গিরিশ চন্দ্র সেন আল্লাহ্কে বললেন 'দ্রুত চক্রান্তকারী'। কিন্তু আ'লা হযরত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)ও শব্দগত অনুবাদ করেছেন, তাও কতই মার্জিত ভাষায় করেছেন! তিনি অনুবাদ করেছেন- تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے **[অর্থাৎ-আপনি বলে দিন! আল্লাহ্র গোপন ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক তাড়াতাড়ি (কার্যকর) হয়ে যায়। -কান্যুল ঈমান]**

এগার فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ط

[পারাঃ ২৫; সূরাঃ শূরা; আয়াতঃ ২৪]

অনুবাদঃ

☐ پس اگر خواہد خدا مہر نہد بر دلِ تو – (شاہ ولی اللہ)

[সুতরাং যদি খোদা চাইতেন, তবে তোমার অন্তরের উপর মোহর করে দিতেন। -শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

☐ پس اگر چاہتا اللہ مہر رکھ دیتا اوپر دل تیرے کے (شاہ رفیع الدین)

[সুতরাং যদি চাইতেন আল্লাহ্, তবে মোহর ছেপে দিতেন তোমার অন্তরের উপর। -শাহ্ রফী' উদ্দীন]

☐ سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر – (شاہ عبدالقادر)

[সুতরাং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মোহর করে দিতেন তোমার অন্তরের উপর। -শাহ আবদুল ক্বাদের]

☐ تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[সুতরাং যদি আল্লাহ্ চান, তবে আপনার হৃদয়ের উপর মোহর করে দেবেন। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

☐ سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[পরন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনার মনের উপর মোহর মারিয়া দিতেন। -আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী, বঙ্গানুবাদ, প্রকাশক, এমদাদিয়া লাইব্রেরী]

☐ اگر خدا چاہے تو اے محمدؐ تمہارے دل پر مہر لگا دے – (فتح محمد جالندھری)

[যদি খোদা চান, তবে হে মুহাম্মদ! তোমার হৃদয়ের উপর মোহর লাগিয়ে দেবেন। -ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

☐ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے —— (مودودی)

[আল্লাহ্ চাইলে তোমার দিলের উপর মোহর ছেপে দেবেন। -মওদূদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

☐ অনন্তর ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তোমার মনের উপর মোহর করিবেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন

☐ اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت وحفاظت کی مہر فرما دے – (اعلیٰحضرت)

[আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনার হৃদয়ের উপর আপন রহমত ও হিফাযতের মোহরাঙ্কন করে দিতেন। -আ'লা হযরত কৃত কান্যুল ঈমান]

আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যেন خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ [আল্লাহ্ তাদের (কাফিরগণ) অন্তরসমূহের উপর মোহর করে দিয়েছেন।] -এর পর যেন মোহর লাগানোর স্থান ছিলো এটাই (হুযূরের হৃদয় মুবারক)! তবে মোহর না লাগিয়ে যেন হুমকি-ধমক দিয়েই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ্। ভুল অনুবাদের কারণে কেমন ভয়ানক কল্পনার শিকার হতে হয় ঐ পবিত্রতম যাত (দঃ) সম্বন্ধে, যাঁর শির মুবারকের উপর 'আস্‌রা' (মি'রাজ)-এর তাজ রাখা হয়েছে।

বস্তুতঃ মোহর দু'প্রকারঃ ১) যা خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং ২) خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ - এর মোহর। অনুবাদকগণ যদি বিশুদ্ধ তাফসীরসমূহের আলোকে অনুবাদ করতেন, তবে নিশ্চয় তাদের কলম দ্বারা রহমতে আলমের (দঃ) পবিত্রতম হৃদয়ে আঘাত লাগতো না। বস্তুতঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ক্বলব মুবারক, যার উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, যে হৃদয় মুবারক সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত ও সংরক্ষিত- এ আয়াতে সে বিষয়টাকেই সমধিক মজবুত ও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে; যা একমাত্র আ'লা হযরতের অনুবাদেই প্রকাশ পায়।

বার مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ

[পারাঃ ২৫; সূরাঃ শূরা; আয়াতঃ ৫২]

অনুবাদঃ

❑ تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان ۔ (شاہ عبدالقادر)

[তুমি জানতেনা যে, কিতাব কি এবং না ঈমান। -শাহ আবদুল ক্বাদের]

❑ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان — (فتح محمد جالندھری)

[তুমি না তো কিতাব জানতে, এবং না ঈমান। -ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

❑ نہ جانتا تھا تو کیا ہے کتاب اور نہ ایمان — (شاہ رفیع الدین)

[জানতেনা তুমি কিতাব কি এবং না ঈমান। -শাহ রফী' উদ্দীন]

❑ نمی دانستی کہ چیست کتاب ونمی دانستی کہ چیست ایمان ۔ (شاہ ولی اللہ)

[তুমি জানতে না যে কিতাব কি এবং তুমি জানতে না যে ঈমান কি। -শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্]

❑ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے ۔ (مودودی)

[তোমার কিছুই জানা ছিলো না যে, কিতাব কি হয় এবং ঈমান কি হয়। -মওদূদীকৃত তাফ্‌হীমুল ক্বোরআন]

❑ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے — (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[আপনার এ খবর ছিলো না যে, কিতাব কি জিনিষ এবং না এ যে, ঈমান কি জিনিষ। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❑ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ (یہ جانتے تھے کہ) ایمان (کس چیز کو کہتے ہیں) — (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[তুমি জানতে না যে, কিতাব কি জিনিষ এবং না (এটাও জানতে) যে, ঈমান কাকে বলে। -ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]

❑ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان (کا انتہائی کمال) کیا چیز ہے — (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[আপনার এ খবর ছিলো না যে, (আল্লাহ্‌র) কিতাব কি জিনিষ, এবং না এ খবর ছিলো যে, ঈমান (-এর চূড়ান্ত পূর্ণতা) কি জিনিষ। -আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দী]

❑ আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈমান কি। -মা'আরেফুল ক্বোরআন

❑ اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل — (اعلیحضرت)

[এর পূর্বে না আপনি কিতাব জানতেন, না শরীয়তের বিধানাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। -আ'লা হযরতকৃত কান্‌যুল ঈমান]

আ'লা হযরত (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) ব্যতীত অন্যসব অনুবাদকের অনুবাদে এ কথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, হুযূর (দঃ) নবূয়ত

প্রকাশের পূর্বে মু'মিনও ছিলেন না। নাউযু বিল্লাহ্! যাঁকে শুধু লওহ ও ক্বলমের জ্ঞান নয়, বরং مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ (পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টি) সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, তিনি কি (আল্লাহ্‌র পানাহ্!) আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হবার পূর্বে মু'মিনও ছিলেন না? তা যদি হয়, তবে তখন তাঁকে তো না মুসলিম বলা যেতো, না তাওহীদে বিশ্বাসী। উক্তসব অনুবাদকের মতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঈমানের খবরও নাকি হুযূর (দঃ)-এর নিকট পরবর্তীতে হয়েছে। কিন্তু আ'লা হযরতের অনুবাদে এ ধরণের সমস্ত ভ্রান্তি ও আপত্তির অবসান ঘটে যায়। তিনি অনুবাদ করেন– "তিনি (দঃ) শরীয়তের বিধানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।" বস্তুতঃ এটাই নির্ভরযোগ্য তাফসীরসম্মত সঠিক অনুবাদ।

তের | إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

[পারাঃ ২৬; সূরাঃ আল্-ফাত্হ; আয়াতঃ১]

অনুবাদঃ

❐ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے تجھکو اللہ
جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے — (شاہ عبدالقادر)

[আমি ফয়সালা করে দিয়েছি তোমার জন্য সুস্পষ্ট ফয়সালা, যাতে ক্ষমা করেন তোমাকে আল্লাহ্, যা পূর্বে হয়েছে তোমার গুনাহ্ এবং যা পরে হয়। –শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر تو کہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے
گناہوں تیرے سے اور جو کچھ پیچھے ہوا — (شاہ رفیع الدین)

[নিশ্চয় বিজয় দিয়েছি আমি তোমাকে, প্রকাশ্য বিজয়, যাতে ক্ষমা করেন তোমার জন্য খোদা– যা কিছু পূর্বে হয়েছে তোমার গুনাহ্‌সমূহ থেকে এবং যা কিছু পরে হয়েছে। –শাহ রফী' উদ্দীন]

❐ ہر آئینہ ما حکم کردیم برائے تو بفتح ظاہر عاقبت فتح آنست کہ بیامرزترا خدا
آنچہ کہ سابق گذشت از گناہِ تو وآنچہ پس ماند — (شاہ ولی اللہ)

[নিশ্চয় আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমার জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ের, বিজয়ের পরিণাম এ যে, খোদা তোমাকে ক্ষমা করবেন যা পূর্বে গত হয়েছে তোমার পাপসমূহ থেকে এবং যা পরে হয়। –শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❐ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں
معاف کر دے — (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[নিশ্চয় আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি যাতে আল্লাহ্ আপনার সমস্ত পূর্ববর্তী-পরবর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❐ (اے پیغمبر! یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہوئی) درحقیقت ہم نے تمہاری کھلم کھلا فتح کرا دی
تاکہ (تم اس فتح کے شکریہ میں دین کی ترقی کے لئے اور زیادہ کوشش کرو اور) خدا
(اس کے صلے میں) تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کرے۔ (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[(হে পয়গম্বর! এ হুদায়বিয়ার সন্ধি কি হলো?) বাস্তবপক্ষে, আমি তোমার সুস্পষ্ট বিজয় করিয়ে দিয়েছি, যাতে (তুমি এ বিজয়ের শোকরিয়ায় সত্য দ্বীনের উন্নতির জন্য আরো অধিক চেষ্টা করো এবং) খোদা (এর পুরস্কার স্বরূপ) তোমার পূর্ব ও পরবর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করেন। –ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী]

❐ بیشک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب
اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے — (تھانوی دیوبندی)

[নিশ্চয় আমি আপনাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সমস্ত পূর্ব ও পরবর্তী ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। –আশ্‌রাফ আলী থানবী দেওবন্দী]

❐ اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگذر فرمائے (مودودی)

[হে নবী! আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি; যেন আল্লাহ্ তোমার পূর্বের ও পরের সকল অসতর্কতা মাফ করে দেন। –মওদূদীকৃত তাফ্‌হীমুল ক্বোরআন]

❐ নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি যা সুস্পষ্ট, যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমুহ

মার্জনা করে দেন; –মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়, যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন। –আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❐ নিশ্চয় আমি দীপ্যমান বিজয়ে তোমাকে (হে মুহাম্মদ) বিজয় দান করিলাম। তোমার যে কিছু পাপ পূর্বে হইয়াছে ও পরে হইয়াছে তাহা যেন পরমেশ্বর তোমার জন্য ক্ষমা করেন। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرمادی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے
گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے ۔ (اعلیحضرت)

[নিশ্চয় আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি; যাতে আল্লাহ্ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করেছেন আপনার পূর্ববর্তীদের এবং আপনার পরবর্তীদের। –আ'লা হযরতকৃত কান্যুল ঈমান]

এখানে প্রশ্ন জাগে– হুযূর কি নিষ্পাপগণের সর্দার? না গুনাহ্গার?

আ'লা হযরত ব্যতীত অন্যান্যদের অনুবাদগুলো দ্বারা তো একথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদের মহান নিষ্পাপ নবী অতীতেও গুনাহ্গার ছিলেন, ভবিষ্যতেও গুনাহ্ করবেন। কিন্তু সুস্পষ্ট বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ্র ক্ষমা হয়ে গেছে। আর ভবিষ্যতেও রসূলের গুনাহ্র ক্ষমা হতে থাকবে। (নাঊযুবিল্লাহ্।)

তাঁদের মতে– যদি এ সুস্পষ্ট বিজয় না দেয়া হতো তবে যেন হুযূরের তথাকথিত গুনাহ্সমূহের উপর 'সাত্তারীর' পর্দা পড়ে থাকতো!

বস্তুতঃ এ আয়াতের বিশুদ্ধ তাফসীরে যে সব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তাফসীরকারকগণও এর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলো অনুসারে উক্ত অনুবাদকগণ আয়াতের অনুবাদ করেন নি। ফলশ্রুতিতে, তাদের ভুল অনুবাদ যারা পাঠ করে তাদের পাপরাশি অনুবাদকগণের উপরই বর্তাবে নিঃসন্দেহে।

তাছাড়া, মা'সুম বা নিষ্পাপ নবী যদি 'পাপী' হন, তবে عصمت বা 'নিষ্পাপ হওয়া' কার জন্য প্রযোজ্য হবে? নবীগণকে (আঃ) নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করাতো ঈমানেরই অঙ্গ। পাপীও কি কখনো নবী হতে পারে? সাহাবা কেরামের অভিমত ও তাফসীরকারকগণের ব্যাখ্যাসমূহ থেকে বিচ্যুত হয়ে অনুবাদ করার জন্য তাঁদেরকে কে বাধ্য করেছে? একজন আরবীয় ইহুদী কিংবা খৃষ্টান অথবা আমাদের দেশে যারা নিছক আরবী ভাষার জ্ঞান লাভ করেছে তারাই তো এ ধরণের (শাব্দিক) অনুবাদ করতে পারে। এসব অনুবাদক নিজেদেরকে আলিমে দ্বীন এবং তাফসীর ও হাদীসের জ্ঞানসম্পন্ন বলে দাবী করে কোনরূপ চিন্তাভাবনা ও বুঝ ছাড়াই শব্দগত অনুবাদ করে বসলে তাঁদের মধ্যে ও ওদের মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? কমপক্ষে, তাঁরা ذنب শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম আবুল লায়স অথবা আস্লামীর অভিমত পাঠ করলেও অনুবাদে এমন জঘন্য ভুল করতেন না। কিন্তু এসব অনুবাদক যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র রসূলের তথাকথিত দোষত্রুটির অনুসন্ধানের দুঃসাহস না দেখান, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন তাদের জ্ঞানের উপর বিশ্বাসই জন্মে না! ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী ওহাবীর অনুবাদঃ তাজ কোম্পানী কর্তৃক মূদ্রিত (নং পি ১৪১)-এর শেষ ভাগে ক্বোরআন মজীদের বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণ তালিকা সংযোজন করা হয়েছে। সেই তালিকার ২য় অংশের পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি কি খোদার নিকট থেকে তিরস্কার এসেছে, না তাঁর কোন উক্তির উপর পাকড়াও হয়েছে?' এ শিরোনামের বরাতে মনগড়াভাবে নয়টা আয়াত পেশ করা হয়েছে। এ থেকে সম্মানিত পাঠকগণ এদের, আল্লাহ্র মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি আন্তরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের অনুমান করতে পারেন।

বস্তুতঃ لك -এর মধ্যে ' ل ' 'কারণ নির্দেশক' অর্থে ব্যবহৃত।

এ কথা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি আ'লা হযরতের অন্তরের ভক্তি ও বিশ্বাস পূর্ণতার চরম শিখরে। তাই পবিত্র ক্বোরআনের অনুবাদ করার সময় তিনি এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সজাগ ছিলেন, যেন عصمت رسول (রসূলের নিষ্পাপ হওয়া)-এর বিরুদ্ধে একটা বর্ণও লিপিবদ্ধ না হয় এবং ক্বোরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদও যেন হয়ে যায়। সেই ভক্তিভরা দৃষ্টি, যা সর্বদা রসূলে পাকের মর্যাদাময় আস্তানার দিকে তাকিয়ে ছিলো, দেখেছিলো যে, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে ' لك ' এর ' ل '' سبب ' (কারণ) নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তিনি (আ'লা হযরত) উপরোক্ত বিশুদ্ধ অনুবাদই পেশ করেছেন।

চৌদ্দ

اَلرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

[পারাঃ ২৭; সূরাঃ আর্-রাহ্মান; আয়াতঃ ১-৪]

অনুবাদঃ

❒ رحمٰن نے سکھایا قرآن بنایا آدمی پھر سکھائی اس کو بات ۔ (شاہ عبدالقادر)

[পরম দয়াময় শিক্ষা দিয়েছেন ক্বোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানবকে এবং শিক্ষা দিয়েছেন তাকে কথা। -শাহ আবদুল ক্বাদের]

❒ رحمٰن نے سکھایا قرآن، پیدا کیا آدمی کو، سکھایا اسکو بولنا ۔ (شاہ رفیع الدین)

[পরম দয়াময় শিখিয়েছেন ক্বোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, শিক্ষা দিয়েছেন তাকে কথা বলা। -শাহ্ রফী' উদ্দীন]

❒ خدا آموخت قرآن را ، آفرید آدمی را و آموختش سخن گفتن ۔ (شاہ ولی اللہ)

[খোদা শিক্ষা দিলেন ক্বোরআন, সৃজন করলেন মানুষকে এবং শিক্ষা দিলেন তাকে কথা বলা। -শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্]

❒ خدائے رحمٰن ہی نے قرآن کی تعلیم دی ۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا ۔ اس کو گویائی سکھائی ۔ (عبدالماجد دریا آبادی، دیوبندی)

[পরম দয়াময় খোদা-ই ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানব সৃষ্টি করেছেন, তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❒ رحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی ۔ اس نے انسان کو پیدا کیا (پھر) اسکو گویائی سکھائی ۔
(تھانوی دیوبندی و فتح محمد جالندھری)

[পরম দয়াময় ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানব সৃজন করেছেন, (অতঃপর) তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। - আশ্রাফ আলী থানবী দেওবন্দী ও ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী]

❒ رحمٰن نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے ۔ اُسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا ۔ (تفہیم القرآن از مودودی)

[পরম দয়াময় এ ক্বোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি কথা বলতে শিখিয়েছেন।

-তাফহীমুল ক্বোরআন, কৃত, মওদূদী]

❒ করুণাময় আল্লাহ্ শিক্ষা দিয়েছেন ক্বোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। -মা'আরেফুল ক্বোরআন

❒ দয়াময় আল্লাহ্, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে। -আল কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❒ পরমেশ্বর ক্বোরআন শিক্ষা দিয়াছেন, মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে কথা কহিতে শিক্ষা দিয়াছেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন

❒

رحمٰن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا
ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا ــــ (اعلیٰحضرت)

[পরম দয়ালু (রাহ্মান); আপন মাহবূবকে ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানবতার প্রাণ মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছেন; যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে সবকিছুর সপ্রমাণ বর্ণনা তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। -আ'লা হযরতকৃত কান্যুল ঈমান]

আ'লা হযরত ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকদের অনুবাদগুলো খুব মনযোগ সহকারে পাঠ করুন! অতঃপর আ'লা হযরতের অনুবাদ গভীরভাবে পর্যালোচনা করুন! দ্বিতীয় আয়াতে عَلَّمَ (আল্লামা) ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এটা দ্বিকর্মক ক্রিয়া। প্রথমোক্ত সমস্ত অনুবাদে উল্লেখ করা হয় رحمٰن نے سکھایا قرآن (পরম দয়াময় ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন)। ঐসব অনুবাদক একটা মাত্র 'কর্ম' উল্লেখ করেছেন (ক্বোরআন)। এখন প্রশ্ন জাগে ক্বোরআন কাকে শিক্ষা দিয়েছেন?' এটা তাঁরা উল্লেখ করেননি। কিন্তু আ'লা হযরত (রহঃ) তা প্রকাশ করে দিয়েছেন - 'রাহমান আপন মাহবূবকে ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।' এ মর্মে ক্বোরআনের অপর আয়াত সাক্ষ্য দেয়- عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ অর্থাৎঃ "তিনি (আল্লাহ্), হে হাবীব! আপনাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না।"

তৃতীয় আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে- 'মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।' সে মানুষটি কে? অনুবাদকগণ শব্দগত অনুবাদ পেশ করে ক্ষান্ত হলেন।

কোন কোন অনুবাদক আবার এখানে নিজ থেকেও শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। তবুও 'ইন্সান' শব্দের যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায়নি। এখন আপনি ঐ মহা মর্যাদাবান সত্তার (দঃ) কথা স্মরণ করুন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস-মূল; যাঁর হাক্বীকত সমস্ত হাক্বীকৃতেরই মূলবস্তু; যাঁর উপরই সৃষ্টির বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, যিনি সৃষ্টির শুরু, কাইনাতের প্রাণ ও ইনসানিয়াতের জান। আ'লা হযরত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন– 'ইনসানিয়াতের প্রাণ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সৃষ্টি করেছেন'। اَلْاِنْسَانَ (আল্-ইনসান) মানে যখন হুযূর সরওয়ারে কাওনাঈন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহান সত্তাই নির্দিষ্ট হয়ে গেলো, তখন তাঁরই শানের উপযোগী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শিক্ষাদানও হওয়া চাই। সুতরাং সাধারণ অনুবাদকদের সীমিত জ্ঞানগণ্ডীকে অতিক্রম করে আ'লা হযরত (রহঃ) বলেন– ' مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ ' (পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টি)-এর বিশদ বর্ণনা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়াতের অনুবাদে ' مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ '(পূর্ব ও পরবর্তী সৃষ্টি)-এর বর্ণনা শিক্ষা দেয়া' কোত্থেকে আসলো? এখানে তো শুধু কথা বলা শিখানোই বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হয়? অথবা এভাবে বলা যায়– 'ক্বোরআনের জ্ঞান' দ্বিতীয় আয়াতে প্রকাশ পেলে চতুর্থ আয়াতে তো 'বর্ণনা শিক্ষা'-ই উদ্দেশ্য হয়!

তাহলে জবাব এ যে, مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ (যা কিছু হয়েছে ও যা কিছু ক্বিয়ামত পর্যন্ত হবে)-এর জ্ঞান রয়েছে 'লওহ্-ই-মাহ্ফূয্'-এ, আর 'লওহ্-ই-মাহ্ফূয্' হচ্ছে ক্বোরআন শরীফের একটা অংশের মধ্যে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাহবূবকে ক্বোরআনের বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন; যার মধ্যে مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ 'পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত কিছু'র বর্ণনা শামিল রয়েছে।

সুতরাং আ'লা হযরতের অনুবাদই হচ্ছে বিশুদ্ধ ও তাফসীরসম্মত অনুবাদ।

পনের لَا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ○

[পারাঃ ৩০; সূরাঃ বালাদ; আয়াতঃ ১]

অনুবাদঃ

❒ قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تجھ کو قید نہ رہے گی اس شہر میں - (شاہ عبدالقادر)

[কসম খাচ্ছি ঐ শহরের এবং .... । –শাহ্ আবদুল ক্বাদের]

❒ قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی اور تو داخل ہونے والا ہے بیچ اس شہر کے - (شاہ رفیع الدین)

[কসম খাচ্ছি আমি (আল্লাহ্) ঐ শহরের এবং তুমি প্রবেশকারী ঐ শহরের মধ্যে। –শাহ্ রফী' উদ্দীন]

❒ قسم می خورم بایں شہر — (شاہ ولی اللہ)

[আমি কসম খাচ্ছি এ শহরের। –শাহ ওয়ালী উল্লাহ্]

❒ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی — (اشرف علی تھانوی دیوبندی)

[আমি কসম খাচ্ছি এ (মক্কা) নগরীর। –আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

❒ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی — (عبدالماجد دریا آبادی دیوبندی)

[আমি কসম খাচ্ছি এ শহরের। –আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী দেওবন্দী]

❒ قسم کھاتا ہوں اس شہر کی — (محمود الحسن)

[কসম খাচ্ছি এ শহরের। –মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী]

❒ (اے پیغمبر) ہم اس شہر (مکہ) کی قسم کھاتے ہیں — (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[আমি এ (মক্কা) নগরীর কসম খাচ্ছি। –ডিপুটি নযীর আহমদ দেওবন্দী]

❒ نہیں ، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی — (مودودی وہابی)

[না, আমি কসম খাচ্ছি এ শহরের। –মওদূদী ওহাবী]

❒ আমি এই (মক্কা) নগরের শপথ করিতেছি। বস্তুতঃ তুমি (হে মুহাম্মদ) এই নগরের বৈধ হইবে। –গিরিশ চন্দ্র সেন

❒ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو — (اعلیحضرت)

[আমায় এ শহরের শপথ, যেহেতু হে মাহবূব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন। –কান্যুল ঈমান, কৃত, আ'লা হযরত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)]

উল্লেখ্য যে, মানুষ 'কসম খায়'। উর্দু ও ফার্সী ভাষার পরিভাষায় অবশ্য কসম 'খাওয়া যায়'। আল্লাহ্ তা'আলা তো সব ধরণের পানাহার থেকে পবিত্র। প্রথমোক্ত অনুবাদকগণ তাঁদের অনুবাদে আপন আপন পরিভাষার আল্লাহ্ তা'আলাকেও কেন অনুসারী করালেন? এ জন্যই কি তারা এ অনুবাদ করলেন যে, ঐ মহান আল্লাহ্ তো কিছু পানাহার করেন না, অন্ততঃপক্ষে কসম হলেও আহার করুক, না এ সুক্ষ্ম মাসআলাটার দিকে কোন অনুবাদকই মনযোগ দেন নি? কিন্তু আ'লা হযরত কতই সুন্দর পন্থায় অনুবাদ করেছেন -"আমায় এ শহরের শপথ।"

ষোল وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ○

[পারাঃ ৩০; সূরাঃ দোহা; আয়াতঃ ৭]

❐ اور پایا تجھکو بھٹکتا پھر راہ دی۔ (شاہ عبدالقادر)

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথভ্রষ্ট; অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। -শাহ আবদুল ক্বাদের]

❐ اور پایا تجھکو راہ بھولا ہوا پس راہ دکھائی ـ (شاہ رفیع الدین)

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথভোলা, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। -শাহ্ রফি' উদ্দীন]

❐ ویافت ترا راہ گم کردہ یعنی شریعت نمی دانستی پس راہ نمود — (شاہ ولی اللہ)

[এবং পেয়েছে তোমাকে পথহারা অর্থাৎ শরীয়তের বিধান সম্পর্কে তুমি জানতে না, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। -শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্]

❐ اور آپ کو بے خبر پایا سو رستہ بتایا — (عبدالماجد دریا آبادی)

[এবং আপনাকে বে-খবর পেয়েছেন, অতঃপর আপনাকে পথ প্রদর্শন করেন। -আবদুল মাজেদ দরিয়া আবাদী]

❐ اور تمہیں گم کردہ راہ پایا تو کیا (تمہیں) ہدایت (نہیں) کی ؟ — مرزا حیرت دہلوی)

[এবং তোমাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর (তোমাকে) কি পথ দেখান নি? -মীর্যা হয়রাত দেহ্লভী]

❐ اور تم کو دیکھا کہ (راہ حق کی تلاش میں بھٹکے) بھٹکے (پھر رہے) ہو۔ تو (تم کو دین اسلام کا)
سیدھا راستہ دکھایا — (ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی)

[এবং তোমাকে দেখলেন যে, সত্য পথের সন্ধানে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরছো, তখন তোমাকে দ্বীন-ইসলামের সোজা পথ দেখালেন। -ডিপুটী নযীর আহমদ]

❐ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا۔ سو (آپ کو شریعت کا) راستہ بتلا دیا۔ (اشرف علی تھانوی)

[এবং আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শরীয়ত সম্পর্কে অনবহিত পেয়েছেন, সুতরাং আপনাকে (শরীয়তের) পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। -আশরাফ আলী থানভী]

❐ اور تمھیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی — (مودودی)

[এবং তোমাকে পথ-অনভিজ্ঞ পেয়েছেন। অতঃপর হেদায়ত দান করেছেন। -মওদূদীকৃত তাফহীমুল ক্বোরআন]

❐ তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। -মা'আরেফুল ক্বোরআন

❐ তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। - আল-কুরআনুল করীম, অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

❐ এবং তিনি তোমাকে বিপথগামী পাইয়াছিলেন, পরিশেষে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। -গিরিশ চন্দ্র সেন

❐ اور تمھیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی — (اعلیٰحضرت امام احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ)

[এবং আপনাকে স্বীয় প্রেমে আত্মহারা পেয়েছেন, তখন নিজের দিকে পথ দেখিয়েছেন। -কানযুল ঈমান, কৃত, আ'লা হযরত শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি]

উপরোক্ত প্রায়সব অনুবাদকই ضَآلًّا শব্দকে بھٹکا ہوا (পথভ্রষ্ট) گم کردہ راہ (পথহারা) ইত্যাদি দ্বারা অনুবাদ করেছেন, যা মোটেই যথাযথ অনুবাদ নয়। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম শানে 'পথভ্রষ্ট', 'পথহারা', 'পথ-অনভিজ্ঞ', 'বিপথগামী' ইত্যাদি বলা সুস্পষ্ট বেয়াদবীই। কিন্তু শেষোক্ত (আ'লা হযরতের) অনুবাদটা কয়েকবারই পাঠ করে দেখুন

আর নিজেই ফয়সালা করুন! অনুবাদটা কতোই বিশুদ্ধ ও শালীনতার একেবারে নিকটবর্তী!

তদুপরি, নবী করীমের শানে পথহারা, পথভ্রষ্ট, বিপথগামী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলে নবীগণের মহামর্যাদা 'নিষ্পাপ হওয়া' (عصمت انبیاء)-কে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত অনুবাদকগণ সেটার পরোয়াই করেননি।

তাছাড়া, এ আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গীর (سیاق وسباق) প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেও উক্ত অনুবাদকগণ এ ভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারতেন। কারণ, একদিকে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করছেন– مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝ (অর্থাৎ আপনাকে আপনার প্রতিপালক ছেড়ে দেননি এবং না অপছন্দ করছেন এবং নিশ্চয় 'পরবর্তী' আপনার জন্য 'পূর্ববর্তী' থেকে উত্তম।) সুতরাং পরবর্তী আয়াতেই (আলোচ্য আয়াত) মহামর্যাদাবান রসূলের জন্য তথাকথিত 'পথভ্রষ্টতা' ইত্যাদির উল্লেখ কিভাবে এসে গেলো? আপনারা নিজেরাই গভীরভাবে চিন্তা করুন– হুযূর আলায়হিস্ সালাম যদি মুহূর্তকালের জন্যও 'পথভ্রষ্ট' হতেন, তাহলে সঠিক পথের উপর কে হতেন? অথবা এভাবে বলুন তিনি নিজে পথভ্রষ্ট, পথহারা হয়ে নিরুদ্দেশভাবে ঘুরতে থাকলে পথপ্রদর্শক হবেন কিভাবে?

সর্বোপরি, অন্য আয়াতে যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এরশাদ করছেন– مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝ (অর্থাৎ তোমাদের আক্বা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম না পথভ্রষ্ট হন, না বিপথে চলেন। –সূরা 'আন্-নাজ্ম), সেহেতু এ আয়াতে তিনি (আল্লাহ্) হুযূরকে পথভ্রষ্ট, পথহারা ইত্যাদি কিভাবে এরশাদ করলেন? তা কখনো হতে পারেনা।

সুতরাং আ'লা হযরত রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি-এর অনুবাদই যথার্থ এবং সব ধরণের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত।

ক্বোরআন করীমের অনুবাদ শব্দগত, না তাফসীর সম্মত হওয়া চাই?

যদি ক্বোরআন করীমের নিছক শব্দগত অনুবাদ করা হয়, তবে তা থেকে বহু ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কখনো আল্লাহ্র শানে বেয়াদবী হয়, কখনো নবীগণের শানে; কখনো ইসলামের বুনিয়াদী আক্বীদা আহত হয়। সুতরাং আপনি উপরোল্লেখিত অনুবাদগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করুন। আ'লা হযরত রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি ব্যতীত অন্যসব অনুবাদক ক্বোরআন পাকের নিছক শব্দগত অনুবাদ পেশ করেছেন; কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে উক্ত অনুবাদ যেমন শ্রুতিকটু, তেমনি ইসলামী আক্বীদার দৃষ্টিতে ধর্মীয় আক্বীদাও মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আপনি কি পছন্দ করবেন– যদি কেউ বলে, "আল্লাহ্ তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন"; "আল্লাহ্ তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন"; "আল্লাহ্ তাদের মনরক্ষা করছেন"; "আল্লাহ্ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করছেন"? আয়াত– اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [সূরাঃ বাক্বারা; আয়াতঃ ১৫]-এর অধিকাংশ অনুবাদক এ অনুবাদই করেছেন। তাঁদের মধ্যে ডিপুটী নযীর আহমদ দেওবন্দী, শেখ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী, ফতেহ্ মুহাম্মদ জালন্ধরী, আবদুল মাজেদ দেওবন্দী দরিয়া আবাদী, মীর্যা হায়রাত দেহলভী (গায়র মুক্বাল্লিদ), নওয়াব ওয়াহীদুজ্জামান (গায়র মুক্বাল্লিদ), স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড়ী (নেচারী) এবং শাহ রফী' উদ্দীন, মওদূদী, মুফ্তী মুহাম্মদ শফী ও গিরিশ চন্দ্র সেন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুরূপভাবে, আয়াত– ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ; [পারাঃ ৮; সূরাঃ আ'রাফ; আয়াতঃ ৫৪]। اِسْتَوٰى শব্দটা ক্বোরআন করীমের কতিপয় স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন– "অতঃপর স্থির হয়েছেন তখতের উপর"– (আশেকে ইলাহী), "অতঃপর স্থির হয়েছেন আরশের উপর" (শাহ্ রফী' উদ্দীন); "অতঃপর আল্লাহ্ সুউচ্চ আরশের উপর স্থির হয়েছেন"– (ডিপুটী নযীর আহমদ); "অতঃপর উপবিষ্ট হয়েছেন আরশের উপর"– (শাহ আবদুল ক্বাদের); "অতঃপর তখতের উপর আরোহণ করেছেন"– (নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান গায়র মুক্বাল্লিদ); অতঃপর আরশের উপর দীর্ঘায়িত হয়েছেন।" (ওয়াজদী সাহেব ও মুহাম্মদ যূসুফ কাকূরভী); "অতঃপর আপন সালতানাতের তখতের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।" –(মওদূদী); "অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।" –(মা'আরেফুল ক্বোরআন); "তৎপর সিংহাসনে স্থিতি করিয়াছিলেন।" –(গিরিশ চন্দ্র সেন); "তিনি আরশে সমাসীন হন।" (অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)।

অনুরূপভাবে, আয়াত– فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [পারাঃ ১; সূরাঃ বাক্বারা; আয়াতঃ ১১৫]-এর মধ্যে وَجْهُ اللّٰهِ -এর অনুবাদ অধিকাংশ অনুবাদক এভাবে করেছেন– 'আল্লাহ্র মুখ'; 'আল্লাহ্র চেহারা।' সুতরাং শাহ রফী' উদ্দীন সাহেব অনুবাদ করেছেন– " پس جدھر کو منہ کرو پس وہیں ہے منہ اللہ کا " [অতঃপর যে দিকেই মুখ করো, সেদিকেই আল্লাহ্র মুখ], 'আল্লাহ্র চেহারা' (নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান গায়র মুক্বাল্লিদ ও মুহাম্মদ যূসুফ) اُدھر اللہ ہی کا رُخ ہے ['সেখানেই আল্লাহ্র চেহারা' – শেখ মাহমূদুল হাসান ও আশেকে ইলাহী দেওবন্দী ও মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী ও মওদূদী]; ادھر اللہ کا سامنا ["সেখানে আল্লাহ্র সম্মুখে।" – ডিপুটী নযীর আহমদ, মীর্জা হায়রাত গায়র মুক্বাল্লিদ দেহ্লভী, সৈয়দ ইরফান আলী শিয়া]।

ঐসব অনুবাদ পাঠ করার পর আ'লা হযরত আযীমুল বরকত (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর অনুবাদ দেখুন! এ তিনটি আয়াতের কোনটারই অনুবাদ তিনি 'উর্দু' প্রতিশব্দ দ্বারা করেননি। কারণ, ক্বোরআনী শব্দাবলী– استوٰی - استهزاء - وجه الله -এর

অনুবাদের জন্য উর্দুতে এমন কোন প্রতিশব্দ নেই, যা দ্বারা শব্দগত অনুবাদ করে অনুবাদক শরীয়তের পাক্‌ড়াও থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেন।

সে কারণে আ'লা হযরত ক্বোরআনের 'শব্দ'-কে হুবহু রেখেই অনুবাদ করেছেন–

১) اللہ ان سے استہزا فرماتا ہے جیسا اسکی شان کے لائق ہے [আল্লাহ্ তাঁদের সাথে 'ইস্তিহ্‌যা' করেন (যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায়।]

২) پھر عرش پر استواء فرمایا (جیسا اس کی شان کے لائق ہے) —— [অতঃপর তিনি আরশের উপরে 'ইস্তেওয়া' ফরমায়েছেন (যেমনটি তাঁর শানের উপযোগী)]

৩) تو تم جدھر منہ کرو اُدھر وجہ اللہ ہے (خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے) — [সুতরাং তোমরা যে দিকে মুখ করো সেদিকেই 'ওয়াজ্‌হুল্লাহ্' (খোদার রহমত তোমাদের দিকে নিবদ্ধ হয়।)]

এ থেকে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, ক্বোরআন করীমের শব্দগত অনুবাদ করা প্রত্যেক স্থানে সম্ভবপর নয়। ঐ সব স্থানে অনুবাদ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে তাফসীরসম্মত অনুবাদ করা। ফলে, মাহাত্ম্যও সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর অনুবাদেও কোনরূপ ব্যাধি (বিভ্রান্তি) থাকবে না। আ'লা হযরতের ঈমান মজবুতকারী অনুবাদের মাধুর্য ও যথার্থতার ভিত্তিতে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, 'কান্‌যুল ঈমানই' ক্বোরআনের অনুবাদের একটা মানদণ্ডরূপী অনুবাদ, যা অনুবাদ সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটির বহু উর্ধে।

মোটকথা, এ কতিপয় তুলনামূলক দৃষ্টান্ত সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সম্মুখে তুলে ধরলাম। এতদ্ব্যতীত, আরো বহু উদাহরণ রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধি এড়ানোর জন্য এখানে উল্লেখ করলাম না। তবুও এ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ক্বোরআন মজীদের সঠিক অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস। আ'লা হযরত শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এক একটা আয়াতের অনুবাদ করার সময় প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ অনুসারে যথাযথ ও মার্জিত অনুবাদই করতেন। এ কারণেই আ'লা হযরতের প্রসিদ্ধ তরজমা-ই-ক্বোরআন - 'কান্‌যুল ঈমান' (উর্দু ভাষায়) একমাত্র সঠিক, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অনন্য গ্রন্থ। বলা বাহুল্য এরই বঙ্গানুবাদ হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র ক্বোরআনের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদ।

আ'লা হযরতের তরজমা-ই-ক্বোরআন-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকারী আরো কতিপয় প্রমাণ্য পুস্তকঃ

- توضیح البیان (তাওযীহুল বয়ান)ঃ কৃত, আল্লামা গোলাম রসূল সা'ঈদী
- محاسن کنز الایمان (মাহাসিনে কান্‌যুল ঈমান)ঃ কৃত, শের মুহাম্মদ খাঁন আ'ওয়ান
- تراجم قرآن کا تقابلی جائزہ (তারাজুমে ক্বোরআন কা তাক্বাবুলী জা-ইযাহ্)ঃ কৃত, শায়খুল ইসলাম সৈয়দ মুহাম্মদ মাদানী মিঞা
- دیوبندی ترجموں کا آپریشن (দেওবন্দী তরজমোঁ কা ওপারেশন)ঃ কৃত, মাওলানা মাহবুব আলী খাঁন
- منازل انتخاب (মানাযিলে ইন্তিখাব)ঃ কৃত, মাওলানা ইন্তেখাব ক্বাদীর মুরাদাবাদী
- ترجمہ اعلحضرت کے علمی محاسن (তরজমা-ই-আ'লা হযরত কে ইলমী মাহাসিন)ঃ কৃত, আল্লামা আখ্‌তার রেযা খাঁন আযহারী
- انوار کنز الایمان (আনওয়ারে কান্‌যুল ঈমান)ঃ কৃত, মাওলানা জামাল ওয়ারিস্ (বোম্বাই)
- قرآن شریف کے غلط ترجموں کی نشاندہی — (ক্বোরআন শরীফ কে গালাত তরজমোঁ কী নিশানদেহী)ঃ কৃত, ক্বারী যিয়াউল মুস্তাফা আ'যমী

ইমাম আহমদ রেযা ইশ্‌ক্ব ও মুহাব্বতের ভাষায় ক্বোরআনে হাকীমের এমন এক 'তরজমা' (অনুবাদ) পেশ করেছেন, যা জ্ঞানগত, সাহিত্যগত ও আক্বীদাগত প্রতিটি দিক দিয়ে এক কষ্টিপাথর এবং ক্বোরআনের বাস্তব ঝলকের আয়নাস্বরূপ।

হযরত সদরুশ শরী'আহ্ মাওলানা আমজাদ আলী আ'যমী আলায়হির রাহমাহ্, প্রণেতা, 'বাহারে শরী'আত'-এর বারংবার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩৩০ হিজরী, মোতাবেক ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এ (উর্দু) অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছিলো। এর নাম রাখা হয় 'কান্‌যুল ঈমান ফী তরজমাতিল ক্বোরআন'।

তাফসীরের কিতাবাদি ও অভিধান ইত্যাদি দেখা ছাড়াই আ'লা হযরত তাঁর বরকতময় মুখে অনর্গল বলে যেতেন, আর সদ্‌রুশ শরী'আহ্ লিখতে থাকতেন। পরক্ষণে যখন হযরত সদরুশ্ শরী'আহ্ ও অন্যান্য ওলামা কেরাম উক্ত 'তরজমাকে তাফসীরের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির সাথে মিলিয়ে নিতেন, তখন এটা দেখে হতভম্ব হয়ে যেতেন যে, তিনি অনর্গল কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যেই 'অনুবাদ' করেছেন, তা নির্ভরযোগ্য তাফসীরগুলোরই একেবারে অনুরূপ এবং সেগুলোর প্রতিচ্ছবিই।

জনাব মালিক শের মুহাম্মদ খান আ'ওয়ান (কালাবাগ) এ তরজমা সম্পর্কে মন্তব্য করেন–

"এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, এ 'তরজমা' হচ্ছে– শব্দগতও, পরিভাষাগতও। এভাবে শব্দ ও পরিভাষার সুন্দর সমন্বয় সাধন

তাঁর 'তরজমা'র এক বিরাট বৈশিষ্ট্যই।" তদুপরি তিনি এ অনুবাদ থেকে এ মূলনীতিই নির্ণয় করেছেন যে, "অনুবাদ হবে অভিধানের অনুরূপ এবং শব্দগুলোরও একাধিক অর্থের মধ্য থেকে এমন অর্থ বেছে নেয়া হবে, যা আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গির (سیاق و سباق) দিক দিয়ে সর্বাধিক উপযুক্ত ও যথাযথ হয়, তখনই সেই অনুবাদ শ্রেষ্ঠতর হবে।"

এ 'তরজমা' থেকে ক্বোরআনের নিগূঢ় রহস্যাদি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, তা সাধারণতঃ অন্যান্য 'তরজমা' বা অনুবাদে প্রকাশ পায় না। এ 'অনুবাদ' সহজ-সরল হওয়ার সাথে সাথে ক্বোরআনের 'রূহ' এবং 'আরবী বাচনভঙ্গী'র অত্যন্ত কাছাকাছিও।

আ'লা হযরতের অনুবাদের স্পষ্টতম বৈশিষ্ট্য এটাও যে, তিনি প্রতিটি স্থানে নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর প্রতি আদব ও সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদা ও নিষ্পাপ হবার বিষয়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। (মহাসিনে কান্‌যুল ঈমান, লাহোর ঃ ২৭ পৃষ্ঠা)

'ইলমে তাফসীর'-এ আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হির জ্ঞান-গভীরতা 'কান্‌যুল ঈমান' থেকে তেমনি প্রকাশ পায়, যেমন প্রকাশ পায় তাঁর এ বিষয়ে অন্যান্য মহান কীর্তি থেকেও। তিনি 'আয্ যালালুল আন্‌ক্বা 'আন বাহ্‌রে সাফীনাতিন্ আত্‌ক্বা' নামক একখানা 'তাফসীরী হাশিয়া' আরবী ভাষায় তাফসীরে খাযিনের উপর লিখেছেন। তাছাড়া, 'তাফসীরে বায়দাভী', 'তাফসীরে দুররে মানসূর', 'তাফসীরে মা'আলিমুত্তান্‌যীল', 'আন্-ইত্‌ক্বান ফী উলুমিল ক্বোরআন' এবং 'ইনায়াতুল কাযী'র উপর বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় 'হাশিয়া' (পার্শ্ব ও পাদটীকা) লিখেছেন।

এ বিশুদ্ধতম তরজমা-ই-ক্বোরআন্ 'কান্‌যুল ঈমান'-এর সাথে এরই 'হাশিয়া' বা পার্শ্ব ও পাদটীকা হিসেবে উপমহাদেশের সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্‌সিরে ক্বোরআন, আহলে সুন্নাতের মহান পথ প্রদর্শক, আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হির খলীফা, সম্মানিত ওলামা কেরামের নয়নমণি, অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান' সংযোজিত হয়ে সোনায় সোহাগা হলো। এটা এমন এক তাফসীর, যা সুন্নী 'তথা মুসলিম বিশ্বকে অন্য কোন তাফসীরের প্রতি মুখাপেক্ষী রাখে না। এতে আ'লা হযরতের অনুবাদের যথার্থতা ও বিশুদ্ধতাকে নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি ও অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া, তাতে পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতগুলোর উক্ত অনুবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেগুলোর প্রয়োজনীয় তাফসীর বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অনুবাদের সাথে সাথে টীকাগুলোও নম্বর অনুসারে পড়ে নিলে আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্মানিত পাঠক সমাজের সামনে অতি সহজেই প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে।

বস্তুতঃ উক্ত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, আহলে সুন্নাতের আদর্শই একমাত্র সঠিক ও ইসলামের আসল রূপরেখা। পক্ষান্তরে, তা সর্বপ্রকারের বাতিলের ভোজবাজির প্রাচীরে চিড় ধরিয়ে দেয়।

এ তাফসীরে (খাযাইনুল ইরফান) আরো বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণও সুস্পষ্ট। যেহেতু তাতে রয়েছে–

প্রায় সব আয়াতের শানে নুযূল, আহলে সুন্নাতের আক্বাইদ সম্পর্কিত বিষয়াদির সপ্রমাণ বিবরণ, বিধি-বিধান জ্ঞাপক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাসহ ফিক্বহ্‌র মাস্‌আলা-মাসাইল, তাওহীদ ও রিসালতের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন এবং কুফর ও শির্কের অকাট্যভাবে খণ্ডন এবং তাফসীরগত, আক্বাইদগত ও সমসাময়িক বহু জটিল বিষয়ের সমাধান ইত্যাদি।

মোটকথা, প্রায় সব আবশ্যকীয় গুণাবলীর ধারক এ প্রসিদ্ধতম তরজমা ও তাফসীর যেহেতু উর্দু ভাষায় লিখিত, সেহেতু উর্দু ভাষীগণই শুধু এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারছেন। এ কারণে বাংলাভাষীদেরও দীর্ঘ কালের এ চাহিদা এবং দাবীই অপূরণীয় থেকে যায় যে, এর বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া হোক!

আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে দীর্ঘ এক যুগাধিক কাল যাবৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে এ উভয় কিতাবের সরল বঙ্গানুবাদ করার প্রয়াস পেলাম। বঙ্গানুবাদের নিরীক্ষণের জন্য গোটা পাণ্ডুলিপি ইমামে আহলে সুন্নাত, উস্‌তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর, হযরতুল আল্লামা ক্বাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ও আমার পরম সম্মানিত ওস্তাদ, উস্তাযুল ওলামা, গায্‌যালী-ই যমান আল্লামা আলহাজ্ মুসলেহ্ উদ্দীন সাহেব (মাদ্দাযিল্লুহুমাল আলী)র গোচরীভূত করা হয়েছে। তাঁরা এবং দেশ বিদেশের সম্মানিত পীর মাশায়েখ, দক্ষ ওলামা কেরাম ও বুদ্ধিজীবীগণ এ বঙ্গানুবাদের উপর তাঁদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে 'অভিমত' প্রদান করেছেন।

সম্মানিত পাঠক সমাজ তথা বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের খেদমতে আরয, আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে উক্ত প্রসিদ্ধতম ও বিশুদ্ধতম তরজমাই-ক্বোরআন ও তাফসীর 'কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান'-এর সরল বঙ্গানুবাদ এখন মুদ্রিত গ্রন্থাকারে বহুল প্রচারিত।

অতএব, পবিত্র ক্বোরআনের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত উক্ত কিতাবখানি সংগ্রহ করে পাঠ পর্যালোচনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ পাক তৌফিক দিন ও কবূল করুন! আমীন!

ক্বোরআন মজীদের কতগুলো জরুরী বিষয়ের

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হুযূর আন্‌ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শেষ নবী				
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ	১	বাক্বারা	৮৯	৩৬
اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ	৬	মা-ইদাহ্	৩	২০৬
وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط	২২	আহ্যাব	৪০	৭৬৪
اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا	২২	আহ্যাব	৪৫	৭৬৫
হুযূর আন্‌ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সমগ্র সৃষ্টির নবী				
اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ط	৯	আ'রাফ	১৫৮	৩১৪
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ط	১৭	আম্বিয়া	১০৭	৬০৪
لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا	১৮	ফোরক্বান	১	৬৫৩
وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ ط	২২	সাবা	২৮	৭৭৯
اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ط	৩০	কাওসার	১	১০৯৯
হুযূর আন্‌ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) 'নূর'				
قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ	৬	মা-ইদাহ্	১৫	২১১
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ	১০	তাওবা	৩২	৩৫৪
مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ الخ	১৮	নূর	৩৫	৬৪৫
اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ (تا) وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا	২২	আহ্যাব	৪৫	৭৬৫
يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ الخ	২৮	সাফ্ফ	৮	৯৯৫
হুযূর আন্‌ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র যিক্‌র				
اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ط	১৩	রা'দ	২৮	৪৬০
قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُوْلًا الآية	২৮	তালাক্ব	১০-১১	১০০৭
اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ط	৩০	গা-শিয়াহ্	২১	১০৭৫
হুযূর আন্‌ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র দলীল				
قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط	৬	নিসা	১৭৫	২০৩
هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ	২৬	ফাত্হ	২৮	৯১৯

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
হুযূর আন্ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হাযির-নাযির				
وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا	২	বাক্বারা	১৪৩	৫৩
وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ	৪	আল্-ই-ইম্রান	১০১	১৩১
وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا ط	৪	আল্-ই-ইম্রান	১০৩	১৩১
وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا	৫	নিসা	৪১	১৬৮
وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآؤُكَ	৫	নিসা	৬৪	১৭৪
وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ الخ	৯	আন্ফাল	৩৩	৩৩৩
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ	১১	তাওবা	১২৮	৩৮২
اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ	২১	আহ্যাব	৬	৭৫৩
اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا	২৬	ফাত্হ	৮	৯১৪
اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ	২৯	মুয্যাম্মিল	১৫	১০৩৭
হুযূর আন্ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে ইল্মে গায়ব দেয়া হয়েছে				
وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ	৪	আল্-ই-ইম্রান	১৭৯	১৪৯
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ الخ	৫	নিসা	১১৩	১৮৯
مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ	৭	আন্'আম	৩৮	২৪৯
وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ	৭	আন্'আম	৫৯	২৫৩
وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ الخ	১১	য়ূনুস	৩৭	৩৯১
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ	১৪	নাহ্ল	৮৯	৫০১
اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۗ	২৭	আর্-রাহ্মান	১-২	৯৫৬
فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ الخ	২৯	জিন্	২৬-২৭	১০৩৫
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ط	৩০	তাক্ভীর	২৪	১০৬২
হুযূর আন্ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি আদব বজায় রাখা ঈমানের মূলভিত্তি				
حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الخ	৫	নিসা	৬৫	১৭৪
وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ	৬	মা-ইদাহ্	১২	২১০
وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا	৯	আ'রাফ	১৫৭	৩১৪
اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ	৯	আন্ফাল	২৪	৩৩০
لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ	১৮	নূর	৬৩	৬৫৩
اِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ	২২	আহ্যাব	৩৬	৭৬২
لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ الخ	২২	আহ্যাব	৫৩	৭৬৮
وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ط	২৬	ফাত্হ	৯	৯১৪
لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ	২৬	হুজুরাত	১	৯২০
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ	২৬	হুজুরাত	২	৯২০

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা

হুযূর আন্‌ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি বেয়াদবী কুফ্‌র

لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا	১	বাক্বারা	১০৪	৪১
وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ الخ	১০	তাওবা	৬১	৩৬২
لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ الخ	১০	তাওবা	৬৬	৩৬৩
اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ الخ	২২	আহ্‌যাব	৫৭	৭৭০
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ	২৩	সোয়াদ	৭৭	৮২৬
اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ	২৬	হুজুরাত	২	৯২১

সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর হুমকি তরবারী তুল্য

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا	১	বাক্বারা	১২৬	৪৮
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ الخ	১	বাক্বারা	১২৯	৪৯
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ الخ	১১	য়ূনুস্‌	৮৮	৪০০
قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ	১২	য়ূসুফ	৪১	৪৩৮
رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ	১৩	ইব্রাহীম	৩৭	৪৭৩
فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ الخ	১৬	তোয়াহা	৯৭	৫৮২
رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ الخ	২৯	নূহ	২৬	১০৩২

হুযূর আন্‌ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যার সম্পর্ক থাকে সে মহত্বের অধিকারী হয়

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا	২	বাক্বারা	১৪৩	৫৩
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ	৪	আল্‌-ই-ইমরান	১১০	১৩৩
لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ	১৪	হিজ্‌র	৭২	৪৮৩
يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ	২২	আহ্‌যাব	৩২	৭৬১
لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ	৩০	বালাদ	১	১০৭৯
وَالضُّحٰى ۙ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ	৩০	দোহা	১-২	১০৮৪
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ	৩০	তীন	৩	১০৮৭

মহান প্রতিপালক আল্লাহ্‌ হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তুষ্টি চান

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا	২	বাক্বারা	১৪৪	৫৪
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى	৩০	দোহা	৫	১০৮৪

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
সাহাবা কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী				
ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ	১	বাক্বারা	২	৪
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ	১	বাক্বারা	১৩	৯
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ	১	বাক্বারা	১২৯	৪৯
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ	১	বাক্বারা	১২৯	৪৯
فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ	১	বাক্বারা	১৩৭	৫১
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا	২	বাক্বারা	২১৮	৭৯
وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ	৪	আল্-ই-ইমরান	১৫২	১৪২
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ	৪	আল্-ই-ইমরান	১৫৫	১৪৩
وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى	৫	নিসা	৯৫	১৮৪
وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ	৫	নিসা	১১৩	১৮৮
اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا	৬	মা-ইদাহ্	৭	২০৯
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا	৯	আন্‌ফাল	৪	৩২৬
اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ	১০	তাওবা	৮৯	৩৬৯
لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ الخ	১১	তাওবা	১১৭	৩৭৯
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ	২২	সাবা	৪	৭৭৩
وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى	২৬	ফাত্‌হ	২৬	৯১৯
وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ الخ	২৬	ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ	২৬	ফাত্‌হ	২৯	৯১৯
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى	২৬	হুজুরাত	৩	৯২১
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ الخ	২৬	হুজুরাত	৭	৯২২
لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الخ	২৮	হাশ্‌র	৮	৯৮৩
وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ الخ	২৮	হাশ্‌র	৯	৯৮৪
وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ	২৮	জুমু'আহ্	৩	৯৯৭
هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ الخ	২৮	মুনাফিকুন	৭	১০০০
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ	৩০	বাইয়্যেনাহ্	৮	১০৯১
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবার-পরিজনদের বৈশিষ্ট্যাদি				
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا	৩	আল্-ই-ইম্‌রান	৬১	১২১
وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا الخ	৪	আল্-ই-ইম্‌রান	১০৩	১৩১
اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ الخ	৫	নিসা	৫৪	১৭১
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ	৯	আন্‌ফাল	৩৩	৩৩৩
وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ	১৬	তোয়াহা	৮২	৫৮০
اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ	২২	আহ্‌যাব	৩৩	৭৬১

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
إِنَّ اللهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ الخ	২২	আহ্‌যাব	৫৬	৭৬৯
وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ	২৩	সাফ্‌ফাত	২৪	৮০৬
قُلْ لَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا	২৫	শূরা	২৩	৮৬৯
وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى	৩০	দোহা	৫	১০৮৪
أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ	৩০	বাইয়্যেনাহ্‌	৭	১০৯১

হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র বিবিগণও হুযূরের 'পরিবার-পরিজন'-এর অন্তর্ভূক্ত

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ	৪	আল্-ই-ইম্‌রান	১২১	১৩৬
رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ	১২	হূদ	৭৩	৪১৯
فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْا إِنِّيْ اٰنَسْتُ	১৬	তোয়াহা	১০	৫৭১
نَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ	১৭	আম্বিয়া	৭৬	৫৯৯
فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ	২০	ক্বাসাস	৮	৬৯৯
وَسَارَ بِأَهْلِهِ اٰنَسَ	২০	ক্বাসাস	২৯	৭০৪-৫
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ	২২	আহ্‌যাব	৩৩	৭৬১

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)-এর গুণাবলী

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ	৩	বাক্বারা	২৭৪	১০১
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ	৪	আল্-ই-ইমরান	১৫৯	১৪৪
وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ الخ	৮	আ'রাফ	৪৩	২৮৭
ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ	১০	তাওবা	৪০	৩৫৭
وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ	১৮	নূর	২২	৬৪০
وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى	২০	ক্বাসাস	৬০	৭১১
هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهُ الخ	২২	আহ্‌যাব	৪৩	৭৬৪
اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ الخ	২৩	যুমার	১৮	৮৩০
وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ	২৪	যুমার	৩৩	৮৩৩
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا الخ	২৬	আহ্‌ক্বাফ	১৫	৮৯৯
وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ	২৬	ফাত্‌হ	২৯	৯২০
إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ	২৬	হুজুরাত	৩	৯২১
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ الخ	২৭	আর্-রাহমান	৪৬	৯৬০
لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ	২৭	হাদীদ	১০	৯৬৯
فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ	২৮	তাহ্‌রীম	৪	১০০৯
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى (پوری سورة)	৩০	লায়ল	১-২১	১০৮২
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى لا الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ الخ	৩০	লায়ল	১৭-১৮	১০৮২

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা

হযরত ওমর ফারূক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)-এর গুণাবলী

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى الخ	১	বাক্বারা	১২৫	৪৮
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ الخ	২	বাক্বারা	১৮৭	৬৮
هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ الخ	১০	আন্ফাল	৬২	৩৪২
يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ	১০	আন্ফাল	৬৪	৩৪২
وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ	২৮	সাফ্ফ	১৩	৯৯৫
عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ الخ	২৮	তাহ্রীম	৫	১০০৯

হযরত ওস্মান গণী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর গুণাবলী

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ	৩	বাক্বারা	২৬১	৯৮
فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ	২১	আহ্যাব	২৩	৭৫৮
اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ	২৩	যুমার	৯	৮২৮
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ	২৭	হাদীদ	৭	৯৬৮
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى	৩০	আ'লা	১০	১০৭৪

হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)-এর গুণাবলী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ	২৮	মুজাদালাহ্	১২	৯৭৮
يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا (پندره آيات)	২৯	দাহ্র	৭-২১	১০৪৬

হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা)-এর গুণাবলী

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا	৫	নিসা	৪৩	১৬৮
اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ	১৮	নূর	১১-২০	৬৩৭
اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ (انيس آيات)	১৮	নূর	২৬	৬৪১
يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ (سوله آيات)	২২	আহ্যাব	৩২৭-৪২	৭৬১

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হ)-এর খিলাফত

مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ الخ	৬	মা-ইদাহ্	৫৪	২২২
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا مِنْكُمُ الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الخ	১৮	নূর	৫৫	৬৪৯
سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ	২৬	ফাত্হ	১৬	৯১৬
لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ (تا) اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ	২৮	হাশ্র	৮	৯৮৩

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা

হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا	২	বাক্বারা	১৪৩	৫৩
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا الخ	৪	আল্-ই-ইমরান	১০৩	১৩২
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ الخ	৫	নিসা	১১৫	১৮৯

আল্লাহ্‌র ওলীগণের গুণাবলী

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ	৯	আন্‌ফাল	৩৪	৩৩৪
اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ الخ	১১	যূনুস	৬২	৩৯৬

আল্লাহ্‌র ওলীগণের কারামত (অলৌকিক ক্ষমতা) সত্য

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا الخ	৩	আল্-ই-ইমরান	৩৭	১১৬
وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ الخ	১৫	কাহ্‌ফ	১৮	৫৩৮
فَانْطَلَقَا حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ الخ	১৫	কাহ্‌ফ	৭১	৫৪৮
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ	১৬	কাহ্‌ফ	৮৪	৫৫১
وَهُزِّىۤ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ	১৬	মার্‌য়াম	২৫	৫৫৯
قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ الخ	১৯	নাম্‌ল	৪০	৬৯০

বুযর্গগণের তাবার্‌রুকে বালা-মুসীবতের প্রতিকার

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ الخ	২	বাক্বারা	২৪৮	৯০
اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ الخ	১৩	য়ূসুফ	৯৩	৪৪৯
فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا الخ	১৬	মার্‌য়াম	২৬	৫৫৯
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ الخ	১৬	তোয়াহা	৯৬	৫৮২
اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ	২৩	সোয়াদ	৪২	৮২৩

মু'মিনদের সাহায্যকারী প্রচুর

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ	১	বাক্বারা	৮৭	৩৫-৩৬
مَنْ اَنْصَارِىْۤ اِلَى اللّٰهِ	৩	আল্-ই-ইমরান	৫২	১২০
وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا	৫	নিসা	৭৫	১৭৬
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى	৬	মা-ইদাহ্	২	২০৫
اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا	৬	মা-ইদাহ্	৫৫	২২২

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ	১০	আন্ফাল	৬৬	৩৪২
وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا	১৫	বনী ইস্রাঈল	৮০	৫২৮
فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ الخ	১৬	কাহ্ফ্	৯৫	৫৫২
اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ الخ	১৯	শু'আরা	৮৯	৬৭৪
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۙ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ○	১৯	শু'আরা	১০০০	৬৭৪
وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرًا	২৮	তাহ্রীম	৪	১০০৯

বে-ঈমানদের কোন সাহায্যকারী নেই

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ	১	বাক্বারা	১০৭	৪৩
مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ الخ	১	বাক্বারা	১২০	৪৭
وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ	৩	বাক্বারা	২৭০	১০০
وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ	৩	আল্-ই-ইমরান	২২	১১২
وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○	৫	নিসা	১২৩	১৯০
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ○	৫	নিসা	১৪৫	১৯৬
وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○	৬	নিসা	১৭৪	২০৩
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ الخ	৭	আন্'আম	৭০	২৫৬
وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○	১০	তাওবা	৭৪	৩৬৫
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ	১২	হূদ	২০	৪০৯
مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ○	১৩	রা'দ	৩৭	৪৬৩
وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ	১৫	বনী ইস্রাঈল	৯৭	৫৩১
وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا	১৫	কাহ্ফ্	১৭	৫৩৮
وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ	১৭	হাজ্জ্	৭১	৬১৮
وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ	২০	'আন্কাবূত	২৫	৭২১
فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ	২১	রোম	২৯	৭৩৪
وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○	২১	আহ্যাব	১৭	৭৫৬
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا	২২	আহ্যাব	৬৫	৭৭১
وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ الخ	২৪	মু'মিন	১৮	৮৪৩
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○	২৪	মু'মিন	২১	৮৪৩
وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ	২৪	হা-মীম-সাজদাহ্	১৬	৮৫৭
وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ	২৫	শূরা	৮	৮৬৫
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ الخ	২৫	শূরা	৪৪	৮৭২
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ	২৫	শূরা	৪৬	৮৭৩
وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ	২৬	আহ্কাফ	৩২	৯০৪

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মৃতরা শুনতে পায়				
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ (صالح عليه السلام)	৮	আ'রাফ	৭৯	২৯৬
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ (شعيب عليه السلام)	৯	আ'রাফ	৯৩	২৯৯
وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا الخ	২৫	যুখ্‌রুফ	৪৫	৮৮১
আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ ওফাতের পর সাহায্য করেন				
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا	১	বাক্বারা	৮৯	৩৬
لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ	৩	আল্-ই-ইমরান	৮১	১২৬
وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ	১৭	আম্বিয়া	১০৭	৬০৪
وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا	২২	সাবা	২৮	৭৭৯
আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ দূর থেকে শুনেন, দেখেন ও সাহায্য করেন				
وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ	৩	আল্-ই-ইমরান	৪৯	১১৯
وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	৭	আন্'আম	৭৬	২৫৭
اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ	৮	আ'রাফ	২৭	২৮৪
وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ	১২	য়ূসুফ	২৪	৪৩৩
اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ	১৩	য়ূসুফ	৯৪	৪৪৯
وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ	১৭	হাজ্জ্	২৭	৬১০
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا	১৯	নাম্‌ল	১৯	৬৮৭
اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ	১৯	নাম্‌ল	৪০	৬৯০
قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ	২১	সাজ্‌দাহ্	১১	৭৪৭
আল্লাহ্‌র ওলীগণ সমস্যার সমাধানদাতা ও দানশীল				
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ	১	বাক্বারা	৬০	২৭
فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا	২	বাক্বারা	২৪৮	৯০
وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ	৩	আল্-ই-ইমরান	৪৯	১১৮
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ الخ	৯	আন্‌ফাল	৩৩	৩৩৩
وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ	১২	য়ূসুফ	২৪	৪৩৩
فَلَمَّا اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ	১৩	য়ূসুফ	৯৬	৪৪৯
لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا	১৬	মার্‌য়াম	১৯	৫৫৮
لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ	২৬	ফাত্‌হ	২৫	৯১৮
فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ	২৭	যা-রিয়াত	৩৫	৯৩৫

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা

বুযর্গদের নিকটে দো'আ মাক্ববূল (গ্রহণীয়)

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ الخ	১	বাক্বারা	৫৮	২৬
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ	৩	আল্-ই-ইমরান	৩৮	১১৬
جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ الخ	৫	নিসা	৬৪	১৭৪

বুযর্গ স্থানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا	১	বাক্বারা	৫৮	২৬
وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى	১	বাক্বারা	১২৫	৪৮
اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ الخ	২	বাক্বারা	১৫৮	৫০
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى	১৬	তোয়াহা	১২	৫৭১
لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ	৩০	বালাদ	১-২	১০৭৯
وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ	৩০	তীন	৩	১০৮৭

স্মৃতি স্মারক প্রতিষ্ঠা করা

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ	২	বাক্বারা	১৮৫	৬৭
وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ	৬	মা-ইদাহ্	৭	২০৯
تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا الخ	৭	মা-ইদাহ্	১১৪	২৪০
فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا	১১	য়ূনুস	৫৮	৩৯৫
وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ	১৩	ইব্রাহীম	৫	৪৬৬
اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۙ	৩০	ক্বদর	১	১০৯০

ক্ববরের আযাব সত্য

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا الخ	২৪	মু'মিন	৪৬	৮৪৭
اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا	২৯	নূহ	২৫	১০৩১

ইমামগণের তাক্বলীদ (অনুসরণ) করা আবশ্যক

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ		ফাতিহা	৬	৩
لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ	৫	নিসা	৮৩	১৭৯
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا الخ	৫	নিসা	১১৫	১৮৯
وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ	১১	তাওবা	১১৯	৩৭৯

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا	১১	তাওবা	১২২	৩৮০
فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ الخ	১৭	আম্বিয়া	৭	৫৯০
وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ	১৭	হাজ্জ্	৭৮	৬২০
وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ	২১	লোক্বমান	১৫	৭৪১

নিজের বাতিল আক্বীদাকে গোপন করে সুবিধাবাদীপন্থা (تقيه) অবলম্বন করা হারাম

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا	১	বাক্বারা	১৪	৯
فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ	৩	আল্-ই-ইমরান	৬৪	১২২
قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً	৫	নিসা	৯৭	১৮৪
يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ الخ	৬	মা-ইদাহ্	৬৭	২২৫
وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ	৮	আ'রাফ	২১	২৮৩
قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ الخ	১১	য়ূনুস্	১০৪	৪০৪
مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ	১৭	আম্বিয়া	৫২	৫৯৬
اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً	২৮	মুনাফিক্বুন	২	৯৯৯

সাময়িক বিবাহ (متعه) হারাম

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ	৫	নিসা	২৪	১৬৩
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا	১৮	নূর	৩৩	৬৪৪
فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ	২৯	মা'আরিজ	৩১	১০২৭

নারীদের জন্য পর্দা অত্যাবশ্যক

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ	৪	নিসা	১৫	১৬০
قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ	১৮	নূর	৩১	৬৪৩
وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ	১৮	নূর	৬০	৬৫১
وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ	২২	আহ্যাব	৩৩	৭৬১
وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا	২২	আহ্যাব	৫৩	৭৬৮
لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ	২৮	তালাক্ব	১	১০০৪

পুরুষে পুরুষে বলৎকার বা (لواطت – পায়ু সঙ্গম) করা হারাম

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ الخ	২	বাক্বারা	২২২	৮১
اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ	৮	আ'রাফ	৮০	২৯৬

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا	৮	আ'রাফ	৮৪	২৯৭
فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ	১৮	মু'মিনূন	৭	৬২১

নামায পাঁচ ওয়াক্ত

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى	২	বাক্বারা	২৩৮	৮৮
فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ	২১	রোম	১৭	৭৩২

আমরা সবাই হুযূর আন্ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গোলাম

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ الخ	২১	আহ্যাব	৬	৭৫৩
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الخ	২২	আহ্যাব	৩৬	৭৬২

ধর্মত্যাগীর (مـرتـــد) শাস্তি হত্যা

فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ الخ	১	বাক্বারা	৫৪	২৫

অস্বীকৃতি (نـــفى)-এর উদ্দেশ্যবস্তুও দলীল

فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ الخ	৮	আন্'আম	১৫১	২৭৬
قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○	২০	নাম্ল	৬৪	৬৯৩

হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا	১	বাক্বারা	২৬	১৪
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ	১	বাক্বারা	১২৯	৪৯
قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ	৩	আল্-ই-ইমরান	৩২	১১৪
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ	৫	নিসা	৬৫	১৭৪
مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ الخ	৫	নিসা	৮০	১৭৭
قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ	৬	মা-ইদাহ্	১৫	২১১
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ	৯	আ'রাফ	১৫৭	৩১৩
اِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ	২৫	শূরা	৫২	৮৭৪
وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ	২৮	হাশ্‌র	৭	৯৮৩

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মৃতদেরকে আহ্বান করা				
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا الخ	৩	বাক্বারা	২৬০	৯৮
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ	১৭	হাজ্জ্	২৭	৬১০
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا	২৫	যুখ্রুফ	৪৫	৮৮১
হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর অবতরণ ক্বিয়ামতের পূর্বাভাষ				
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ	২৫	যুখ্রুফ	৬১	৮৮৪
হুযূর আন্ওয়ার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মু'মিনদের ঘরে ঘরে দ্বীপ্তিমান রয়েছেন				
فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الخ	১৮	নূর	৬১	৬৫২
য়াগুস ও য়া'উক্ব ইত্যাদি পথভ্রষ্ট ও মূর্তি নির্মাতা ছিলো, আউলিয়া ছিলোনা				
وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ الخ	২৯	নূহ	২৩	১০৩১
وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا	২৯	নূহ	২৪	১০৩১
বুক-মাথা চাপড়ানো কাফিরদেরই প্রথা				
قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ	৬	মা-ইদাহ্	৩১	২১৫
قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا	২৩	য়াসীন	৫২	৮০০
আউলিয়া মিন্-দূনিল্লাহ্ (আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যসব বন্ধু) শয়তান				
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ	৩	বাক্বারা	২৫৭	৯৫
إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ	৮	আ'রাফ	২৭	২৮৪
إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ	৮	আ'রাফ	৩০	২৮৪
فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	১৪	নাহ্ল	৬৩	৪৯৬
أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي الخ	১৫	কাহ্ফ্	৫০	৫৪৪
নেক বান্দাদের কারণে পাপীদের প্রতিও দয়া হয়				
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الخ	৫	নিসা	৬৯	১৭৫
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا	১৬	কাহ্ফ্	৮২	৫৫০
وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ	২৭	তূর	২১	৯৩৯
أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ الخ	২৭	তূর	২১	৯৩৯

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা

মু'মিনদের জন্য শাফা'আত রয়েছে

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ	৩	বাক্বারা	২৫৫	৯৪
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ الخ	৫	নিসা	৬৪	১৭৪
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ الخ	১১	তাওবা	১০৩	৩৭৪
اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا ط	১৬	তোয়াহা	১০৯	৫৮৪
وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ	২২	সাবা	২৩	৭৭৮
لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ٥	৩০	নাবা	৩৮	১০৫৫

কাফিরদের জন্য শাফা'আত নেই

يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ الخ	৩	বাক্বারা	২৫৪	৯৪
لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ الخ	১৬	মার্‌য়াম	৮৭	৫৬৮
فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ	১৯	শু'আরা	১০০	৬৭৪
اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ الخ	২৪	যুমার	৪৩	৮৩৪
وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ الخ	২৪	মু'মিন	১৮	৮৪৩
سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ	২৮	মুনাফিক্বূন	৬	১০০০
فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ الخ	২৯	মুদ্দাস্‌সির	৪৮	১০৪১

مُرَبِّى (মুরাব্বী) অর্থে ব্যবহৃত رَب (রাব্ব) বান্দাকেই বলা হয়

اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ	১২	য়ূসুফ	২৩	৪৩৩
اُذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ	১২	য়ূসুফ	৪২	৪৩৮
اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ	১২	য়ূসুফ	৫০	৪৪০
كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا	১৫	বনী ইস্রাঈল	২৪	৫১৬

খাদেম (خادم) অর্থে ব্যবহৃত আব্‌দ (عبد)

مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ	১৮	নূর	৩২	৬৪৪
قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ	২৪	যুমার	৫৩	৮৩৬

কাফিরগণ বধির, মূক, অন্ধ ও মৃত

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ	১	বাক্বারা	১৮	১১
اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ	১৪	নাহ্‌ল	২১	৪৮৯
وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى	১৫	বনী ইস্রাঈল	৭২	৫২৬
اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ	২০	নাম্‌ল	৮০	৬৯৫

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى	২৪	হা-মীম-সাজদাহ্	৪৪	৮৬১
اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ	২৪	হা-মীম সাজদাহ্	৪৪	৮৬২
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ	২৬	মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম	২৩	৯০৯

নবী ও ক্বোরআন হিদায়ত প্রদানকারী

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ	৪	আল্-ই-ইমরান	১৬৪	১৪৫
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا	১১	তাওবা	১০৩	৩৭৪
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ	১৩	ইব্রাহীম	১	৪৬৫
اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ	১৫	বনী ইস্রাঈল	৯	৫১৩
اِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ	২৫	শূরা	৫২	৮৭৪

ঈসাল-ই-সাওয়াব (ওফাত প্রাপ্তদের রূহে সাওয়াব পৌঁছানো) সত্য

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ	১১	তাওবা	৯৯	৩৭২
وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ	২৬	যা-রিয়াত	১৯	৯৩৩

নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ত্রুটিমুক্ত ও নিষ্পাপ

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ	১	বাক্বারা	১২৪	৪৮
اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الخ	৩	আল্-ই-ইমরান	৩৩	১১৪
اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ	৮	আন্'আম	১২৫	২৬৯
لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ	৮	আ'রাফ	৬১	২৯২
وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ	১২	হূদ	৮৮	৪২২
مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ	১২	য়ূসুফ	৩৮	৪৩৭
اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ الخ	১৩	য়ূসুফ	৫৩	৪৪১
اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ الخ	১৫	বনী ইস্রাঈল	৬৫	৫২৪
لَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ	১৫	বনী ইস্রাঈল	৭৪	৫২৬
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	২১	আহ্যাব	২১	৭৫৭
اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ	২৩	সোয়াদ	৮৩	৮২৬
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى	২৭	আন্-নাজ্ম	২	৯৪৩
لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ الخ	২৯	আল্-হাক্বক্বাহ্	৪৪	১০২৫

শারীরিক ইবাদত কেউ অন্য কারো পক্ষ থেকে সম্পন্ন করতে পারেনা

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ	৩	বাক্বারা	২৮৬	১০৬
وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى	২৭	আন্-নাজ্ম	৩৯	৯৪৯

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর মর্যাদার স্তর ভিন্ন ভিন্ন				
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ	৩	বাক্বারা	২৫৩	৯৩
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ	১৩	য়ূসুফ	৭৬	৪৪৬
মূল নবূয়তে সমস্ত নবী এক সমান				
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ	৩	বাক্বারা	২৮৫	১০৬
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ	৬	নিসা	১৫২	১৯৮
প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া পশুও হালাল যদি তা আল্লাহ্‌র নামে যবেহকৃত হয়				
مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ	৭	মা-ইদাহ্	১০৩	২৩৬
قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ الخ	৮	আন্‌'আম	১৪৬	২৭৪
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا	১০	আন্‌ফাল	৬৯	৩৪৪
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ	১৪	নাহ্‌ল	১১৬	৫০৮
প্রতিমার বেদীমূলে বধকৃত ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহকৃত পশু হারাম				
وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ	২	বাক্বারা	১৭৩	৬২
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ	৬	মা-ইদাহ্	৩	২০৬
মহান প্রতিপালকের অবগত করা ব্যতীত কারো নিকট অদৃশ্য জ্ঞান নেই				
لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ	৭	মা-ইদাহ্	১০৯	২৩৮
لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ	৯	আ'রাফ	১৮৮	৩২৯
قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ الخ	২০	নাম্‌ল	৬৫	৬৯৪
إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الآية	২১	লোক্বমান	৩৪	৭৪৫
وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ الخ	২৬	আহ্‌ক্বাফ	৯	৮৯৮
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কিছুই করতে পারেনা				
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ		ফাতিহা	৪	২
وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيرٍ	১	বাক্বারা	১০৭	৪৩
قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا	৯	আ'রাফ	১৮৮	৩২১
وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ	১৩	য়ূসুফ	৬৭	৪৪৫
مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ	১৩	য়ূসুফ	৬৮	৪৪৫

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা
মীলাদ শরীফ (নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম বৃত্তান্ত) বর্ণনা করা আল্লাহ্‌রই সুন্নাত				
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ	৪	আল্-ই-ইমরান	১৬৪	১৪৫
قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ	৬	নিসা	১৭৫	২০৩
قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ	৬	মা-ইদাহ্	১৫	২১১
هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى	১০	তাওবা	৩৩	৩৫৪
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ الخ	১১	তাওবা	১২৮	৩৮২
وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ (پورا ركوع)	১৬	মার্‌য়াম	১৬	৫৫৮
وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ	২০	ক্বাসাস	৭	৬৯৮
مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ط	২৮	সাফ্‌ফ	৬	৯৯৪
هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا	২৮	জুমু'আহ্	২	৯৯৬
জ্ঞান আল্লাহ্‌র এক মহান নি'মাত (অনুগ্রহ)				
وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا	১	বাক্বারা	৩১	১৭
وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا	৩	বাক্বারা	২৬৯	১০০
وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ	৩	আল্-ই-ইমরান	১৮	১১১
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ	৫	নিসা	১১৩	১৮৯
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ	১১	তাওবা	১২২	৩৮০
وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا	১৫	কাহ্‌ফ	৬৫	৫৪৭
هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ	১৫	কাহ্‌ফ	৬৬	৫৪৭
وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا	১৬	তোয়াহা	১১৪	৫৮৫
فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ	১৭	আম্বিয়া	৭	৫৯০
اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ	১৯	শু'আরা	১৯৭	৬৮১
عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ	১৯	নাম্‌ল	১৬	৬৮৬
اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا الخ	২২	ফাতির	২৮	৭৮৯
قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ الخ	২৩	যুমার	৯	৮২৯
اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ	২৭	আর্-রাহ্‌মান	১-২	৯৫৬
নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে 'বশর' (মানুষ মাত্র) বলা কাফিরদেরই প্রথা				
قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ	১৪	হিজ্‌র	৩৩	৪৮০
مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ	১৮	মু'মিনূন	২৪	৬২৩
وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ	১৮	মু'মিনূন	৩৪	৬২৪
قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا	২২	য়াসীন	১৫	৭৯৬
فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا	২৮	তাগ্বা-বুন	৬	১০০২

আয়াত	পারা	সূরা	আয়াত নং	পৃষ্ঠা

মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ মিথ্যা থেকে পবিত্র

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ	৩	আল্-ই-ইমরান	৯	১০৯
فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ	৩	আল্-ই-ইমরান	৬১	১২১
إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ	৪	আল্-ই-ইমরান	১৯৪	১৫২
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا	৫	নিসা	৮৭	১৮০
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا	৫	নিসা	১২২	১৯০

সৎকর্মপরায়ণদের কারণে পাপীদের উপরও শাস্তি আসেনা

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ الخ	৯	আন্‌ফাল	৩৩	৩৩৩
إِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا الخ	১৭	হাজ্জ্	৩৮	৬১৩
لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ	২৬	ফাত্‌হ	২৫	৯১৮
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ	২৭	যা-রিয়াত	৩৫	৯৩৫
وَلَا يَلِدُوْآ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا	২৯	নূহ্	২৭	১০৩২

আউলিয়া কেরামের ওসীলাহ্ (মাধ্যম) জরুরী

فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ الخ	১	বাক্বারা	৩৭	১৯
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ	১	বাক্বারা	৬১	২৭
وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا	১	বাক্বারা	৮৯	৩৬
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا	২	বাক্বারা	১৪৪	৫৪
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ الخ	৩	আল্-ই-ইমরান	৩৮	১১৬
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ	৪	আল্-ই-ইমরান	১৬৪	১৪৫
وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا الخ	৬	মা-ইদাহ্	৩৫	২১৬
لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ الخ	৯	আ'রাফ	১৩৪	৩০৭
وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ	৯	আ'রাফ	১৩৪	৩০৭
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا الخ	১১	তাওবা	১০৩	৩৭৪
يَبْتَغُوْنَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ الخ	১৫	বনী ইস্রাঈল	৫৭	৫২২
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا	১৫	কাহ্‌ফ	২১	৫৩৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ

(আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁর দয়ালু হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করছি।)

সূরা ফাতিহার নামসমূহ ঃ এ সূরার বহু নাম রয়েছেঃ (১) ফাতিহা, (২) ফাতিহাতুল কিতাব (ক্বোরআনের ভূমিকা), (৩) উম্মুল ক্বোরআন (ক্বোরআনের মূল), (৪) সূরাতুল কান্‌য্ (ভাণ্ডার সূরা), (৫) কাফিয়াহ্ (প্রাচুর্যসম্পন্ন), (৬) ওয়াফিয়াহ্ (পরিপূর্ণ), (৭) শাফিয়াহ্ (আরোগ্যদায়ক), (৮) শেফা (আরোগ্য), (৯)সাব্'ই মাসানী (সপ্ত প্রশংসা, বারংবার আবৃত্তিযোগ্য সপ্ত আয়াত), (১০) নূর (জ্যোতি), (১১) রুক্বইয়াহ্ (দো'আ-তাবিজ), (১২) সূরাতুল হাম্দ (প্রশংসার সূরা), (১৩) সূরাতুদ্ দো'আ (প্রার্থনার সূরা), (১৪) তা'লীমুল মাস্আলা (মাসআলা শিক্ষা), (১৫) সূরাতুল মুনাজাত (মুনাজাতের সূরা), (১৬) সূরাতুত্ তাফভীদ (অর্পণের সূরা), (১৭) সূরাতুস্ সাওয়াল (যাচ্ঞার সূরা), (১৮) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল), (১৯) ফাতিহাতুল ক্বোরআন (ক্বোরআনের সূচনা) এবং (২০) সূরাতুস্ সালাত (নামাযের সূরা)।

এ সূরায় সাতটি আয়াত, সাতাশটি পদ এবং একশ চল্লিশটি বর্ণ আছে। কোন আয়াত 'নাসিখ' (রহিতকারী) কিংবা 'মানসূখ' (রহিতকৃত) নয়।

শানে নুযুল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) ঃ এ সূরা মক্কা মুকার্‌রামাহ্ কিংবা মদীনা মুনাওয়ারাহ্য় অথবা উভয় পূণ্যময়ী ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আমর ইবনে শোরাহ্‌বীল থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হাকে বললেন, "আমি এক আহ্বান শুনে থাকি, যাতে (اِقْرَأْ) 'ইক্বরা' (আপনি পড়ুন!) বলা হয়।" ওয়ারক্বাহ্ ইবনে নওফলকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো। তিনি আরয করলেন, "যখন এ আহ্বান আসে তখন আপনি স্থিরচিত্তে তা শ্রবণ করুন।" এরপর হযরত জিব্‌রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, আপনি বলুন, "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম, আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।" এ থেকে বুঝা যায় যে, অবতরণের দিক দিয়ে এটাই প্রথম সূরা। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম 'সূরা ইক্বরা' নাযিল হয়েছে। দো'আ বা প্রার্থনার তরীক্বা শিক্ষা দেয়ার জন্য এ সূরার বর্ণনাভঙ্গী বান্দাদের ভাষায়ই এরশাদ হয়েছে।

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফাতিহা মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭ রুকূ'-১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রতি, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর;	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾
২. পরম দয়ালু, করুণাময়;	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾
৩. প্রতিদান দিবসের মালিক।	مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۳﴾

মাস্‌আলা ঃ নামাযে এ সূরা পাঠ করা ওয়াজিব– ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য নিজ মুখে উচ্চারণ করে (প্রত্যক্ষভাবে) এবং মুক্তাদীর জন্য 'হুকমী' বা পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ ইমামের মুখে)। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে আছে- قِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ অর্থাৎ "ইমামের পাঠ করাই মুক্তাদীর পাঠ করা।" ক্বোরআন মজীদে মুক্তাদীকে নীরব থাকার এবং ইমামের 'ক্বিরআত' শ্রবণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে- اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا (অর্থাৎ-যখন ক্বোরআন মজীদ পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো)। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে- اِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا অর্থাৎ "ইমাম যখন 'ক্বিরআত' পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকো।" আরো বহু সংখ্যক হাদীসে একথাই বর্ণিত হয়েছে।

মাস্‌আলা ঃ জানাযার নামাযে 'দো'আ' স্মরণ না থাকলে 'সূরা ফাতিহা' দো'আর নিয়তে পাঠ করা জায়েয; ক্বিরআতের নিয়তে জায়েয নয়। (আলমগীরী)

সূরা ফাতিহার ফযীলতসমূহ ঃ হাদীসসমূহে এ সূরার বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তাওরীত, ইন্‌জীল ও যাবূরে এর মতো কোন সূরা নাযিল হয়নি।" (তিরমিযী শরীফ)

এক ফিরিশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম আরয করলেন এবং এমন দু'টি 'নূর'-এর সুসংবাদ দিলেন, যা হুযূরের পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। একটা হচ্ছে 'সূরা ফাতিহা', অন্যটা 'সূরা বাক্বারা'র শেষ আয়াতসমূহ। (মুসলিম শরীফ)

সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা। (দারমী শরীফ)

সূরা ফাতিহা একশবার পাঠ করে যে প্রার্থনাই করা হোক, আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন। (দারমী শরীফ)

ইস্‌তি'আযাহঃ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ **(আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম) পাঠ করা**

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পাঠ করা সুন্নাত– (তাফ্‌সীর-ই-খাযিন)। তবে, ছাত্র যখন শিক্ষক থেকে পাঠ করে তখন তার জন্য সুন্নাত নয়। (ফতোয়া-ই-শামী)

মাস্‌আলাঃ নামাযের মধ্যে ইমাম কিংবা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য 'সানা' (সুব্‌হা-নাকা) পাঠ করার পর নীরবে 'আউযু বিল্লাহ্' পাঠ করা সুন্নাত। (শামী)

তাস্‌মিয়াহ্ ঃ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) পাঠ করা**

মাস্‌আলাঃ 'বিস্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির রাহীম' ক্বোরআন পাকেরই আয়াত; তবে সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। এজন্যই তা (ক্বিরআতের সাথে) উচ্চরবে পাঠ করা হয় না। বোখারী ও মুস্‌লিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত সিদ্দীক্বে আকবর ও হযরত ফারূক্বে আ'যম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) 'আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন' থেকেই নামায (ক্বিরআত) আরম্ভ করতেন। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সাথে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চরবে পাঠ করতেন না।

মাস্‌আলাঃ 'তারাবীহ্‌র নামায'- এর মধ্যে যেই খতম আদায় করা হয় তাতে কখনো একবার উচ্চরবে 'বিস্‌মিল্লাহ্' অবশ্যই পড়তে হবে, যেন একটা আয়াত বাদ না পড়ে।

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন শরীফে 'সূরা বারাআত' (সূরা তাওবা) ব্যতীত প্রত্যেকটা সূরা 'বিস্‌মিল্লাহ্' সহকারে আরম্ভ করতে হয়।

মাস্‌আলাঃ 'সূরা নাম্‌ল'-এর মধ্যে সাজদার আয়াতের পর যেই 'বিস্‌মিল্লাহ্'র উল্লেখ রয়েছে তা কোন পূর্ণ আয়াত নয়; বরং আয়াতের একটা অংশ মাত্র। সর্বসম্মতভাবে, ঐ আয়াতের সাথে অবশ্যই পড়তে হবে– যেসব নামাযে 'ক্বিরআত' উচ্চরবে পড়া হয় সেসব নামাযে সরবে, আর যেসব নামাযে নীরবে পড়তে হয় সেসব নামাযে নীরবে।

মাস্‌আলাঃ প্রত্যেক 'মুবাহ্' (বৈধ) কাজ 'বিস্‌মিল্লাহ্' সহকারে আরম্ভ করা মুস্তাহাব। 'নাজায়েয্' বা অবৈধ কাজের প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়া নিষিদ্ধ।

সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তুসমূহঃ এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা, রাবূবিয়াত, রহমত, মালিকানা, ইবাদতের একক উপযুক্ততা, উত্তম কাজের তৌফিক দান, বান্দাদের পথ-নির্দেশনা, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ, ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্য সীমিতকরণ, সাহায্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা, তাঁরই হিদায়ত তলব করা, প্রার্থনার নিয়ম-কানুন, সৎবান্দাদের অবস্থাদির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা, পথভ্রষ্টদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা ও তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা, পার্থিব জীবনের পরিণতি ও প্রতিদান, প্রতিদান-দিবসের বিস্তারিত এবং সমস্ত মাস্‌আলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

সূরা ঃ ১	২	ফাতিহা
৪. আমরা (যেন) তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি!		إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ④
৫. আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো!		اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑤
মানযিল - ১		

হামদঃ حَمْد (আল্লাহ্‌র প্রশংসা)

মাস্‌আলাঃ প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে 'তাস্‌মিয়াহ' (আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা)-এর ন্যায় 'হাম্‌দ' (আল্লাহ্‌র প্রশংসা) করা চাই।

মাস্‌আলাঃ 'হাম্‌দ' কখনো 'ওয়াজিব'; যেমন-জুমু'আর খোৎবায়। কখনো 'মুস্তাহাব'; যেমন-বিবাহের খোৎবায়, দো'আয়, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রারম্ভে এবং প্রত্যেক পানাহারের পর। কখনো 'সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্'; যেমন-হাঁচি আসার পর। (তাহ্‌তাভী শরীফ)

রাব্বিল আলামীন (رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ **)ঃ** এর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিজগত যে ক্ষণস্থায়ী, 'মুম্‌কিন' ★ ও মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ্ তা'আলা যে চিরস্থায়ী, অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন, চিরজীবী, চির তত্ত্বাবধায়ক, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ– সেসব বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে; যেসব গুণাবলী আল্লাহ্ পাক 'রাব্বুল আলামীন'-এর জন্য অপরিহার্য। এ দু'টি মাত্র শব্দের মধ্যে 'ইল্‌ম-ই-ইলাহিয়্যাৎ' (খোদাতাত্ত্বিক জ্ঞান) -এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ **)ঃ** আল্লাহ্‌রই মালিকানার পূর্ণ-বিকাশের বর্ণনা এবং এটা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়। কেননা, সমস্ত সৃষ্টি হলো তাঁরই মামলূক (মালিকানাধীন) এবং মামলূক উপাস্য হবার যোগ্য হতে পারে না। এ থেকে জানা যায় যে, দুনিয়া হচ্ছে 'দারুল আমল' বা কর্মক্ষেত্র। আর এর একটা অন্ত বা শেষ রয়েছে। বিশ্বের এ পরম্পরাকে 'আদি-অন্তহীন' বলা বাতিল। দুনিয়ার পরিসমাপ্তির পর একটা প্রতিদান-দিবস রয়েছে। এ আয়াত দ্বারা 'তানাসুখ' (পুনঃজন্মবাদ) বাতিল বলে প্রমাণিত হলো।

★ 'মুমকিন' (مُمْكِن)ঃ আরবী দর্শন শাস্ত্রের পরিভাষায়, 'মুমকিন' হলো– যা সৃষ্টি হবার পূর্বে 'হওয়া' বা 'না হওয়া' উভয়ই সম-সম্ভাবনাময়; কিন্তু তা অস্তিত্ব লাভ করার জন্য অপরের (অর্থাৎ স্রষ্টার) মুখাপেক্ষী।

ইয়্যাকা না'বুদু (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনার পর আয়াতের এ অংশটা উল্লেখ করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যে, 'আক্বীদা'ই আমলের পূর্বশর্ত এবং ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আক্বীদার বিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

মাস্আলাঃ 'না'বুদু' (نَعْبُدُ) – এ বহুবচন ক্রিয়াপদ দ্বারা ইবাদতকে জমা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) আদায় করার বৈধতাও বোধগম্য হয়। একথাও বুঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমানের ইবাদত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলে কবূলিয়াতের মর্যাদা লাভ করে।

মাস্আলাঃ এতে শির্ক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইবাদত হতে পারে না।

ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন (إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ)ঃ এ'তে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সাহায্য প্রার্থনা শুধু আল্লাহ্র নিকটই– প্রত্যক্ষভাবে হোক, কিংবা পরোক্ষভাবে হোক। সাহায্য প্রার্থনার উপযোগী প্রকৃতপক্ষে তিনিই; অন্যান্য উপায়-উপকরণ, সেবক ও বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি সবই আল্লাহ্র সাহায্যেরই প্রকাশস্থল। বান্দাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্র কুদরতকেই প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী মনে করা একান্ত আবশ্যক। আয়াতের এ অংশ থেকে নবী ও ওলীগণের নিকট সাহায্য চাওয়াকে শির্ক মনে করা একটা বাতিল আক্বীদা (ভ্রান্ত বিশ্বাস)। কেননা, আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য বান্দাদের সাহায্য (প্রকৃতপক্ষে,) আল্লাহ্রই সাহায্য, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা নয়। যদি এ আয়াতের ঐ অর্থ হতো, যা ওহাবী সম্প্রদায় বুঝে নিয়েছে, তা'হলে ক্বোরআন মজীদে (أَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ) (যুল ক্বারনায়ন বললেন, "তোমরা আমাকে শক্তি দ্বারা সাহায্য করো"।) এবং اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ(তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো!) কেন এরশাদ হয়েছে? আর হাদীস শরীফসমূহে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের নিকট সাহায্য চাওয়ার শিক্ষাই বা কেন দেয়া হয়েছে?

ইহ্দিনাস সিরা-তাল মুস্তাক্বীম (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয়ের পর ইবাদত, অতঃপর প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। এ থেকে এ মাস্আলা জানা যায় যে, বান্দাদের ইবাদতের পর দো'আয় মগ্ন হওয়া উচিত। হাদীস শরীফেও নামাযের পর 'দো'আ' বা প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (তাব্রানী ফিল্ কবীর ও বায়হাক্বী ফিস্ সুনান)

সূরাঃ ১	৩	ফাতিহা
৬. তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো; **৭. তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। (আমীন!) ★**		صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۧ
	মানযিল - ১	

'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা 'ইস্লাম' অথবা 'ক্বোরআন মজীদ' কিংবা 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূত পবিত্র চরিত্র' অথবা 'হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন (আহ্লে বায়ত) ও সাহাবা কেরামের কথা'ই বুঝানো হয়েছে। এ'তে প্রমাণিত হয় যে, 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' হলো আহ্লে সুন্নাতেরই অনুসৃত পথ; যাঁরা আহ্লে বায়ত, সাহাবা কেরাম, ক্বোরআন ও সুন্নাহ্ এবং 'বৃহত্তম জমা'আত' সবাইকে মান্য করেন।

সিরা-তাল্লাযী-না আন্'আমতা আলায়হিম (صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)ঃ (এ আয়াত) উপরোক্ত বাক্যেরই তাফ্সীর বা ব্যাখ্যা। অর্থাৎ 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা মুসলমানদেরই পথকে বুঝানো হয়েছে। (তাছাড়া, তা'দ্বারা অনেক মাস্আলার সমাধানও পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বুযর্গানে দ্বীনের আমল রয়েছে তা-ই 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম'-এর অন্তর্ভুক্ত।

গায়রিল মাগ্দূবি আলায়হিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ)ঃ এ বাক্যেও হিদায়ত রয়েছে। যেমন-

মাস্আলাঃ সত্য-সন্ধানীদের জন্য খোদার দুশ্মন থেকে দূরে থাকা এবং এদের পথ, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ এবং রীতি-নীতি থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক।

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়ত থেকে বুঝা যায় যে, 'মাগ্দূ-বি আলায়হিম' (مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ) দ্বারা 'ইহুদী' এবং 'দোয়া-ল্লীন' (ضَآلِّيْنَ) দ্বারা খৃষ্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে।

মাস্আলাঃ 'দোয়াদ' (ض) ও 'যোয়া' (ظ)-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বৈশিষ্ট্যে অক্ষর দু'টির মধ্যে মিল থাকা উভয়কে এক করতে পারে না। কাজেই, غَيْرِ الْمَظْلُوْبِ 'যোয়া' (ظ) সহকারে পাঠ করা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তা হবে ক্বোরআন পাকে বিকৃতি সাধন ও 'কুফর'; নতুবা না-জায়েয।

মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি 'দোয়াদ' (ض)-এর স্থলে 'যোয়া' (ظ) পড়ে সে ব্যক্তির 'ইমামত' জায়েয্ নয়। (মুহীতে বুরহানী)

আ-মীন (اٰمِيْنَ)ঃ এর অর্থ হচ্ছে- 'এরূপ করো' অথবা 'কবূল করো'!

মাস্আলাঃ এটা ক্বোরআনের শব্দ নয়।

মাস্আলাঃ 'সূরা ফাতিহা' পাঠান্তে– নামাযে ও নামাযের বাইরে 'আ-মীন' (اٰمِيْنَ) বলা সুন্নাত।

★ 'সূরা ফাতিহা' সমাপ্ত।